সেপ্টেম্বর ২০২৪ ■ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩১

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন
ময়মনসিংহ বিভাগ

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

JULY
বাংলা ব্লকেড
পানি লাগবে পানি
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
LONG
MARCH TO DHAKA
THE FINAL NAIL

অরুণ প্রাতের তরুণ দল

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

সেপ্টেম্বর ২০২৪ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩১

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন

বিশেষ সংখ্যা: ময়মনসিংহ বিভাগ

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ নিউইয়র্কে হায়াত গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল হোটেল ওপনে সোসাইটি ফাউন্ডেশনের সভাপতি Alexander Soros-কে বিপ্লবের পরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের আঁকা দেয়াল চিত্রের ওপর আর্ট বই ART OF TRIUMPH উপহার দেন– পিআইডি

প্রধান সম্পাদক
খালেদা বেগম

সিনিয়র সম্পাদক
রিফাত জাফরীন

সম্পাদক
ফাহমিদা শারমীন হক

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

স্টাফ রাইটার
মো. জামাল উদ্দিন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ: সম্পাদনা শাখা
ফোন: ৮৩০০৬৮৭
E-mail: dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
Website: www.dfp.gov.bd

গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্য যোগাযোগ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয়, বিতরণ ও প্রদর্শনী)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৭০২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা

মুদ্রণে: প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৭৬/ই, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন পালাগানের সংকলন *মৈমনসিংহ গীতিকায়* বীরত্বগাথায় গীত হয়েছে। এ গীতিকায় পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের ভূমিকা উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। *মৈমনসিংহ গীতিকার* সংগ্রাহক ও সম্পাদক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীনেশচন্দ্র সেন নারী-চরিত্রের মহিমা কীর্তন করে ভূমিকায় লিখেন, 'এই গীতিকাগুলির নারী চরিত্রসমূহ প্রেমে দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে।' প্রেম, মানবতা ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় তারাই বেশি সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। মূলত মানবপ্রেমের মহিমা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইহজাগতিকতা এবং নৈতিকতা *মৈমনসিংহ গীতিকাকে* অমূল্য মর্যাদা দান করেছে। নির্যাতনকারী যতই শক্তিশালী হোক – তার পরাজয় নিশ্চিত হয়েছে। একজন বীরের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো – সাহসিকতা, বীরত্ব, সাধুতা, নৈতিকতা ইত্যাদি। তার নানাবিধ সদ্‌গুণাবলিই অপরাজেয় শক্তি। তাইতো দেখা যায়, কখনো কখনো একজন বীর যুদ্ধ করেছে শাসকের বিরুদ্ধে। তার পক্ষে রয়েছে সাধারণ জনগণ। ছিনিয়ে এনেছে বিজয়মালা। কখনো কখনো হয়েছে বিয়োগাত্মক। সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য একজন বীর জীবন উৎসর্গ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর কিংবদন্তি হয়েছেন। *মৈমনসিংহ গীতিকায়* বর্ণিত বীরের আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষা এবং চিরন্তন বিজয়গাথাই আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে উদ্বুদ্ধ করে। তাইতো আমরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধ করি। ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের জুলাইয়ের গণ-আন্দোলনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বানের এই চিরন্তন ধারাটি ছিল প্রবলভাবে বহমান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মত্যাগী হয়েছেন অসংখ্য নারী-পুরুষ। অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ময়মনসিংহ বিভাগের শহিদগণ উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত। *মৈমনসিংহ গীতিকার* বীরদের মতো তাদেরও বীরত্বগাথা গীত হবে যুগ থেকে যুগান্তরে।

মৈমনসিংহ গীতিকার নারী চরিত্রের মতো উজ্জ্বল জুলাইয়ের ছাত্র গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা। ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও আন্দোলনের সামনের সারি, রাজপথের মিছিল ও স্লোগানে সরব ছিলেন। আন্দোলনের সব কাজেই ছাত্রদের সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ছাত্রীরাও। শুধু রাজধানী ঢাকায় নয়, বিভাগীয় ও জেলা শহরেতো বটেই, এমনকি মফস্বলের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রীরাও এ আন্দোলনের শরিকদার। চব্বিশে নারীদের দ্রোহের বারুদে জ্বলে ওঠার গল্প রচিত হয়।

ময়মনসিংহ বিভাগের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ছিল প্রতিবাদী আর সচেতন। এ আন্দোলনের বিজয় তাদের লড়াই-সংগ্রাম ও আত্মত্যাগে মহীয়ান। তাদের গৌরবগাথা তুলে ধরার জন্য আমাদের এবারের আয়োজন। 'ময়মনসিংহ বিভাগের গেজেটেড শহিদদের তালিকা'সহ 'ময়মনসিংহ জেলা: জুলাই শহিদের বীরত্বগাথা', 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলনে শেরপুর জেলা', 'ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে গৌরীপুরে তিন শহীদের মোড়', 'রক্ত দিয়ে প্রাণবাঁচানো উমর ফারুক রক্তেই ভাসলেন', 'মায়ের সঙ্গে শেষ কথা তোফাজ্জলের: আম্মা আমরা জিতছি মিছিল কইরা বাড়ি আমু' ইত্যাদি মর্মস্পর্শী নিবন্ধ/প্রতিবেদনও রয়েছে।

আমরা শুধু বীরদের বীরত্বগাথা গাইব না, তাদের আদর্শ অনুসরণে বৈষম্যবিহীন সমাজ বিনির্মাণে যার যার অবস্থান থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করব এবং অন্যকে উৎসাহিত-অনুপ্রাণিত করব। সমাজ, দেশ ও জাতির সকল স্তরে সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হই– এ প্রত্যাশা করি।

সচিত্র বাংলাদেশ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সংখ্যা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ময়মনসিংহ বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে। আশা করি, সকলের ভালো লাগবে।

সূচিপত্র

ভাষণ/প্রবন্ধ/নিবন্ধ/সংবাদ প্রতিবেদন

Address at 79th Session of the UN General Assembly by Chief Adviser Professor Muhammad Yunus ৪

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলনে শেরপুর জেলা ১২
ড. আবদুল আলীম তালুকদার

চব্বিশে নারীর দ্রোহের বারুদে জ্বলে ওঠার গল্পগাথা ২০
সাদেকুর রহমান

ময়মনসিংহ জেলা: জুলাই শহিদের বীরত্বগাথা ২৫
আবু সাইদ কামাল

২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের ভূমিকা ৩৪
ড. আশরাফ পিন্টু

গেজেট থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের শহিদদের তালিকা ৩৭

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার দ্বিতীয়াংশ ৪৫

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেন থামিয়ে কোটাবিরোধীদের বিক্ষোভ ৫০

কোটাবিরোধী আন্দোলনে ময়মনসিংহে ট্রেন অবরোধ ৫১

বাংলা ব্লকেড: ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা ৫২

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ৫৩

বৃষ্টিতে ভিজে বাকৃবিতে কোটা বাতিলের আন্দোলন ৫৪

কোটা আন্দোলন: ময়মনসিংহে পদযাত্রা, স্মারকলিপি ৫৫

ময়মনসিংহে কফিন নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-সমাবেশ ৫৬

ময়মনসিংহে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষার্থীদের ৫৭

ময়মনসিংহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ ৫৮

ছাত্র-জনতার মিছিলে উত্তাল ময়মনসিংহ ৫৯

ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে গৌরীপুরে ‘তিন শহীদের মোড়’ ৬০

ময়মনসিংহে নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালন ৬১

ময়মনসিংহে শহিদি মার্চ পালন করল শিক্ষার্থীর ৬২

শহিদ ও আহতদের পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের ৬৩

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও প্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময় ৬৪

ময়মনসিংহে ৫৫ শহিদ পরিবারকে অনুদানের চেক বিতরণ ৬৬

রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচানো উমর ফারুক রক্তেই ভাসলেন ৬৭

মায়ের সঙ্গে শেষ কথা তোফাজ্জলের ‘আম্মা আমরা জিতছি মিছিল কইরা বাড়ি আমু’ ৬৮

গল্প

সুরমা ৭১
জসীম আল ফাহিম

সাঈদের বাড়ি ফেরা ৭৬
মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী

কবিতাগুচ্ছ ৬৯-৭০, ৭৪-৭৫

আতিক রহমান, রুস্তম আলী, পঙ্কজ শীল, শামসুল আরেফীন, রেইনি দিল আফরোজ, নীহার মোশারফ, কামাল হোসাইন, ছাদির হুসাইন, জেনি সরকার, রুমান হাফিজ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান ৮০

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৯তম অধিবেশনে ভাষণ দেন– পিআইডি

79th Session of the UN General Assembly

Address
His Excellency Professor Muhammad Yunus
Chief Adviser
Government of Bangladesh
New York, 27 September 2024

Bismillahir Rahmanir Rahim

Mr. President,

Good morning.

Let me congratulate you on your election as the President of the United Nations General Assembly. I would like to assure you of Bangladesh delegation's full cooperation throughout the Session.

I would also place on record our deep appreciation to the Secretary-General,

Antonio Guterres, for his unwavering commitment to deliver on the UN mandates and address the global challenges.

I particularly applaud his vision in convening the Summit of the Future.

The Pact for the Future and the Declaration on Future Generations could help in setting pathways beyond Agenda 2030. Bangladesh believes that the Summit's outcome will serve as a guiding framework in materializing our people across cities lent their shoulders, for 'their children'.

Defying sweat, rain and fear of death,

they shared aspirations and re-thinking collaboration, for posterity.

I stand in this parliament of nations thanks to an epochal transformation that Bangladesh witnessed this July and August. The 'power of the ordinary people', in particular our youth, presented to our nation an opportunity to overhaul many of our systems and institutions.

The uprising led by the students and youth was intiailly aimed at ending discrimination. Progressivly the movement evolved into a people's movement. The world eventually saw how people-at-large stood against autocracy, oppression, discrimination, injustice and corruption, both on the streets and online.

Our people, particularly youth, gained us independence from an autocratic and undemocratic regime with their exceptional resolve and capability. That collective resolve should define Bangladesh of the future and place our nation as a responsive and responsible State in the comity of nations.

This was indeed a movement that primarily brought together people who were long left in politics and development. Who asked 'prosperity' to be shared, to be inclusive. The people aspired for a just, inclusive and functioning democracy for which our new generations made supreme sacrifice.

We were moved by the wisdom, courage and conviction our youth showed.
Even braving bullets, bare chest.
Young girls were fiercely vocal against the illegitimate State power.
School-going teenagers laid down their lives.
Hundreds lost their eyes, forever.

Mothers, day labourers and scores of defeated all the evil designs and machinations of the few who manipulated the State machinery against truth and just aspirations of people for years.

The people's movement left an estimated over eight hundred martyrs in the hands of the autocratic regime.

Bangladesh was born because of her people's profound belief in liberalism, pluralism, secularism. Decades later, our 'Generation Z' is making us re-visit and re-imagine the very values that our people Bangladesh stood for back in 1971. As our people also did in 1952, to defend our mother language, Bangla.

We believe, the 'monsoon revolution' that the world witnessed in Bangladesh in the span of few weeks, may inspire many across communities and coutries, to stand for freedom and justice. I would call upon the international community to engage with 'new Bangladesh' a new that aims to realize freedom and democracy, beyond letters, for everyone.

Mr. President,

Our youth and people together entrusted me and my colleagues in the Council with enormous responsibilities to re-construct a decaying State apparatus.

As we took to the office, to our utter shock and dismay, we discovered how endemic corruption a 'functioning democracy' was brought to farce, how key institutions were ruthlessly politicised, how public coffers were reduced to rubble, how oligarchs took over business, how 'chosen few' concentrated wealth in their hands and amassed and laundered wealth out of Bangladesh. In all, justice, ethics and morality, almost at every level, reached a low.

Under such circumstances, we were asked to re-build Bangladesh and give back the country to the people. To correct the ills of the past as also build a competitive and agile economy, and a just society.

In a drastically changed scenario, all political parties are now free to voice their views and opinions.

A key priority for us is also to make all in public positions and institutions to account for their decisions and actions.

We are committed to promote and protect the fundamental rights – for people to speak in freedom, to assemble without fear or inhibition, to vote whosoever they choose, to uphold the independence of the judiciary and freedom of press, including in the cyber domain.

In order to ensure that child of a farmer or worker can scale the highest in the society, we prioritise allocation in education and health sectors over grandiose infrastructure development.

We also aim at ensuring good governance, across all sectors.

I wish to assure that our government shall adhere to all international, regional and bilateral instruments that Bangladesh is party to. Bangladesh will continue to remain an active proponent of multilateralism, with the UN at the core.

Bangladesh is open to nurture friendly relations with all countries based on mutual respect, upholding our dignity and pride and shared interests.

Mr. President,

In just seven weeks, the Government has initiated several actions.

At our request, UN High Commissioner for Human Rights has dispatched a Fact-Finding Mission to investigate into the gross human rights violations during the people's movement and to suggest for sustainable course correction. That Mission has already started work on the ground in Bangladesh. I wish to register my deep appreciation to High Commissioner Volker Turk.

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ জাতিসংঘের মহাসচিব Antonio Guterres-এর সাথে সাক্ষাৎকালে কুশল বিনিময় করেন– পিআইডি

We have acceded to the International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance, within two weeks in office. The required national legislation is underway so that we can effectuate its early implemenation. An Inquiry Commission has started investigating into all the cases of enforced disappearances reported during the past decade and a half.

In order to restore people's trust and confidence, and to ensure that the tragic past never recur in future Bangladesh, we have intitiated reforms in certain prioritized sectors. In that direction, we launched independent Commissions to reform electoral system, constitution, judicial system, civil administration, law and order sectors . A few more Commissions are on the cards to reform other sectors, including press and media.

In order to create a conducive environment for business, we have rolled out extensive reforms in banking and financial sectors. We affirm not to let any foreign business interest to be affected.

Beyond rhetoric and numbers, we aim to establish effective safeguard mechanisms to ensure the sustainability of these reforms and create an enabling environment towards conduct of free, fair and participatory elections.

I would, therefore, call on the international community to continue and deepen engagements with Bangladesh in meeting our people's quest for democracy, rule of law, equality, prosperity, so that we can emerge as a just and inclusive democratic society.

Mr. President,

Bangladesh views that maintaining peace and addressing conflicts is central to peoples' progress. During the recent Revolution, our valiant armed forces have once again shown their commitment to peace by standing firmly with the people in fulfilling their aspirations for freedom during a most difficult time in our history.

This was possible thanks to our commitment to place human rights at the core of peacekeeping. Bangladesh remains equally committed to peace-building, from the inception of the UN Peace-building Commission. We look forward to promoting and enhancing Bangladesh's value-driven contributions to the UN peace-keeping operations.

As the third largest troop contributing country, our peacekeepers had served across 63 Missions in 43 countries, to date. 168 Bangladeshi peacekeepers had laid their lives, from Bosnia to Congo. We do hope that Bangladesh defense forces would continue to be called upon in the future UN peace operations, regardless of the challenges or circumstances.

Mr. President,

In our 'shared' world, many of the global priorities need to be set right.

Climate change poses existential threats to us all. The record-breaking heat wave this summer starkly reminded the world of the climate-induced changes.

What we need is climate justice–so that the irresponsible choices or, indifferent actions or, harms caused are accounted for. Long-term damages leave irreparable damages all-around: we are losing bio-diversity; changing pathogens leading to newer diseases; farming is under stress; shrinking water wealth threatening habitat; rising sea level and salinity decimating eco-systems. The damages in terms of rising intensity and frequency of

cyclones or floods can hardly be ignored. The climatic risks are faced far deeper by our small farmers and artisanal livelihood-holders. As I speak, over five million people witnessed a most devastating flood in their living memory, in eastern Bangladesh.

Yet, Secretary General Guterres showed that under the "current trajectory", the world is heading for a +2.7°C scenario. I would hence urge for channeling robust resources for climate adaptation in the climate-vulnerable countries like Bangladesh. It is moreover crucial to operationlize Loss and Damge Fund by leveraging innovative solutions and additional finance.

We equally need access to technologies and increased capacity. To be specific, we need access to live-saving technologies, particularly in agriculture, water or public health, where trickle of modest solutions or innovations can save millions of vulnerable population.

Tackling climate crisis has to go hand in hand with getting global economy in order as well. The world is increasingly focussed on de-carbonisation. In order for such a shift to be beneficial to majority of global population, the transformative vision of a NetZero world has to redeem for countries like Bangladesh as well. Else, we risk falling short on our pledge to 'shared prosperity' through 'shared responsibility'.

I believe, the world needs to engage on a shared vision of 'three zeroes' that we can materialize together, targeting zero poverty, zero unemployment, and, zero net carbon emissions. Where a young person anywhere in the world will have opportunities to grow not as a job seeker but as entrepreneur; where a young person

can unleash his or her latent creativity despite all limitations; where an entrepreneur can optimally balance social benefits, economic profits and responsibility towards nature; where social business can help an individual transcend beyond consumerism and can ultiumately catalyse in social and economic transformation.

Time demands new attitudes, new values, new compact(s), across communities and countries, across developed and developing countries alike, across all actors and stakeholders. If we are to realize such course correction, in full, the United Nations system, national and sub-national governments, non-governmental organizations, business, philanthropies have to walk together. If we accept and accommodate 'social business' within existing economic structures, we can bring meaningful changes in the lives of the bottom half of population, in every society. If we can realistically position social business, we can stem much of climate-insenstive distortions within the existing market economy. I would like to invite the attention of Secretary General, Antonio Guterres, on that score.

Mr. President,

In a world of poly-crisis, wars and conflicts are leading to erosion of rights and widespread abuses.

The genocide in Gaza continues unabated despite global concerns and condemnation. The situation in Palestine just does not concern the Arabs or Muslims at large rather the entire humanity. Palestinians are no expendable people. All those responsible for the crimes against humanity against the

Palestinian people must be held

accountable. Bangladesh calls for an immediate and complete ceasefire to protect the Palestinian people from the brutalities, particularly against the children and women. International community, including the UN, needs to act in earnest to implement the two-state solution that remains the only path to bring lasting peace in the Middle-East.

The two and half year long war in Ukraine has claimed far too many lives. The war has impacted far and wide, even lending deeper economic implications in Bangladesh. We would urge both sides to pursue dialogue to resolve the differences and end the war.

Mr. President,

Seven years on, Bangladesh has been hosting over 1.2 million Rohingyas on humanitarian ground, incurring significant social-economic- environmental costs. The protracted crisis in Myanmar also pose growing risks with national and regional security implications for Bangladesh, both traditional and non-traditional security challenges.

We remain committed to supporting the forcibly displaced Rohingyas from Myanmar in Bangladesh. We need continued support of the international community towards the Rohingyas in carrying out the humanitarian operations and their sustainable repatriation.

Equally important is to ensure justice for the grave human rights violations committed against the Rohingyas, through the ongoing accountability processes in the ICJ and the ICC.

We recognize and appreciate the efforts of the Secretary General and the United Nations system in creating a conducive environment for Rohingyas so that they can lead a free and dignified life. That requires creating pathways for the Rohingyas to return to their ancestral home in Rakhine State, with safety and rights. Looking at the evolving ground situation in Myanmar, Bangladesh is ready to work with the international community to create an environment for dignified and sustainable return of the Rohingyas to their homeland.

Mr. President,

Ensuring peace and security cannot succeed without political freedom and socio-economic emancipation of the people.

Around a decade back, the world unanimously adopted the Agenda 2030. We reposed ourcollective hope and trust in the universal set of goals. Yet, merely 17% of SDG targets are on track to be achieved by 2030. Clearly, many developing countries risk to be left behind.

Every year, developing countries face a significant SDG financing gap, estimated between 2.5 to 4 trillion US dollars. High debt burdens, shrinking fiscal space, and adverse impacts of climate change put countries like Bangladesh at greater risk. We look forward to the Fourth International Conference on Financing for Development to deliver on addressing the complex and systemic challenges. The multilateral financing institutions have to be driven by a vision where wealth and opportunities can be accessed by all, that they rightfully place social business within respective programmes, that they duly address the circumstances in the low-income countries, that they promote entrepreneurship and encourage creativity of individuals, that they support the

dispossessed.

In this regard, prevention of illicit financial flows and siphoning of resources from the developing countries merit greater attention. Increased international cooperation must rechannel the assets stolen from the developing countries. We look forward to early conclusion of an international tax Convention that can combat tax evasion.

Mr. President,

Migration and mobility is an inescapable reality in an inter-connected world. As a country of origin of migrants, over eleven million of our people live and work worldwide.

In order for migration to be beneficial for all, we have to create pathways for safe, orderly, regular, and responsible migration and mobility of people. The international community has to ensure full respect for human rights and the humane treatment of migrants, regardless of their migration status.

While Bangladesh remains committed to the full implementation of the Global Compact on Migration, our government is also committed to curve unsafe migration.

Mr. President,

Every year, nearly two and half million Bangladeshis enter our labour market. In a large population where nearly two-third is young, Bangladesh is challenged to make learning suited to meet the needs of today and tomorrow.

Yet, we see the world of work is changing where a younger person has to adapt constantly, re-skill, adopt newer attitudes. As Bangladesh is set to graduate as a Middle Income Country, we reckon the vital need to secure ourselves in terms of 'learning' and 'technology'.

We are particularly enthused with emergence of the Artificial Intelligence tools and applications. Our youth are excited with the prospect of fast unfolding generative AI. They aspire to walk and work as global citizens. The world needs to ensure that no youth in countries like Bangladesh get left behind in meaningfully reaping benefits out the AI-led transformation. The world simualtenouly needs to ensure that the development of artificial intelligence does not diminish the scope or demand for human labour.

As the the scientific community and the world of technology keeps moving on developing 'autonomous intelligence' – artificial intelligence that propagates on its own without any human intervention – we all need to be cautious of possible impact on every human person or our societies, today and beyond. Many have reasons to believe that unless autonomous intelligence develops in a responsible manner, it can pose existential threats to human existence.

Mr. President,

We need newer forms of collaboration where global business and knowledge-holders connect to people's needs. International cooperation should create space for the developing countries in ways that can bring transformative applications or solutions for jobs, endemic socio-economic challenges, or livelihoods.

Uniting our efforts, capacities and resources is increasingly crucial for us to leverage collective strengths, innovate and foster growth. The challenges we face – in economic development, climate

resilience, or social development – have to be addressed with common endeavours.

In that context, South-South and Triangular cooperation can help us given our unique social and economic circumstances.

It is also a growing necessity for the global South to make our voices heard. In shaping and steering the global agenda, the global South merits equal space and focus.

Mr. President,

The Covid times underlined before us the crucial importance of investing in public health.

In WHO, as Bangladesh leads the negotiations on a global Pandemic Treaty, we urge for convergence on the key provisions of adequate international cooperation, financing public health systems, technology transfer, research and development, diversification of production of medical diagnostics-vaccines-therapeutics. Also, to declare vaccines a 'global public good' that is free from the rigours of intellectual property. These are also crucial for combatting the scourge of non-communicable diseases.

Mr. President,

This year, we celebrate the golden jubilee of Bangladesh's partnership with the United Nations.

It has been a shared journey, of mutual learning. In our modest ways, Bangladesh contributed towards promoting global peace and security, justice, equality, human rights, social progress and prosperity. And, indeed in building a rules-based international order.

For instance, I recall the Microcredit Resolution and the Friends of Microcredit that was formed in the UN General Assembly back in 1999, with exceeding spontaneity. The United Nations declared 2005 as the Year of Microcredit that resulted in global reach of microcredit. The annual General Assembly Resolution on Culture of Peace since 2001 or the Resolution 1325 in the Security Council on Women, Peace and Security may be worth recalling as well.

Mr. President,

As this great Hall reverberates with crying call for peace, security, justice, inclusivity and equitable distribution of wealth, as States, we need to reflect on how we embolden men and women today, create space for them to grow as entrepreneurs tomorrow.

The world has more than enough of capacity, resources and solutions. Let us redeem all the pledges we made, nationally or internationally. Let us work together to end all forms of inequality and discrimination, within and among nations, especially in advancing the proposition of social business in our economic interactions.

The youth in Bangladesh have showed that upholding freedom, dignity and rights of people regardless of distinction and status cannot just remain aspirational. It is just what everyone deserves.

In this assembly of nations, Bangladesh would assure that we would and continue to deliver our bit, at international, regional and national levels, in securing peace, prosperity and justice, for everyone.

I thank you for your attention.

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলনে শেরপুর জেলা

ড. আবদুল আলীম তালুকদার

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র গণ-আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এটি দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত জুলুমবাজ শাসকগোষ্ঠীর নানাবিধ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক টান করে দাঁড়ানো অসমসাহসী ছাত্র-জনতার বীরত্বের প্রতীক। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট মাসের আন্দোলন শুধু একটি দাবি পূরণের সংগ্রাম ছিল না; এটি ছিল আপামর জনসাধারণের ন্যায্য, যৌক্তিক ও মৌলমানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে এক দুর্দমনীয় বিপ্লব।

সুদীর্ঘকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী নানান অনিয়ম, অন্যায়-অনাচার, ন্যায্য অধিকার হরণ, দুর্নীতি, জুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। যুগে যুগে এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে বিপ্লব-বিদ্রোহ-বিক্ষোভ সংঘটিতও হয়েছে। অধিকার আদায়ের জন্য যে বিপ্লবের কোনো বিকল্প নেই, অনাদিকালের ইতিহাস আমাদের বার বার এই শিক্ষাই দিয়ে আসছে। মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য বহু বৈপ্লবিক ঘটনা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে। যেমন: ১৮৩০ সালে ফ্রান্সে 'জুলাই বিপ্লব' (July Revolution of 1830) নামে একটি বিপ্লব সংগঠিত হয়। এ বিপ্লব ১৮৩০ সালের ফরাসি বিপ্লব বা দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব নামেও পরিচিত। ১৮৩০ সালে জুলাই বিপ্লব ফ্রান্সে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

জনগণের নিজস্ব ইচ্ছা, চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনের জন্য গণতন্ত্র চর্চার কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু যুগে যুগে এই গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়েছে কিছু স্বৈরাচারী শাসকের দ্বারা, আবার সেই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হয়, মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরে আসে কিছু সাহসী মানুষের সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে অথবা অগণিত মানুষের রক্তের বিনিময়ে। ঠিক এরকম একটি সাহসী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে তুরস্কে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় যার নাম তরুণ তুর্কি বিপ্লব। এই বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯০৮ সালে তুরস্কে নতুন করে সাংবিধানিক যুগ শুরু হয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে অক্টোবর বিপ্লব এক ঐতিহাসিক স্থান দখল করে আছে। এই বিপ্লবটি ছিল এক নতুন দর্শনের সূচনা। যুগে যুগে বঞ্চিত, শোষিত শ্রমিক শ্রেণির পুঞ্জিভূত ক্ষোভের উত্থান সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মাধ্যম, প্রতিটি মানুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায় এই অক্টোবর বা বলশেভিক বিপ্লব। কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে মহান এই বিপ্লব ছিল মূলত রাশিয়ান বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ। প্রথম ধাপ যেটা কি না ইতিহাসে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব নামে পরিচিত।

আবার ১৯৭৯ সালে ইরানের ইসলামি বিপ্লব ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সফলতম বিপ্লব। যার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসক রেজা শাহ পাহলভীর পতন হয়। এই বিপ্লবগুলো কালের সাক্ষী হয়ে স্বৈরাচারের নির্মম পতনের কথাগুলোকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের মানুষও বিভিন্ন সময় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-সংগ্রাম করেছে। যেমন: ১৯৬৯ সালে স্বৈরাচার আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৯০ সালে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিরোধী আন্দোলন।

আন্দোলনের ধারা-পরিক্রমায় ১লা আগস্ট থেকে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন নিশ্চিত করতে ইস্পাত-কঠিন আকারে সংগঠিত হয়েছিল ছাত্র-জনতার জুলাই বিপ্লব। ফ্যাসিস্ট সরকার ও তার দোসরদের পর্বতসম দুর্নীতি, লুটপাট, গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম, বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের দমনপীড়ন, জেল-জুলুম-হত্যা, জনগণের ভোটাধিকার হরণ তথা গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠানো,

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে অশোভন আচরণ, ঠুনকো কারণে অনেককে চাকরিচ্যুত করা ও কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্রসমাজের সাথে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা প্রভৃতি কারণে জুলাই বিপ্লব সংগঠিত হয়।

এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জেনারেশন-জেড (জেন-জি) আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে একজন স্বৈরশাসকের পতন ঘটিয়েই থেমে যায়নি। একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হওয়ার আগে সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং বয়স্কাউটরা ট্রাফিক পুলিশ, শহর-নগর-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও নিরাপত্তাকর্মীর দায়িত্ব পালন করেছে। এর চেয়ে হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য আর কী হতে পারে যেখানে তরুণ মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে মন্দির ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের সুরক্ষায় নিয়োজিত থাকতে দেখা গেছে।

দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি, দুর্বল অর্থনীতি, অর্থনৈতিক মন্দা, বেকারত্ব, চরম দারিদ্র্য ও শিক্ষিত হতাশাগ্রস্ত যুবসমাজ বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের অসন্তোষ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পেছনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এছাড়াও দেশীয় সম্পদের অসম বণ্টন, প্রতিটি ক্ষেত্রে দলীয় পক্ষপাতিত্ব, খাদ্যের অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধির কারণে আন্দোলনের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় সাধারণ মানুষ। আন্দোলনের শুরুটা করেছিল তরুণ সমাজ। এই তরুণ সমাজ নানা প্রতিকূলতাকে মোকাবিলা করে মূলত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে আন্দোলন গড়ে তোলে।

সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে জুন মাসে শুরু হওয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছিল শুধু ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমতার আন্দোলন। কিন্তু পৃথিবীর অন্যসব স্বৈরাচারের মতো শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিকে মেনে নিতে গড়িমসি শুরু করে জুলুমবাজ ফ্যাসিস্ট সরকার। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যুগে যুগে সকল স্বৈরশাসকেরাই তাদের ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য জনগণের মনে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আন্দোলন-সংগ্রাম দমন করতে চেষ্টা করে। ভোটারবিহীন একতরফা নির্বাচন ও দিনের ভোট রাতে নিয়ে অবৈধভাবে ক্ষমতায় আসা ফ্যাসিস্ট সরকার গত ১৫ বছরে এত বেশি দাম্ভিক ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছিল যে তাদের মধ্যে একটা হামবড়া ভাব চলে এসেছিল। তারা মনে করেছিল ক্ষমতা তাদের হাতে চিরকাল থাকবে, তাদেরকে কেউ পরাভূত করতে পারবে না। ফলে বিরোধী দল ও মতের মতো শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলন দমনে বেছে নেয় পেশিশক্তির ব্যবহার এবং

আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে ব্যবহার করে দমনপীড়নের পুরানো কৌশল। কিন্তু কার্যত এ যাত্রায় সকল ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল চরম আকারে ব্যর্থ হয়।

২০২৪-এর জুলাইজুড়ে ছাত্রসমাজকে কেন্দ্রে রেখে ঘটে যাওয়া আন্দোলন-সংগ্রামে সর্বস্তরের যত বিপুল সংখ্যক মানুষ সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে এর আগে তার কোনো দ্বিতীয় নজির নেই। নেতৃত্বের আসনে যে কোমলমতি তরুণ ছাত্ররা ছিলেন তারাও কেউ ইতিপূর্বে সুপরিচিত ছাত্রনেতা ছিলেন না। তারা সম্ভবত জুলাই মাসের মধ্যেই তাদের আন্দোলনের সাফল্য অর্জনে এতটাই বদ্ধপরিকর ছিলেন যে, আন্দোলন জুলাইয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে আগস্টে পৌঁছলেও তারা তা মেনে নিতে রাজি হননি। পহেলা আগস্টকে তারা ৩২ জুলাই এবং এভাবে বিজয়ের দিনকে তথা ৫ই আগস্টকে তারা ৩৬ জুলাই বলে আখ্যায়িত করেছে। সময় ও তারিখকে ভেঙেচুরে নিজেদের লক্ষ্য ও প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার এই দৃঢ় মনোবলের কারণে ৫ই আগস্টে বিজয় অর্জন সত্ত্বেও তারা এ সাফল্যগাথাকে 'জুলাই বিপ্লব' অভিধায় অভিষিক্ত করেছে। অবশ্য পশ্চিমা বিশ্বে এ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান 'Monsoon revolution' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাছাড়া ফ্যাসিস্ট শাসনের পতন ও দেশ ছেড়ে লেজ গুটিয়ে পালানোকে বাংলাদেশের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বলেও আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সারাদেশের মতো জুলাই-আগস্টের গণ-বিপ্লবের জোয়ার গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত প্রান্তিক জেলা শেরপুরেও এসে আছড়ে পড়েছিল। শেরপুরের শোষিত-নিষ্পেষিত মেহনতি সাধারণ মানুষেরাও ছাত্রদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এ আন্দোলনে যোগ দেয়। তবে ছাত্র-জনতার বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেও ২০২৪ সালের ৪ঠা আগস্ট শেরপুর জেলার আপামর জনগণের জন্য একটি কালো দিন। কারণ ফ্যাসিস্ট সরকারের কারণে সেদিন শেরপুরের তিনটি তাজা প্রাণ ঝরে যায়। আহত হয় প্রায় অর্ধ-শতাধিক।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে, শেরপুরে সরকার পতনের এক দফা দাবিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে ২০২৪ সালের ৪ঠা আগস্ট শেরপুরে অসহযোগ আন্দোলনে রাস্তায় নামেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বিকেল ৩টা থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীরা শহরের খোয়ারপাড়, শেরপুর সরকারি কলেজ গেইট ও খরমপুরসহ বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নেয়। একপর্যায়ে খরমপুর এলাকায় বিক্ষোভ চলাকালে আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালালে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে সবুজ মিয়া নামে এক কলেজ ছাত্র ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। এ ঘটনায় আরও কমপক্ষে দশজন গুলিবিদ্ধ হয়।

সেদিন বিকাল পৌনে ৪টার দিকে শহরের খরমপুর এলাকায় নতুন আইডিয়াল স্কুলের সামনের পাকা রাস্তায় শিক্ষার্থীদের মিছিলে গুলিবর্ষণে আন্দোলনকারীদের ধাওয়া করলে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা প্রাণ ভয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। এ সময় শহরের কলেজ মোড় এলাকায় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে বহনকারী একটি সাদা পিকআপ দ্রুত ও বেপরোয়া গতিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর উঠিয়ে দিয়ে চলে যায়। এ সময় গাড়ি চাপায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন দুই কলেজ ছাত্র মাহবুব আলম (১৯) ও শারদুল আশীষ সৌরভ (২২)। এতে আরও সাত জন গুরুতর আহত হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শেরপুর জেলা শহরে ৩ জন ও দেশের বিভিন্ন স্থানে শেরপুরে জন্মগ্রহণকারী ১০ জনসহ মোট ১৩ জন শহিদ হন। পর্যায়ক্রমে তাদের পরিচিতি উপস্থাপন করছি:

১। শহিদ মো. মাহবুব আলম

শহিদ মো. মাহবুব আলম শেরপুর সরকারি কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। শেরপুর সদর উপজেলার পাকুরিয়া ইউনিয়নের চৈতনখিলা বটতলা তারাগড় কান্দাপাড়া গ্রামের দরিদ্র মিরাজ আলীর দুই ছেলে ও তিন মেয়ের মধ্যে মাহবুব আলম (২০) ছিলেন চতুর্থ। মাহবুবের বড়ো ভাই মাজহারুল ইসলাম শেরপুর সরকারি কলেজ থেকে

শহিদ মো. মাহবুব আলম

হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন। আর ছোটো বোন মারিয়া চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন। মাহবুব শেরপুর সরকারি কলেজের ব্যবস্থাপনা বিষয়ের স্নাতক (সম্মান) প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। এমন কোনো প্রতিভা নেই যা ছিল না মাহবুবের, ছিল ১০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতার প্রথম হওয়াসহ, তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ার সনদ। পড়াশোনার পাশাপাশি নিজেকে তৈরি করেছিলেন একজন দক্ষ গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ওয়েব ডেভেলপিং-এর মতো কঠিন সব কাজে।

মাহবুবের বাবা মিরাজ আলী ১৭ বছর ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন। তার মা ও বড়ো বোন মাহবুবকে গার্মেন্টসে কাজ করে পড়াশোনা করিয়েছেন। তাদের ৮ শতাংশের বসতভিটার জমি ছাড়া আর কোনো জায়গা জমি নেই। কাঁচা ভিটির ওপর নির্মিত টিনের বসত ও জরাজীর্ণ রান্নাঘর। নতুন একটি ঘর তৈরি করার জন্য মৃত্যুর কয়েক দিন আগে মাহবুব ইট কিনেছিলেন। সেগুলো বাড়ির ভেতরে জড়ো করে রাখা। এসব ইট স্পর্শ করে মা-বোনের চোখের পানি ফেলার দৃশ্য পরিবেশকে বেদনাবিধুর করে তুলে আর প্রতিবেশীর চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠে।

ছোটোবেলা থেকেই মাহবুবের তথ্যপ্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ ছিল। উচ্চমাধ্যমিকে লেখাপড়া করার সময় 'আইটি ল্যাব এডুকেশন' নামের একটি প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু করেন তিনি। আইসিটি ডিভিশনের জেলার হার্ডপাওয়ার প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর হিসেবেও কাজ করতেন। শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ ও আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে উপার্জন করে নিজের লেখাপড়ার পাশাপাশি পরিবারের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন মাহবুব। মাহবুবকে নিয়ে পরিবারের অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সরকারি গাড়ির চাপায় মুহূর্তেই শহিদ মাহবুব পরিবারের সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর রাজধানীর বাড্ডায় খালার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন শেরপুরের মাহবুব আলম। কিন্তু সারাদেশে যখন আন্দোলন তুঙ্গে কিছুতেই তার ঢাকায় মন বসছিল না। ছুটে আসেন গ্রামের বাড়ি শেরপুরে। আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠেন আন্দোলনে। যোগ দেন ফ্যাসিস্ট সরকার পতনের অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচিতে। মাহবুবের স্মৃতিচারণ করে তার খালা মরিয়ম বেগম এক গণমাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন সেদিনের সেই ঘটনার কথা। নিহত মাহবুবের খালা বলেন, 'স্বৈরাচারী সরকার গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ করে দিছিলো, ইন্টারনেট বন্ধ করে দিছিলো। আমি আমার কলিজার টুকরাটাকে একটু শেষ দেখাও দেখতে পারি নাই। সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে ডাইরেক্ট গুলির অর্ডার কেমন কইরা দিলো? কেমনে কইরা গুলি করছে এইসব আমরা দেখছি। আমরা কাউকে বুঝাইতে পারতাছি না।'

শহিদ মাহবুবের খালা বলেন, 'ছেলেটা আমার কাছেই ছিল। কোটা আন্দোলনের কারণে ঢাকার পরিস্থিতি খারাপ হইলে ২৩শে জুলাই সে বাড়িতে চলে যায়। যাওয়ার সময় আমি বললাম, বাবা দেশের পরিস্থিতি ভালো না, তুই এখানেই আরও দুয়েকদিন থেকে যা। তখন সে বলল, 'না খালা, আমি থাকব না। আমার কম্পিউটার ক্লাসে অনেক স্টুডেন্ট আছে, তাদেরকে আমার সব বুঝিয়ে দিতে

হবে। আমি সব বুঝিয়ে দিয়ে আবার আসব।' আমি ছাদে পুঁইশাক লাগাইছি, তুই খাবি বলার পরে সে বলে, 'আরেকটু বড়ো হোক আমি পরে এসে খাব।'

তার খালা আরও বলেন, 'যাওয়ার পরেও আমি প্রত্যেকদিন খোঁজ নিতাম। এমনকি যেদিন সে মারা যায় সেদিনও সকালে কল দিয়ে শুনলাম, পাশের ঘরেই শুয়ে আছে, ভালো আছে। মাত্র খাওয়া-দাওয়া করল। আমি বললাম, বাইরের পরিস্থিতি খারাপ, যাতে ঘর থেকে বের না হয়। ওই দিনই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে শুনি মাহবুবকে মেরে ফেলেছে। আমার এক ভাতিজা আমারে ফোন দিয়ে জানায়। কোনো খোঁজখবর জানতে পারি নাই। মারা যাওয়ার পরেও লাশ দিতে চায় নাই, পরে ছাত্ররা জোর কইরা লাশ নিছে। পরের দিন দুপুরে তাকে দাফন করা হয়।'

মাহবুবের খালা আক্ষেপ করে বলেন, 'ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেগুলোকে কীভাবে মেরে ফেলা হলো। এই ছেলেগুলোর মা-বাবারে কী দিয়ে বুঝ দেওয়া যায়। আমরা একটা ছেলেকে তিল তিল করে মানুষ করি, নিজে না খেয়ে ওদের খাওয়াই। এই ফুলের মতো নিষ্পাপ ছেলেগুলোকে মেরে ফেলল। মাহবুব নিরপরাধ একটা মাসুম বাচ্চা ছেলে।'

তিনি আরও বলেন, 'আজকে আমাদের নিষ্পাপ সন্তানদের হারাতে হচ্ছে। একবার ভাবেন, এই মাহবুবের স্বপ্নটা কত বড়ো ছিল। সে বড়ো হয়ে সফল উদ্যোক্তা হতো। আমরা আর এরকম স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া দেখতে চাই না। আমরা আর দুর্নীতি-অবিচার, জুলুম-নির্যাতন দেখতে চাই না।'

মাহবুব হত্যার বিচার দাবি করে তার খালা বলেন, 'আমাদের কলিজার ওপর দিয়ে গাড়ি গেছে। যেই ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি গেছে আমরা তার কঠিন বিচার চাই। আমার বোনের পোলারে এরকম করে গাড়িটা বুকের ওপর চাপা দিয়ে কেন মারল? কী অপরাধ ছিল? নিরপরাধ, নির্দোষ ছেলেটাকে যে মেরে ফেলল তার বিচার চাই।'

২। শহিদ মো. সবুজ মিয়া

শহিদ মো. সবুজ মিয়া ২০০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেরপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। শহিদ সবুজ শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার কেকের চর ইউনিয়নের রূপারপাড়া গ্রামের আজাহার আলীর ছেলে। সবুজের বাবা প্যারালাইজড রোগী। মা মোছা. সমেজা, ছোটো এক ভাই ও দুই বোন নিয়ে

শহিদ মো. সুমন মিয়া

ওদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন। বড়ো বোনের বিয়ের পরপরই সবুজের বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। অভাব-অনটনের সংসারে নেমে আসে অমানিশার কালো ছায়া। চার ভাইবোনের মধ্যে সবুজ ছিল দ্বিতীয়। এ অবস্থায় সংসারের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন সবুজ। স্থানীয় এক ফার্মেসিতে পার্টটাইম কাজ করতেন সবুজ। ওই আয় দিয়ে নিজের লেখাপড়াসহ চলত ছয় সদস্যের পরিবার। একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলেকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে অসুস্থ বাবাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। সবুজ শ্রীবরদী সরকারি কলেজের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। গত ১৫ই অক্টোবর এইচএসসির প্রকাশিত ফলাফলে জানা যায়,

শ্রীবরদী সরকারি কলেজের মানবিক বিভাগ থেকে তিনি জিপিএ-৪.৩৩ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এদিকে শহিদ সবুজের কৃতকার্যের খবরে পরিবার, শিক্ষক ও সহপাঠীদের মাঝে আনন্দের পরিবর্তে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। নিহত সবুজ লেখাপড়ার পাশাপাশি কবিতা লিখতেন এবং খেলাধুলাতেও পারদর্শী ছিলেন। গত ৪ঠা আগস্ট সবুজ শহিদ আবু সাঈদের রেশ ধরেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং একটি বুলেটই তাকে আবু সাঈদদের মিছিলে শরিক করে দিয়েছে।

৩। শহিদ সারদুল আশিশ সৌরভ

ঝিনাইগাতী উপজেলার সদর ইউনিয়নের পাইকুড়ার জরাকুড়া গ্রামের মো. সোরহাব হোসেনের দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে সারদুল আশিশ সৌরভ ছিলেন দ্বিতীয়। সৌরভের বড়ো ভাই অনার্স শেষবর্ষের শিক্ষার্থী। সৌরভ ডা. সেকান্দর আলী কলেজের অনার্স প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। তিনি ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের প্রথম থেকেই শেরপুর শহরের মেসে থেকে পড়াশোনা করতেন। সৌরভের বাবা সোহরাব হোসেন কৃষিকাজ করেন। মা মোছা. শামসুন্নাহার বেগম স্থানীয় জড়াকুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। পুলিশ বাহিনীতে চাকরি করার খুবই শখ ছিল সৌরভের।

শহিদ সারদুল আশিশ গৌরব

সৌরভের বাবা সোরহাব হোসেন বলেন, 'ছোটো থেকেই সৌরভ খেলাধুলায় এগিয়ে ছিল। ও আমাদের সাংসারিক কোনো কাজ করত না। এসএসসি পাস করল মোটামুটি ভালো রেজাল্ট নিয়ে। ইন্টার পাস করছে তাও ভালো রেজাল্ট। অনার্সে শেরপুর ভর্তি হওয়ার পর মেসেই থাকত। বাড়িতে সপ্তাহে একদিন আসত। আন্দোলনের সময় তাকে বারবার বাড়িতে চলে আসার জন্য বলা হলো। ও বলতো সমস্যা নাই। আমি তো মেসেই থাকি আন্দোলনে তো আর যাই না। ২রা আগস্ট শুক্রবার তার মায়ের সাথে সৌরভের দেখা হয় ঝিনাইগাতী বাজারে। বাড়িতে আসার কথা বলছিল ওর মা। ওর মাকে সে বলেছিল কাল সকালে যামু। পরে শনিবার সারাদিন ফোন দিলাম ফোন ধরে না। আমার বাবা বয়স্ক মানুষ রাতে আমাকে বলল সৌরভের সাথে কথা বলমু ফোন দাও। তবুও ফোন ধরে নাই। পরে ৪ঠা আগস্ট রবিবার সকালের দিকে ফোন দিছিলো ওর বড়ো ভাই তাও ধরে নাই। পরে ওর মামা দুপুরের পরে ফোন দিয়ে বলল সৌরভ হাসপাতালে। আমরা তো তখন আর কেউ হুশে নাই। আমরা ঝিনাইগাতী থেকে যতই শেরপুর শহরের দিকে এগিয়ে যাই ততই খবর আসে সৌরভ মারা গেছে।

সে ছাত্র হিসেবে খুব মেধাবী ছিল। ওর পুলিশে চাকরির খুব শখ ছিল। কয়েকবার লাইনে দাঁড়িয়েছিল। সেনাবাহিনীতেও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু চাকরি তো আর আসলে চাইলেই দেয় না। টাকাপয়সা ছাড়া তো আর চাকরি হয় না। ওর ফিটনেসটাও ছিল প্রশাসনের চাকরির জন্যই। ও অনেক সুঠাম দেহের অধিকারী ছিল।'

বড়ো ভাই শাহরিয়ার আশিস সৌভন বলেন, 'আমার ছোটো ভাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গিয়ে প্রশাসনের গাড়ি চাপায় মারা গিয়েছে। আমরা তার হত্যার বিচার চাই। এভাবে যেন কোনো ভাই তার ভাইকে না হারায়। আর কোনো মা যেন তার সন্তানকে না হারায়।'

সৌরভের বয়বৃদ্ধ দাদা বলেন, 'আমার নাতি শেরপুর মিছিলে যাইয়া মারা গেছে। সৌরভ খুব ভালা আছিল। ১০০ জনের মধ্যে ১ জন আছিল আমার নাতিন। আমি তো ওরে পামুই না তবে তার

হত্যার বিচার চাই।'

৪। শহিদ মো. আসিফ মিয়া

শহিদ মো. আসিফ মিয়া শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলার কেরেঙ্গাপাড়া (তন্তর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. আমজাদ হোসেন ও মাতা ফজিলা খাতুন। ১৯শে জুলাই ২০২৪ তারিখ রোজ শুক্রবার ঢাকার মিরপুর ১০ গোলচত্বর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে একটা গুলি তার মাথায় লাগে এবং সাথে সাথেই তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল সাড়ে ১৮ বছর।

৫। শহিদ মো. গণি মিয়া

শহিদ মো. গণি মিয়া শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার পশ্চিম ঝিনিয়া গ্রামে ১৯৮৫ সালের ১৮ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃত ফজলুল হক এবং মাতা মোছা. হাজেরা বেগম। তিনি পেশায় ছিলেন রিকশাচালক। মা-বাবার সংসারে পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। গত ৫ই আগস্ট তারিখে রাজধানী ঢাকার মহাখালী লিচু বাগান এলাকায় (লাকি ম্যাডামের গ্যারেজ) বৈষম্যবিরোধী আন্দোলকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে বুকে এবং পেটের নীচে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

৬। শহিদ মো. আসাদুল্লাহ

শহিদ মো. আসাদুল্লাহর জন্ম ১লা জুলাই ২০০০ সালে। তার পিতা মো. জৈনদ্দিন ও মাতা রাশেদা বেগম। শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার বালিয়াচন্ডি গ্রামে তার বাড়ি। ২০২৪-এর ১৮ই জুলাই ঢাকার উত্তরায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের ভয়াবহ গুলিবর্ষণ চলাকালে তার নাভির নীচে একটি, পেটে একটি এবং দুই হাতে দুটি মোট চারটি গুলিবিদ্ধ হয়ে মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি শহিদ হন।

৭। শহিদ মো. বকুল মিয়া

শহিদ মো. বকুল মিয়া ১৯৮৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার গড়জরিপা ইউনিয়নের পূর্ব চাউলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. ছামছুল হক ও মাতা এফাতুন নেছা। তিনি ছিলেন পেশায় রিকশাচালক। মা-বাবার সংসারে ছিলেন চার ভাইবোন। ২০২৪ সালের ১৮ই জুলাই, উত্তরা ঢাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে কপালে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩৫ বছর বয়সে তিনি শহিদ হন।

৮। শহিদ মো. শাহিনুর মামুদ শেখ

শহিদ মো. শাহিনুর মামুদ শেখ ১৯৮০ সালের ২২শে জুলাই শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার কাকিলাকুড়া ইউনিয়নের গবরীকুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. শাহজাহান মামুদ শেখ ও মাতা অবিরন নেছা। বর্তমান ঠিকানা: উত্তর বাজার, শ্রীবরদী, শেরপুর। তিনি পেশায় ছিলেন

রিকশাচালক। তাদের ছিল চার ভাইবোনের সংসার। ৫ই আগস্ট ২০২৪ তারিখে কালিয়াকৈর, গাজীপুরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের ভয়াবহ সংঘর্ষে মাথা, গলা ও বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

৯। শহিদ মো. জসিম মিয়া

শহিদ মো. জসিম মিয়া ১৯৮২ সালের ১লা মার্চ শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার: তিনানী ছনকান্দা (ছনকান্দা বটতলা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবুল কাশেম ও মাতা-সুরুজ বানু। মা-বাবার সংসারে তারা ছিলেন পাঁচ ভাইবোন। ৫ই আগস্ট, বনানী, ঢাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ চলাকালে দু'পায়ের উরুর সংযোগস্থলে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৪২ বছর বয়সে তিনি নিহত হন।

১০। শহিদ মো. আশরাফুল ইসলাম

শহিদ মো. আশরাফুল ইসলাম ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারি শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার শালচুড়া (রাংটিয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. আব্দুল আলী ও মাতা মোছা. আনোয়ারা বেগম। তিনি পেশায় ছিলেন প্রিন্টিং কারখানার শ্রমিক। ৫ই আগস্ট, মিরপুর-২ থানা সংলগ্ন এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রায় ২০ বছর বয়সে প্রাণ হারান।

১১। শহিদ শাহাদাত হোসেন

শহিদ শাহাদাত হোসেন ১৯৯৮ সালের ১লা মে শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতী উপজেলার শালচুড়া (রাংটিয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মো. ইদ্রিস আলী ও মাতা সুরুতা বেগম। পরিবারে তারা ছিলেন ৫ ভাইবোন। ৫ই আগস্ট, মিরপুর-২ থানা সংলগ্ন এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়ে মাত্র ২৬ বছর বয়সে শহিদ হন।

১২। শহিদ সফিক মিয়া

শহিদ সফিক মিয়া ১৯৮৫ সালের ১২ই আগস্ট শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার গণপদ্দী ইউনিয়নের চিথলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জুলহাস উদ্দিন ও মাতা কাঞ্চনী বেগম। মা-বাবার সংসারে ছিলেন তিন ভাইবোন। তিনি ছিলেন সবার বড়ো। ৪ঠা আগস্ট ২০২৪ তারিখে নারায়ণগঞ্জের কাঁচপুর ব্রিজ এলাকায় বিকাল চারটার দিকে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩৯ বছর বয়সে শহিদ হন।

১৩। শহিদ মো. আবদুল আজিজ

শহিদ মো. আবদুল আজিজ ১৯৮৯ সালের ১৭ই মার্চ শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার চর অষ্টধর ইউনিয়নের নারায়ণখোলা (চর বাসন্তী) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃত মোজাম্মেল হক ও মাতা সাহেরা খাতুন। মা-বাবার সংসারে তিন ভাইবোনের মধ্যে তার অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট বেলা আনুমানিক ১টায় গাজীপুর শহরে গুলিবিদ্ধ হয়ে ৩৫ বছর বয়সে শহিদ হন তিনি।

ড. আবদুল আলীম তালুকদার: কবি, প্রাবন্ধিক ও সহযোগী অধ্যাপক, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ, dr.alim1978@gmail.com

১লা অক্টোবর থেকে পলিথিন নিষিদ্ধ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, আগামী ১লা অক্টোবর থেকে সুপারশপে কোনো ধরনের পলিথিন বা পলিপ্রপিলিনের ব্যাগ রাখা যাবে না এবং ক্রেতাদের দেওয়া যাবে না। বিকল্প হিসেবে সব সুপারশপে বা শপের সামনে পাট ও কাপড়ের ব্যাগ ক্রেতাদের জন্য রাখা হবে। ৯ই সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পলিথিন শপিং ব্যাগের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সভায় এসব কথা বলেন তিনি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, পয়লা অক্টোবর থেকে সুপারশপগুলোতে এবং পয়লা নভেম্বর থেকে ঢাকার ১০টি কাঁচাবাজারে পলিথিন বন্ধে কার্যক্রম শুরু হবে। ১লা নভেম্বর থেকে দেশব্যাপী পলিথিন উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হবে।

প্রতিবেদন: জেসিকা হোসেন

চব্বিশে নারীর দ্রোহের বারুদে জ্বলে ওঠার গল্পগাথা

সাদেকুর রহমান

ইতিহাস ও মানব সভ্যতা হাত ধরাধরি করে চলে। ইতিহাস নানাভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। সহজ করে বললে, 'ইতিহাস' হলো কালক্রম রচনা ও অধ্যয়ন। অতীতের ঘটনাগুলোর পাশাপাশি স্মৃতি, আবিষ্কার, সংগ্রহ, সংগঠন, উপস্থাপনা এবং এই ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা নিয়ে ইতিহাস গঠিত হয়। ইতিহাসের আলেখ্য তাই সভ্যতার মূল্যবান সম্পদ। ইতিহাসের কোনো রং নেই। ইতিহাস রচনায় নিরপেক্ষ থাকাটা ন্যায্যতার দাবি। রং মাখানো ইতিহাস আবর্জনা বৈ কিছু নয়। হাই-হিল জুতো আবিষ্কার হয়েছিল পুরুষের প্রয়োজনে, কিন্তু ব্যবহারের আধিক্যে সে ইতিহাস 'অচল' হয়ে গেছে। এখন সবাই মনে করে, 'ইউনিসেক্স' তথা নারীকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই বোধ হয় কোনো এক 'সহৃদয়বান' বিজ্ঞানী হাই-হিল জুতো উদ্ভাবন করেছেন! ইতিহাসকে তাই সমকালে লিখতে হয়, নইলে তার চ্যুতি ঘটা ইতিহাসেরই শিক্ষা। বর্তমান *চব্বিশের কন্যারা* গ্রন্থটির জন্য লেখিকা রহিমা আক্তার মৌ নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। ইতোমধ্যে তার যে পাঠক শ্রেণি তৈরি হয়েছে, গ্রন্থটি তাদের হতাশ করবে না বোধ করি।

'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান', 'বাংলা বিপ্লব' কিংবা 'বাংলা বসন্ত' বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিধারা নির্ধারণের সর্বশেষ আন্দোলন। ঘটনা পরম্পরায় সর্বশেষ হলেও বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন বলে বিবেচিত হচ্ছে। প্রেক্ষাপটের গভীরে গেলে বুঝতে কষ্ট হয় না, ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলন আর ২০২৪-এর আন্দোলন হলো রাজনৈতিক। স্লোগান আর দেয়াল লিখনের ভাষা-ই বলে দেয় এ আন্দোলন কতটা রাজনৈতিক। ২০২৪-এর আন্দোলন শুরুতে সাদামাটাভাবে ছাত্রদের চাকরির অধিকার আদায়ের লড়াই থাকলেও তৎকালীন সরকারের অদূরদর্শিতায় তা রাজনৈতিক রূপ নেয়।

চব্বিশের ছাত্র আন্দোলন কোটা সংস্কার দাবির মধ্য দিয়ে শুরু। পরিণতি ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন। এ সরকার ২০০৯ সাল থেকে টানা দেড় দশকের বেশি রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন, সংগতভাবেই কয়েক স্তরে অনুগত প্রশাসনিক স্তর সেট করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। বাংলাদেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন পতন হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশে এর আগে কখনো কোনো সরকার প্রধানকে দেশ ছাড়তে হয়নি। আর এটি হয়েছে ছাত্র আন্দোলনের মুখে।

ছাত্রদের সাথে যোগ দিয়েছিল সংক্ষুব্ধ জনতা। ধর্ম-পেশা-বয়স-লিঙ্গ নির্বিশেষে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সেই চূড়ান্ত দিনটি ছিল ৫ই আগস্ট ২০২৪। আন্দোলনকারীরা যাকে বলছে '৩৬ জুলাই'। ক্রমবর্ধমান উচ্চ শিক্ষিত ও বেকারত্বের বাস্তবতায় সরকারি চাকরিতে মেধার মূল্যায়নের দাবিতে রাস্তায় নামে শিক্ষার্থীরা। সরকারের কাছে শিক্ষার্থীদের জোর দাবি ছিল, কোটার যৌক্তিক সংস্কার করা। শিক্ষার্থীদের এ দাবি সর্বমহলের সমর্থন পায়, কোটার ন্যায়সংগত সংস্কারের পক্ষাবলম্বন করেন।

প্ল্যাটফর্মটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'। কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় ৫ই জুন। ধারাবাহিক আন্দোলনের এক পর্যায়ে সরকার পতনের এক দফা দাবি উঠল এবং তা-ই হলো। সিসা ঢালা প্রাচীর ও প্রস্তরের মতো অটল আন্দোলনের নেতৃত্বে কেবল ছেলে শিক্ষার্থীরাই ছিলেন না। সতীর্থ মেয়ে শিক্ষার্থীরাও আন্দোলনে ছিলেন। সামনের সারিতে, রাজপথে মিছিলে-স্লোগানে সরব ছিলেন অনেক ছাত্রী। আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক করণীয় নির্ধারণ, দেয়াল লিখন গ্রাফিতি, পোস্টার লিখন, কর্মসূচি বাস্তবায়নে চাঁদা সংগ্রহ, লিফলেট বিতরণ সকল কাজেই ছাত্রদের পাশাপাশি সক্রিয় ছিলেন ছাত্রীরাও। কেবল রাজধানী ঢাকা মহানগরীর ছাত্রীরাই নয়; রাজধানীর উপকণ্ঠ এলাকা তো অবশ্যই, এমনকি মফস্বলের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রীরাও এ আন্দোলনের শরিকদার। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সেরা দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে নির্বাচন করেছে এবং প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করেছে, সেখানে। আলাদাভাবে ছাত্রীদের অংশগ্রহণের কথা না বলা হলেও ইতিহাসে ঠাঁই করে নিয়েছে।

বাংলা অভিধানে 'নারী' শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে অবলা, অঙ্গনা, অওরত, অওরৎ, অন্তঃপুরিকা, অন্তঃপুরবাসিনী, আউরত, আওরত, আওরৎ, কান্তা, জেনানা, দারা, ধনি, পত্নী, মানবী, মানবিকা, মানুষী, মেয়ে, রমণী, সীমন্তিনী, রমা, মহিলা, অঙ্গনা, বনিতা, কামিনী, ভামিনী, ললনা, ললিতা, বালা, শর্বরী ইত্যাদি বর্ণিত রয়েছে। অভিধানের পঠন আন্দোলনের ময়দানে অকেজো প্রমাণিত হয়। প্রশাসন ও শাসকের চোখ। রাঙানি এতটুকু ভয় ধরাতে পারেনি নারী শিক্ষার্থীদের। চব্বিশে বাংলাদেশের মাটিতে নারীর দ্রোহের বারুদে জ্বলে ওঠার একগুচ্ছ গল্প রচিত হয়, কল্পনাকে হার মানানো সেসব গল্প।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ডাংমড়কা বাগুয়ান গ্রামের জ্যোতি মেয়েটিই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান খলিফাদের একজন। নুসরাত তাবাসসুম অধুনালুপ্ত 'গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি' কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করছেন তিনি। থাকেন বিশ্বদ্যিালয়ের শামসুন্নাহার হলে। আন্দোলনের সূচনাপর্ব থেকে তিনি ছেলে শিক্ষার্থীদের সহযোদ্ধা হয়ে রাজপথে ও পটপরিবর্তনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সর্বশেষ ১৮ সদস্যের নির্বাহী কমিটিতেও স্থান পান তিনিসহ তিন জন নারী শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত জন সমন্বয়কের অন্যতম নুসরাত তাবাসসুম ছাড়াও সাত কলেজ থেকে বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজের সিনথিয়া জাহিন আয়েশা এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি সায়েন্সের (ইউআইটিএস) মাহমুদা সুলতানা রিমি কমিটিতে স্থান পান।

এই আন্দোলনে যেসব নারী শিক্ষার্থী অগ্রভাগে ছিলেন তাদের। আরেকজন 'বীর চট্টলা-কন্যা' উমামা ফাতেমা। জোনায়েদ সাকি নেতৃত্বাধীন গণসংহতি আন্দোলনের সহযোগী এই ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য সচিব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তিনি। আন্দোলন চলাকালে থাকতেন ঢাবির সুফিয়া কামাল হলে। আন্দোলনের শুরুতে সেখান থেকে তেমন কোনো মিছিল হচ্ছিলো না। উমামাসহ কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে ৬ই জুন থেকে মিছিল-সমাবেশ করতে থাকেন। এক সময় মাথায় চিন্তা এলো কীভাবে মেয়েদের এই আন্দোলনে যুক্ত করা যায়। এই ভাবনা থেকে উমামা ও তার হলের সহপাঠীরা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যান।

আগস্টের ১ তারিখ (২০২৪) ফেসবুক পোস্টে উমামা লিখেন, "আজ জুলাই মাসের ৩২ তারিখ-আমার জীবনের দীর্ঘতম মাস... কতকিছু ঘটে গেল! আমাদের সব ওলট-পালট হয়ে গেল! মিছিলে মিছিলে আমার অর্ধেক মাস কেটে গেছে। বাকি অর্ধেক মাস মৃত্যুর মিছিল দেখে। অনেক কথা বলার আছে! কত কথা লিখেছি! শেষে স্ট্যাটাস থেকে মুছে ডক-এ জমা করেছি। শুধু এতটুকু বলতে পারি আমি স্বপ্নে শুধু মৃত্যু দেখি।... আমি টের পাচ্ছি, আমি দিন দিন 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসের ওসমানে পরিণত হচ্ছি। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে ওসমানের উপর হাড্ডি খিজির ভর করেছিল। আমি নিজের মধ্যে মাঝে মাঝে ওসমানকে টের পাই। তখন বুঝতে পারি আমরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সেটাকে গণ-অভ্যুত্থান বলে। ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর ১৯৬৯ আর আজকের ২০২৪-এ কোনো তফাত নাই।..."

গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তির আরেক কেন্দ্রীয় কমিটির অপর যুগ্ম আহ্বায়ক রাফিয়া রেহনুমা হৃদিও এই আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক। পড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সমাজবিজ্ঞান বিভাগে। থাকছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে। বৃহত্তর ঢাকার গাজীপুর জেলার মেয়ে রাফিয়া অধুনালুপ্ত 'গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তি'র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সদস্য সচিব ছিলেন।

আন্দোলন চলাকালে ও আন্দোলন-উত্তরকালে ঘোষিত 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'র সমন্বয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত অন্য নারী সমন্বয়করা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মুমতাহীনা মাহজাবিন মোহনা ও আনিকা। তাহসিনা এবং ইডেন মহিলা কলেজের সাবিনা ইয়াসমিন। সহ-সমন্বয়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশিতা জামান নিহা, সানজানা আফিফা অদিতি, কুররাতুল আন কানিজ, তানজিনা তাম্মিম হাপসা, দিলরুবা আক্তার পলি, ঈশী সরকার, ফাতিহা শারমিন এনি, সামিয়া আক্তার, মাইশা মালিহা, সাদিয়া হাসান লিজা, সাবিরা উম্মে হাবিবা, নাফিসা ইসলাম সাকাফি ও সারজানা আক্তার

লিমানা; জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) স্বর্ণা রিয়া; ইডেন কলেজের শাহিনুর সুমী; বেগম বদরুন্নেসা কলেজের সিনথিয়া জামান আয়েশা; ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির নাজিফা জান্নাত এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইরীন সুলতানা আশা।

রাজধানীর বাইরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন সুমাইয়া শিকদার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) ছেলে শিক্ষার্থীদের কাঁধে কাঁধ, হাতে হাত মিলিয়ে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন কয়েকজন নারী শিক্ষার্থীও। তারা হলেন- ফাহমিদা ফাইজা, রোকাইয়া জান্নাত ঝলক, মিশু খাতুন ও ঐন্দ্রিলা মজুমদার। এছাড়াও আরও কেউ রয়েছেন যারা বিভিন্ন পর্যায়ে কমিটিভুক্ত হয়ে কাজ করেছেন। কমিটিভুক্ত হননি এমন নারী শিক্ষার্থী ছিল অগণিত। গণমাধ্যম ও দালিলিকভাবে যাদের নাম কোথাও লেখা নেই, ইতিহাসে তাদের নাম উহ্য থেকে যাবে। নাম না জানা বিপ্লবী নারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইতিহাস লেখক ও গবেষকদের এখনই কাজ করার মোক্ষম সময়। ইতিহাস লেখার তৎক্ষণিকতার মূল্য এই যে, তথ্য সঠিক ও নির্ভুল থাকে। সময় গত হয়ে গেলে ক্রমশ তা বিকৃতির খপ্পড়ে পড়ে।

গণমাধ্যমে আসা খবর অনুযায়ী, জুলাই আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দমনমূলক নির্বিচারে গুলিতে খোদ রাজধানীতে নিহত হন অন্তত সাত জন নারী, কিশোরী ও মেয়েশিশু। এরা গুলিবিদ্ধ হন ১৮-২০ শে জুলাইয়ের মধ্যে। নিহতরা হলেন গৃহবধূ মায়া ইসলাম (৬০), প্রসূতি-মাতা সুমাইয়া আক্তার (২০), কিশোরী নাঈমা সুলতানা (১৫), প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী রিয়া গোপ (৬), তরুণী নাছিমা আক্তার (২৪), দশম শ্রেণির ছাত্রী নাঈমা সুলতানা (১৫) ও গৃহকর্মী মোসাম্মৎ লিজা আক্তার (১৯)। ইতিহাস তাদেরও স্মরণ করবে। এর বাইরে যদি কারো নাম থাকে, তাহলে তা চিরকাল ইতিহাসে অনুচ্চারিত থাকবে।

রাজধানীর ধানমন্ডিতে বাসার গ্যারেজে আন্দোলনে আহত শতাধিক শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আলোচনায় দুই চিকিৎসক- অর্থী জুখরিফ ও হৃতিশা আক্তার। খোঁজ নিলে আরও এমন অনেক চিকিৎসকের তালাশ পাওয়া যাবে, যারা চিকিৎসা সহায়তা ও মানসিক সংকট কাটিয়ে। উঠতে সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আসমা করিম ছাত্রদের খাবারসহ প্রয়োজনীয় খরচ মেটাতে তহবিল সংগ্রহ করেন, তার দাতাদের বেশিরভাগই ছিলেন নারী।

ঐতিহাসিক এই আন্দোলনের কয়েক মাস যেতে না যেতেই একটি প্রশ্ন সামনে আসে, 'গণ-অভ্যুত্থানের নারীরা কোথায় গেল?' প্রশ্নটি আরও তীব্র হয় যখন খোদ রাজধানীতে জাতীয় প্রেসক্লাবে সংলাপ অনুষ্ঠান করা হয় বা করতে হয়। নভেম্বরের (২০২৪) তৃতীয় সপ্তাহে 'গণ-অভ্যুত্থানের নারীদের সংলাপ, নারীরা কোথায় গেল?' শিরোনামের অনুষ্ঠানে প্রশ্ন ও আক্ষেপমিশ্রিত বক্তব্য রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। একই অনুষ্ঠানে উমামা ফাতেমার মতো আক্ষেপ প্রকাশ করেন ছাত্র আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক নাজিফা জান্নাত, রাজধানীর উপকণ্ঠে কামরাঙ্গীরচরের ওয়াজউদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী সামিয়া আক্তার জান্নাত, সরকারি বরিশাল কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সম্মান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস নিপু প্রমুখ।

এর বাইরে লেখিকা ঐ অভ্যুত্থানের সাথে সম্পৃক্ত পঁচিশ জন নারীর সাথে কথা বলেছেন। আন্দোলনের পটভূমি, গতিপ্রকৃতি, ফলাফল ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের বয়ান গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যা গ্রন্থটিকে মৌলিকত্ব দিয়েছে। সাক্ষাৎকারভিত্তিক আলোচনাগুলো ২০২৪-এর। আন্দোলন সম্পর্কে অনেক বিশ্বাসযোগ্য তথ্য হাজির করেছে। সাক্ষাৎকার দাতাদের মধ্যে শিক্ষার্থী ছাড়াও কবি, লেখক, চিকিৎসক, শিক্ষক, সমাজসেবী, গ্রন্থপ্রকাশক, রাজনীতিক ইত্যাদি নানা পেশাজীবী রয়েছেন। । তাই আলোচনায় তথ্যের পরিশুদ্ধতা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে বৈচিত্র্য। গ্রন্থটিতে ৫ই আগস্ট (২০২৪) ও পূর্ববর্তী চব্বিশ দিনের ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে, যা পাঠকের অনেক প্রশ্নের জবাব মিলবে এবং কৌতূহল মেটাবে। একই সাথে চব্বিশের ইতিহাস নিয়ে আরও কাজ করার ভাবনাকে উস্কে দিবে এই গ্রন্থ। কাকতালীয়ভাবে *চব্বিশের কন্যারা* গ্রন্থটি লেখিকার চব্বিশতম নিবেদন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এটি। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বৈষম্য নিরসনে গণ-অভ্যুত্থানের মর্মবাণী ছড়িয়ে পড়ুক, প্রতিবাদের মশাল জ্বলে উঠুক সমাজের প্রতিটি স্তরে। পরিশেষে, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে আত্মদানকারীদের মাগফেরাত কামনা করছি, আহতদের সুস্থতাসহ দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং স্বজনহারাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। *চব্বিশের কন্যারা* গ্রন্থটি এর স্বকীয়তার কারণেই পাঠকপ্রিয় হয়ে উঠুক- এ শুভ কামনা করছি।

তথ্যসূত্র:

১. *চব্বিশের কন্যারা*, রহিমা আক্তার মৌ, কলি প্রকাশনী

সাদেকুর রহমান: সাংবাদিক ও গবেষক

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ভাস্কর্য স্বরূপে

ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ভাস্কর্যটি মেরামত করেন ময়মনসিংহের শিল্পীরা। এতে জয়নুলের স্মৃতিবিজড়িত ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘেঁষে স্থাপিত ভাস্কর্যটি তার স্বরূপ ফিরে পেয়েছে। ৯ই আগস্ট ভাস্কর্যটির মেরামত কাজ শেষ করেন শিল্পীরা।

রংতুলি শিল্পী ময়মনসিংহ বিভাগীয় চারুশিল্পী পর্ষদের সভাপতি মো. রাজন বলেন, গত বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ক্ষতিগ্রস্ত ভাস্কর্যটির মেরামত কাজ শুরু হয়, যা শেষ হয় বিকেল ৪টার দিকে। তিনি জানান, ৫ই আগস্ট শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ভাস্কর্যটির কিছু অংশ ক্ষতিগ্রস্ত করে দুর্বৃত্তরা। তখন বিষয়টি স্থানীয়রা দেখে তাদের শান্ত করেন। বিষয়টি জানতে পেরে মেরামত করেছে শিল্পী সমাজ।

মেরামত কাজে অংশ নেন চিত্রশিল্পী হোসাইন ফারুক, জয়ন্ত কুমার তালুকদার শিবু, হাসান মাসুদ, গৌতম কুমার দেবনাথ, বিশ্বজিৎ কর্মকার তপু, কবি ও সমাজসেবক আলী ইউসুফ, এশিয়ান মিউজিক মিউজিয়ামের পরিচালক রেজাউল করিম আসলাম, গোকুল চন্দ্র বসাক পাপন, মঈনউদ্দিন ঝুনু, আবৃত্তি শিল্পী সূর্য খান, সুনন্দিতা বিশ্বাস, শিক্ষার্থী নাহরীন আহমেদ নক্ষত্র, জয়িতা অর্পা, জওয়াতা আফনান, সিরাজান মুনীরা নিমফিয়া, অর্ঘ্য দাস অঙ্কুর, প্রিয় রঞ্জন দাস, শিশুশিল্পী অনিরুদ্ধ, জারিদ, অনুসমিতা প্রমুখ।

প্রতিবেদন: সুমন বিশ্বাস

ময়মনসিংহ জেলা

জুলাই শহিদের বীরত্বগাথা

আবু সাইদ কামাল

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার আন্দোলন বাংলাদেশে একটি গৌরবময় ইতিহাস রচনা করেছে। সাতচল্লিশের দেশভাগ, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যেমন একেকটি ঐতিহাসিক অধ্যায় হয়ে আছে, তেমনি জুলাই বিপ্লবে দুইহাজার চব্বিশও একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়।

জুলাই বিপ্লব প্রথম শুরু হয় ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন নামে। ৫ই জুন ২০২৪ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল করে জারি করা পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয় হাইকোর্ট। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা কোটা পুনর্বহালের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিল করেন।

ঈদের পর ১লা জুলাই ফের আন্দোলন শুরু হয়। ৫ই জুলাই 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'-এর ব্যানারে যাত্রা শুরু করে। এই নাম দেওয়ায় ছাত্রদের সঙ্গে নানা বৈষম্যের শিকার জনসাধারণেরও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রথম থেকেই আন্দোলনের চেনা কর্মসূচির পথে না গিয়ে দেওয়া হয় 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি। এমন ভিন্নধর্মী কর্মসূচির বেশ ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

১৫ই জুলাই সরকারি দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা ও সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও মন্ত্রী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' নষ্ট করার অভিযোগ আনে। সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, এমন আন্দোলন দমানোর জন্য সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনই যথেষ্ট।

১৬ই জুলাই তারিখে দেশের বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে শিক্ষার্থী ও আন্দোলনকারীদের উপর রড, লাঠি, হকিস্টিক, রামদা, আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা করা হয়। একই সাথে অনুগত সরকারি বাহিনীও লাঠি, ছররা গুলি, রাবার বুলেট দিয়ে হামলা করে। প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরাও তাদের দিকে ইটের টুকরা ছুড়ে। এভাবে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ দানা বাঁধে।

১৬ই জুলাই দুপুর ১২টা থেকেই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে কোটা আন্দোলনকারীদের বিক্ষোভ চলে। আবু সাঈদ এই আন্দোলনের সম্মুখভাগে অবস্থান করেন। ১৬ই জুলাই থেকে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে টগবগে যুবক আবু সাঈদ সরকারের অনুগত বাহিনীর গুলিতে শহিদ হন। ঘটনাটির ভিডিও সারাদেশ শুধু নয়, সারা বিশ্বে অন্তর্জাল মাধ্যমে ব্যাপক বিস্তার নেয়। তাতে আমজনতার মাঝে দ্রোহচেতনা দানা বাঁধে।

২১শে জুলাই সুপ্রিম কোর্ট সরকারি চাকরি থেকে কোটাব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি তুলে দেওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এরই মধ্যে বিক্ষোভকারীদের অনেকের প্রাণ ঝরে যায়।

সংঘর্ষে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের হামলা চলতে থাকে। এসকল হামলা শিক্ষার্থী-জনতার ক্রোধকে আরও উস্কে দেয়। আন্দোলনে সারাদেশে যখন ব্যাপকভাবে হতাহতের ঘটনা ঘটতে থাকে তখন স্বৈরশাসক একদিন হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, নো ট্রিটমেন্ট, নো রিলিজ।

আন্দোলন ক্রমে তুঙ্গে ওঠে। দ্রোহানলে ময়মনসিংহ অঞ্চলও উত্তাল হয়ে ওঠে। রক্তক্ষয়ী আন্দোলন যখন ভয়াল রূপ নেয়, তখন নির্বিচার গুলিতে হতাহতের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। নিহতের সংখ্যা ১৪০০ পর্যন্ত গড়ায়। আহত হয় হাজার হাজার ছাত্র-জনতা। সর্বব্যাপী গণ-অভ্যুত্থানের মুখে ৫ই আগস্ট স্বৈরশাসক দেশ ছেড়ে পাশের দেশে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। পতন ঘটে ফ্যাসিস্ট সরকারের। আসে কাঙ্ক্ষিত বিজয়।

জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদদের নিয়ে ১৫ই জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট, অতিরিক্ত সংখ্যায় জুলাই অভ্যুত্থান ২০২৪–এ ৮৩৪ জন শহিদের তালিকা প্রকাশ করা হয়।

ইতিহাসের বাঁকবদলের এই গণ-অভ্যুত্থানে ময়মনসিংহ বিভাগে ৮৩ জন বীর শহিদ হন। এর মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার ৩৮ জন, জামালপুর জেলার ১৬ জন, নেত্রকোনা জেলার ১৬ জন এবং শেরপুর জেলার ১৩ জন শহিদের নাম গেজেট তালিকায় রয়েছে। এই নিবন্ধে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপজেলাধীন শহিদের বীরত্বগাথা তুলে ধরা হলো:

ময়মনসিংহ সদর

১। মো. রিদওয়ান হোসেন

গেজেট নম্বর ৯৯, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ৮৫২০।

মো. রিদওয়ান হোসেন সাগর, পিতা- মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান। পেশায় ব্যবসায়ী। মা- মোছা. রহিমা খাতুন। ঠিকানা: ফুলবাড়ীয়া রোড, চৌরঙ্গীর মোড়, আকুয়া, ওয়ার্ড নম্বর ০৬, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ। মা-বাবার সংসারে তাদের দুই ছেলে-মেয়ে। ছেলে রিদওয়ান হোসেন সাগর বড়ো। মেয়েটিও কলেজে পড়ে। স্বাচ্ছন্দ্যে চলছিল পরিবারটি।

২০শে জুলাই ২০২৪ শুক্রবার যখন মিছিলটি ময়মনসিংহ নগরের ছায়াবাণী রেলক্রসিংয়ের কাছে আসে, তখনি সরকারি দল ও পুলিশের বাধার মুখে পড়ে। শুরু হয় সহিংস সংঘাত। এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষের মারমুখো সদস্যরা লাঠি দিয়ে সাগরের গায়ে আঘাত করতে থাকে। সাগর আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। হঠাৎ আগ্নেয়াস্ত্রধারী একজন প্রভাবশালীকে দেখে প্রাণভয়ে পালাতে মরিয়া হয় সাগর। অমনি সন্ত্রাসীর একটি গুলি বুকের বাম পাশে লাগে। সাথে সাথে রাস্তায় ঢলে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মারা যায় সাগর। শহিদ সাগরের পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে শেষ আবাসিক এলাকায় মাটির ঘরে ঠাঁই নেন। এভাবে তিনি ময়মনসিংহ নগরে কোটা সংস্কার আন্দোলনে প্রথম শহিদ হয়ে ইতিহাস গড়েন।

২। আব্দুল্লাহ আল মাহিন

গেজেট নম্বর ২৪, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ১৩৯।

৪ঠা আগস্ট সকাল ১১টায় ঘুম থেকে উঠে মোবাইল ফোন ঘেঁটে মাহিন কী যেন দেখে। তাতে বাড়ে তার তাড়াহুড়ো। মাকে দ্রুত নাস্তা দিতে বলে। তড়িঘড়ি সামান্য নাস্তা নিয়েই সে বের হয়। উত্তরা আজমপুর কমার্স কলেজের সামনে বিক্ষোভ মিছিলে যায়। আধাঘণ্টা পর বাবা বাসায় আসে। স্ত্রীর কাছে ঘটনা শুনেই উদ্বেগে মাহিনকে ফোন করে। অন্য এক জন মাহিনের ফোন ধরে বলে, মাহিন গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তাকে উত্তরা আধুনিক কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। রাত নয়টার দিকে হাপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) মারা যায় মাহিন। পরদিন মাহিনের দাদার বাড়ি ময়মনসিংহের পুরোহিত পাড়ায় সমাহিত করা হয় কিশোর মাহিনকে।

৩। মো. নাজমুল ইসলাম

গেজেট নম্বর ৫৬৩, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৬৪৭।

মো. নাজমুল ইসলাম, বয়স– ৪০। পিতা– মৃত নিলু, মাতা- সাজেদা। ঠিকানা: সুতিয়াখালী, ২৩ নম্বর ওয়ার্ড, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ। ৫ই আগস্ট ঢাকার দক্ষিণখান থানাধীন

আজমপুর ওভারব্রিজে হঠাৎ নাজমুল ইসলামের বুকে একটি গুলিবিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। ৬ই আগস্ট ভোরে স্বজনেরা লাশ নিয়ে গ্রামের বাড়ি পৌঁছে। বাদ জোহর তার লাশ দাফন করা হয়।

মুক্তাগাছা

১। সামিদ হোসেন

গেজেট নম্বর ৯২, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ৭২২৭।

সামিদ হোসেন, পিতা- মো. ফরহাদ আলী, ঠিকানা: তেঘুরী, পদুরবাড়ি, মানকোন, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ। ১৯ বছর বয়সি সামিদ হোসেন কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিকেল ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা করতেন। ৫ই আগস্টে ছিলেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে। বিকেল ৪টায় পুলিশের ছোড়া একটা গুলি তার কপালে বিদ্ধ হয়ে মাথার পেছন দিয়ে বের হয়। ছিটকে পড়ে মস্তকের কিছু অংশ। ঘটনাস্থলেই সামিদ মারা যান। সামিদের মরদেহ হাসপাতাল থেকে ছাড় করে রাতেই রওয়ানা দেন গ্রামের উদ্দেশে। ৬ই আগস্ট তাকে মুক্তাগাছা গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

ফুলবাড়ীয়া

১। রবিউল ইসলাম রকিব

গেজেট নম্বর ৩৬, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ৫৫৫।

রবিউল ইসলাম রকিব, বয়স– ২২ বছর। পিতা-মৃত আ. রাজ্জাক। ঠিকানা: দক্ষিণ সন্তোষপুর, বালুরঘাট, নাওগাও, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ। বাইশ বছরের রাকিব উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টর, সরকার মার্কেট, ৬ তলায় ইঞ্জিনিয়ার জুলহাস সাহেবের বাসায় সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে চাকরি করতেন। ১৯শে জুলাই, বিকাল তিনটার দিকে উত্তরা আজমপুরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছিলেন। পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। তাকে আগারগাঁও নিউরো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২২শে জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি পরলোক গমন করেন। ২৩শে জুলাই পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

২। হাফিজুল ইসলাম

গেজেট নম্বর ২০৭, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ১৬৯৩৩।

হাফিজুল ইসলাম, বয়স– ২৫ বছর। পিতা- মৃত মো. শহীদুল্লাহ, মাতাও বেঁচে নেই। ঠিকানা: নাওগাও, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

হাফিজুর ছিলেন গার্মেন্টস কর্মী। ৪ঠা আগস্ট, গাজীপুর জেলার সফিপুর আনসার একাডেমি এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলন। আনুমানিক সন্ধ্যা সাতটায় আন্দোলনকারীদের ওপর আনসার ব্যাটালিয়ানের সদস্যরা বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করে। বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি। পরদিন তাকে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

৩। মো. তোফাজ্জল হোসেন খান

গেজেট নম্বর ৫৬৮, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৬৫৫।

মো. তোফাজ্জল হোসেন খান, বয়স–২৯ বছর। পিতা- মৃত নেকবর আলী, মাতা- মমতাজ বেগম। ঠিকানা: ভালুকজান, ওয়ার্ড নম্বর-০৬, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ। ৫ই আগস্ট, মিরপুর থানার বিপরীতে স্টেডিয়ামের সামনে ছাত্র-জনতার মিছিল লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে তোফাজ্জল হোসেনের মাথার পেছন দিকে গুলিবিদ্ধ হয়। স্থানীয় হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। ৬ই আগস্ট তাকে গ্রামে নেওয়া হয়। রাত ১টায় তাকে পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

ত্রিশাল

১। আসীর ইমতিখারুল হক

গেজেট নম্বর-১৩৫, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর-১৩১৮৬।

আসীর ইমতিখারুল হক, বয়স–২১ বছর। পিতা– আ. হা. ম এনামুল হক, মাতা-নাজমুন নাহার। ঠিকানা: উজান বৈলর, বৈলর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। বর্তমান ঠিকানা: ধানীখলা রোড, ২নম্বর ওয়ার্ড, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। ৫ই আগস্ট মাওনা চৌরাস্তায়

ওয়াবদা মোড়ে ছাত্র-জনতার মিছিলে বিকেল সাড়ে চারটার আসীর ইমতিখারুল গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে ময়মনসিংহগামী একটি গাড়িতে করে ভালুকা হাসাপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এক ঘণ্টার মধ্যে লাশ নিয়ে যায় ধানীখলায়। পরদিন সকাল ১১টায় জানাজা শেষে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

২। মো. সোহেল

গেজেট নম্বর ৪৬৯, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৫২৮।

মো. সোহেল, বয়স– অনুমান সাতাশ বা আটাশ। পিতা- সরুজ মিয়া, মাতা- হোসনে আরা বেগম। ঠিকানা: অলহরী দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। ২০শে জুলাই বিকাল পাঁচটায় কদমতলী থানা এলাকায় বুকে গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনাস্থলেই তিনি প্রাণ হারান। পরদিন স্বজনেরা তার মরদেহ গ্রামে নিয়ে নিজেদের জমিতে কবর দেয়।

৩। আমিরুল ইসলাম

গেজেট নম্বর ৪৭৭, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৫৩৯।

আমিরুল ইসলাম, বয়স– ২৮ বছর। পিতা- জাফর আলী, স্থায়ী ঠিকানা: ছলিমপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। আলীয়া মাদ্রাসায় কামিল পর্যন্ত পড়ালেখা করে উত্তরায় একটি মসজিদে মোয়াজ্জিনের চাকরি করতেন। পাশাপাশি ঐ এলাকায় ফলের ব্যবসা করতেন। ১৮ই জুলাই উত্তরায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষে চোখের নীচে গুলিবিদ্ধ হন। স্বজনেরা তিনদিন পর ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গে তার লাশ পায়। চতুর্থদিনে তার লাশ গ্রামে এনে শ্বশুরালয়ের জমিতে এশার নামাজের পর কবর দেওয়া হয়।

৪। মো. হৃদয় হোসেন

গেজেট নম্বর ৪৭২, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৫৩১।

মো. হৃদয় হোসেন, পিতা-মো. সুলতান মিয়া, মাতা- সাজেদা খাতুন। ঠিকানা: গন্ডখোলা, সাখুয়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ। বাড়ীগাছা রোড, গাজীপুর নিহত হন।

গফরগাঁও

১। কবির

গেজেট নম্বর ২০১, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ১৪৮০৮।

কবির, পিতা– আব্দুর রহমান। মাতা– জমিলা খাতুন। গ্রাম- সল্লপুনিয়া, কান্দাপাড়া, দত্তের বাজার, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। ২৭ বছর বয়সি কবির পেশায় ছিলেন কাঠমিস্ত্রি। ৫ই আগস্ট মাওনা মোড়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে কবিরের মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। ৯ই আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় কবির মারা যায়। তাকে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

২। মো. কামরুজ্জামান

গেজেট নম্বর ৫৫০, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৬৩৪।

কামরুজ্জামান, বয়স– ৩১ বছর। পিতা- আব্দুর রেজ্জাক, মাতা- আজমলা খাতুন। ঠিকানা: চরকামারিয়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করা কামরুজ্জামান পেশায় ছিলেন প্রাইভেট কার চালক। ৪ঠা আগস্ট দুপুরে তিনি উত্তরায় গুলিবিদ্ধ হন। রাত চারটার দিকে চিকিৎসারত অবস্থায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাকে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

৩। আব্দুন নুর

গেজেট নম্বর ৭৬৫, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২৪৯৯২।

আব্দুন নূর, পিতা- আবুল বাসার। ঠিকানা: বাগের গাঁও, উস্থি, গফরগাঁও ময়মনসিংহ। পেশায় ছিলেন ব্যবসায়ী এবং আজকের গোয়েন্দার ফটোসাংবাদিক। ৫ই আগস্ট, বিকাল ৩টায় ফটো তোলার কাজে ছিলেন যাত্রাবাড়ি থানার সামনে। তখন পুলিশের ছোড়া একটি গুলি তার মাথায় লাগে। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। রাতেই গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয় তার মরদেহ। রাত সাড়ে বারোটায় তার লাশ দাফন করা হয়।

নান্দাইল

১। মো. মাহমুদ হারুন

গেজেট নম্বর ৪০৭, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৪৫০।

মো. মাহমুদ হারুন, বয়স– ৫৫। পিতা- ডা. শামসুল আলম, মাতা- দিল আফরোজ। ঠিকানা: চপই, বারপাড়া, মুশুল্লী নান্দাইল, ময়মনসিংহ। বর্তমান ঠিকানা: ৭, রফিক উদ্দিন বাইলেন, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম। তিনি ছিলেন *একুশের কণ্ঠের* সাংবাদিক। ৭ই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সংবাদ সংগ্রহের কাজে গেলে পেটোয়াবাহিনী দ্বারা আগ্রাবাদে আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। তার মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রামে দাফন করা হয়।

২। জুয়েল মিয়া

গেজেট নম্বর ৫৩৭, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৬২০।

জুয়েল মিয়া, বয়স– ৩৫ বছর। পিতা- আব্দুল হাই, মাতার নাম - জিনু। ঠিকানা: সিংদই কাকদারা, আচারগাঁও, নান্দাইল ময়মনসিংহ। জুয়েল ছিল গার্মেন্টসের চাকুরে। ৫ই আগস্ট, বিকাল তিনটায় মাওনা মোড়ে বৈষম্যবিরোধী মিছিলে তিনি কপালে গুলিবিদ্ধ হন। স্থানীয় হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। পরদিন তাকে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

৩। জামান মিয়া

গেজেট নম্বর ৫৪৩, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৬২৭।

জামান মিয়া, বয়স– ১৭ বছর। পিতা- শহীদুল ইসলাম, মা- মিনারা বেগম। ঠিকানা: দেউল ডাংড়া, বিরল্লা জাহাঙ্গীরপুর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ। জামান মিয়া শেকের চর গোডাউনে চাকরিরত ছিলেন। ২১শে জুলাই, গোডাউনের সামনে গুলিবিদ্ধ হন। পাঁচদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

৪। এ কে এম শহিদুল ইসলাম

গেজেট নম্বর ৫৫৩, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর২২৬৩৭।

একেএম শহিদুল ইসলাম, বয়স– ৫৯ বছর। পিতা- রিয়াজ উদ্দীন, গ্রাম-মাদারী নগর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ। তিনি ছিলেন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার।

চাকরি করতেন কাঁচপুরে মাস্টার রেকস্ এন্ডস ফার্নিচার নামের একটি কোম্পানিতে। ৫ই আগস্ট যাত্রাবাড়ি এলাকায় বিকেল সাড়ে তিনটা থেকে ৪টার মাঝে তলপেটে এবং বামপায়ে গুলিবিদ্ধ হন। হাসপাতাল নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। পরদিন তাকে গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা হয়।

৫। সাকিবুল হাসান সাজু

গেজেট নম্বর ৫৫৬, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৬৪০।

সাকিবুল হাসান সাজু, বয়স– ১৫ বছর। পিতা- মো. খোকন মিয়া, মাতা- হোসনে আরা বেগম। ঠিকানা: নয়াপাড়া, তারঘাট, মুশুল্লী, নান্দাইল, ময়মনসিংহ। সাকিবুল ছিল দোকান কর্মচারী। ৫ই আগস্ট মাওনা ২নম্বর সিএনবি রোডে বৈষম্যবিরোধী মিছিলে বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। পরদিন তাকে গ্রামের বাড়িতে সমাহিত করা হয়।

৬। হুমায়ুন কবির

গেজেট নম্বর ৬১৮, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৭৩৩।

হুমায়ুন কবির, পিতা- মো. হাবিবুর রহমান, মাতা- ফরিদা খাতুন, ঠিকানা: পূর্বপাড়া, ঝালুয়া নান্দাইল ময়মনসিংহ। ঢাকায় মেম্বার বাড়ি রোডে ২০শে জুলাই সন্ধ্যায় কোমরের নীচে গুলিবিদ্ধ হন। তাকে উদ্ধার করে শহীদ তাজ উদ্দিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত নটায় তিনি মারা যান। পরদিন তাকে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

৭। মো. জুবাইদ ইসলাম

গেজেট নম্বর ৬২৮, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৭৪৭।

মো. জুবাইদ ইসলাম, বয়স- ১৫ বছর। পিতা- আব্দুল আজিজ কুসুম, মাতা- নাসিমা আক্তার। ঠিকানা: চামারুল্লাহ খামারগাঁও, ঘোষপালা, চন্ডিপাশা, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

২০শে জুলাই যাত্রাবাড়ী এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিলে বুকের দুই পাশে দুটি গুলিবিদ্ধ হয়। ঘটনাস্থলেই মারা যায় জোবাইদ। পরদিন এগারোটায় জানাজা শেষে গ্রামের সামাজিক গোরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

ঈশ্বরগঞ্জ

১। মো. আশিকুল ইসলাম রাব্বি

গেজেট নম্বর ১৭, মেডিকেল আইডি নম্বর ৭১।

মো. আশিকুল ইসলাম রাব্বি, বয়স– ২০ বছর। পিতা- আব্দুল খালেক সরকার, মাতা-সামসুন্নাহার। ঠিকানা: গ্রাম- তারুন্দিয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। ২১শে জুলাই অনুমান সাড়ে বারোটায় নরসিংদী, বাবুর হাট এলাকায় বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। কমপ্লিট ব্লক আউট চলমান থাকায় কোনো রকম যানবাহন পাওয়া য়ানি। শেষে বাবুর হাট এলাকায় তার মরদেহ দাফন করা হয়।

২। মো. কামাল হোসেন

গেজেট নম্বর ৪৬০, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৫১৭।

মো. কামাল হোসেন, পিতা- মো. হাসিম উদ্দিন, মাতা– মজিদা খাতুন। ঠিকানা: কুলিয়ারচর, চরপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। তিনি ধানমন্ডি বাংলাদেশ মেডিকেলের বাবুর্চি ছিলেন। ৫ই আগস্ট, ধানমন্ডি, ৩২ নম্বর বাড়ির সামনে বৈদ্যুতিক আগুনে পোড়া লাশ পাওয়া যায় তার। পরদিন তার লাশ গ্রামের বাড়ি নিয়ে দাফন করা হয়।

৩। শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন

গেজেট নম্বর ৭৬১, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২৪৯৫০।

শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মাতা-মমতাজ বেগম। ঠিকানা: কুমড়া শাসন, ইসলামপুর গাফুরিয়া মাদ্রাসা, ঈশ্বরগঞ্জ। ছিলেন এইচএসসি পরীক্ষার্থী। বাবা একটি কোম্পানির চাকুরে। সপরিবার বসবাস করতেন মিরপুর এলাকায়। ১৮ই জুলাই মিরপুর-১০ গোল চত্বরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নিলে পুলিশের গুলি লাগে কপালের নীচে ডান চোখের কোনে। মাথা ছেদন করে বিপরীত পাশ দিয়ে বের

হয়। তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। দুইদিন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন থেকে ২০শে জুলাই দুপুর ২টায় পরপারে পাড়ি জমায়। তাকে গ্রামে নিয়ে দাফন করা হয়।

গৌরীপুর

১। জুবায়ের আহমেদ

গেজেট নম্বর ১১৪, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ১০৭২২।

জোবায়ের আহমেদ, পিতা- আনোয়ার উদ্দিন, মাতা- নূর জাহান, ঠিকানা: কাউরাটি, মইলাকান্দা, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। ২০শে জুলাই কলতাপাড়া বাজারে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী মিছিলের ওপর পুলিশের গুলি চলাকালে একটি গুলি জোবায়েরের বুকের বামপাশে লাগে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। শহিদ জোবায়েরের লাশ ঐদিনই গ্রামের বাড়িতে নেওয়া হয়। সন্ধ্যায় তার মরদেহ করা হয় দাফন।

২। নূরে আলম রাকিব

গেজেট নম্বর ১১৭, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ১১০৫৭

নূরে আলম রাকিব, বয়স– ১৯ বছর। পিতা- আব্দুল হালিম, মাতা- নুরুন্নাহার। ঠিকানা: দাম গাও, রামগোপালপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। ২০শে জুলাই কলতাপাড়া বাজারে বেলা তখন অনুমান সাড়ে এগারোটায় নূরে আলম গুলিবিদ্ধ হন। তাকে দ্রুত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। ঐদিন বিকালেই গ্রামে তাকে দাফন করা হয়।

৩। বিপ্লব হাসান

গেজেট নম্বর-১১৮, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর-১১৪৫৯।

বিপ্লব হাসান, পিতা- মো. বাবুল মিয়া, মাতা- বিলকিস, ঠিকানা: কলতাপাড়া, ডৌহাখলা, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ। জীবন সংগ্রামী হাসান কলতাপাড়া উচ্চবিদ্যালয় থেকে কেবল এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ২০শে জুলাই কলতাপাড়া বাজার এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয় বিপ্লব হাসান। এক পর্যায়ে মাথায় গুলিবিদ্ধ হলে ঢলে পড়ে রাস্তায়। স্বজনেরা বুঝতে পারে হাসান আর নেই। তবু চিকিৎসার জন্য দ্রুত নিয়ে যায় মেডিকেল। কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করে। তার লাশ গ্রামে দাফন করা হয়।

ফুলপুর

১। মো. আনারুল ইসলাম

গেজেট নম্বর ২৬৪, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২১১৭৯।

মো. আনারুল ইসলাম: বয়স– ৩০। পিতা- মো. রফিকুল ইসলাম, মাতা- আনোয়ারা বেগম। ঠিকানা: ঘোমগাঁও রূপসী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ। ৪ঠা আগস্টে উত্তরা ৬নম্বর সেক্টরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছিলেন। পুলিশের সাথে সংঘর্ষকালে দুপুর ২টায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন আনারুল ইসলাম। আন্দোলনকারীরা তাকে উদ্ধার করে কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে ভর্তি করে। ৮ই আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ১৩ই আগস্ট পুলিশ মারফত শহিদ ছেলের বার্তা যায় গ্রামের বাড়িতে। ১৫ই আগস্ট, রাত দশটায় গ্রামের সামাজিক গোরস্থানে তার মরদেহ দাফন করে।

২। মো. শাহিন মিয়া

গেজেট নম্বর ৫৩৩, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৬১৫।

মো. শাহিন মিয়া, বয়স– ২৭ বছর। পিতা- গাজী মামুদ, মাতা- জোছনা বেগম। ঠিকানা: রামনাথপুর, রামভদ্রপুর, ফুলপুর, ময়মনসিংহ। তিনি পেশায় ছিলেন পিকআপ চালক। ১৮ই জুলাই বাসা থেকে বের হন। তারপর থেকে নিখোঁজ ছেলের সন্ধানে বাবা-মা ঢাকার প্রায় সব হাসপাতালে চষে বেড়িয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের শরণাপন্ন হন। নিখোঁজ হওয়ার ১১দিন পর সেখানে ছবি দেখে নিশ্চিত হন, ছেলে শাহিন মিয়া শহিদ হয়েছেন। শাহিন মিয়া মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন।

৩। মো. সাইফুল ইসলাম

গেজেট নম্বর ৬২৪, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৭৪২।

মো. সাইফুল ইসলাম, পিতা- তৈয়ব আলী, মাতা- রোকেয়া খাতুন। গ্রামের গর্বিত কৃষক। ঠিকানা: চকঢাকির কান্দা, রহিমগঞ্জ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ। ২০শে জুলাই, ফুলপুর উপজেলার আমুয়াকান্দা পয়ারি রোডে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রতি পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ে। ধোঁয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য কৃষক সাইফুল গামছা দিয়ে চোখ বাঁধেন। তখন তার কপাল লক্ষ্য করে পুলিশ গুলি ছুড়ে। মাটিতে ঢলে পড়ে সাইফুল জ্ঞান হারান। তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল হাসপাতালের দিকে রওয়ানা হলে পেটোয়াবাহিনী বাধা দেয়। চিকিৎসাহীন অবস্থায় সাইফুল পথে মারা যান। তাকে গ্রামেই দাফন করা হয়।

৪। মো. মাসুম শেখ

গেজেট নম্বর ৬২৬, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৭৪৪।

মো. মাসুম শেখ, পিতা- মৃত আব্দর রাজ্জাক, মাতা- রাহেলা খাতুন। ঠিকানা: কুকাইল ২য় খণ্ড, বওলা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ। এসএসসি পর্যন্ত পড়ালেখা করা মাসুম পেশায় ছিলেন গার্মেন্টস কর্মী। কোয়ালিটি মাস্টার হিসেবে কর্মরত থাকলেও ছিলেন শ্রমিক নেতা। ৫ই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে থাকাকালে উত্তরা থানার পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালায়। বিকেল পাঁচটায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয় মাসুম। স্বজনেরা পরের দিন রাতে ঢাকা মেডিকেলের মর্গে খুঁজে পায় তার লাশ। ৭ই আগস্ট তার মরদেহ গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

হালুয়াঘাট

১। মো. মনির হোসেন রাজু

গেজেট নম্বর ৪৬৫, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৫২৩।

মো. মনির হোসেন রাজু, পিতা- নিজাম উদ্দিন, মাতা- রাহিলা খাতুন। ঠিকানা: পূর্ব গোবরাকুড়া, শাপলা বাজার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। তিনি পেশায় ছিলেন হোটেল শ্রমিক। ২০শে জুলাই গাজীপুর বোর্ড বাজারে দুপুর একটার দিকে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়। পুলিশ লাশ নিয়ে যায়। সেই লাশ আর পাওয়া যায়নি।

২। আবু কাউসার মিয়া

গেজেট নম্বর ৫০১, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৫৭৬।

আবু কাউসার মিয়া, বয়স-২২ বছর। পিতা-সাইদুল ফরাজী, ঠিকানা: পূর্ব নড়াইল, কাওয়ালীজান, বাদশা বাজার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। আবু কাউসার করোনা মহামারির সময় এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিল। পেশায় ছিল প্রাইভেট কার চালক। ৫ই আগস্ট বিকাল চারটার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে থাকা অবস্থায় পুলিশের গুলি লাগে বুকে। তাকে উদ্ধার করে কাছেই আলহেরা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তার মৃত ঘোষণা করে। সন্ধ্যায় তার মরদেহ গাঁয়ের বাড়ি দাফন করা হয়।

৩। সেলিম আলী শেখ

গেজেট নম্বর ৬৫৯, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ২২৭৮৬।

গেলিম আলী শেখ, পিতা- কলিম উদ্দিন, মাতা- সখিনা খাতুন। ঠিকানা: আশ্রম পাড়া, ধারা, করুয়াপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ। তিনি ভাঙ্গারি ব্যবসা করতেন। ১৯শে জুলাই মিরপুর ১০-এর সি ব্লকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে ছিলেন। একটি গুলি সেলিম আলীর ডান বগল তলে বিদ্ধ হয়ে বিপরীত দিকের বাম বগল তল দিয়ে বের হয়। ঘটনাস্থলে তিনি শহিদ হন। রাতে তাকে গ্রামের বাড়ি নেওয়া হয়। পরদিন তার মরদেহ দাফন করা হয়।

ধোবাউড়া

১। মো. সাদিকুর রহমান

গেজেট নম্বর ১৫১, মেডিকেল কেস আইডি নম্বর ১৩৭১২।

মো. সাদিকুর রহমান, বয়স– ২৮ বছর। পিতা- মো. আব্দুল লতিফ, মাতা- ফাতেমা খাতুন, ঠিকানা:

কালকাবাড়ি, দক্ষিণ মাইপাড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। সাদিকুর রহমান সাভার পল্লী বিদ্যুৎ অফিস মসজিদের ইমাম ছিলেন। ৫ই আগস্ট বাইপাইল এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন। নাভি বরাবর গুলি লেগে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। তাকে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুইদিন আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ই আগস্ট দুপুর একটার দিকে তিনি পরলোক গমন করেন। পরদিন তাকে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

২। মো. শাহজাহান

গেজেট নং ১৮৯, মেডিকেল কেস আইডি নং ১৪৫০৯।

শাহজাহান, বয়স- ১৬ বছর। পিতা- মিল্লাত হোগেন, মাতা- সাজেদা খাতুন। ঠিকানা: ভালুকাপাড়া, ঘোষগাঁও, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

১৯শে জুলাই, মহাখালী ওভার ব্রিজের কাছে বিকেল বেলায় শাহজাহানের পেটে ২টি এবং হাতে একটা গুলিবিদ্ধ হয়। আন্দোলনকারীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। ২৩শে জুলাই চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোকগমন করে। ২৫শে জুলাই তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি নেওয়া হয়। এদিনই রাত সাড়ে তিনটায় গ্রামের বাড়িতে তার মরদেহ দাফন করা হয়।

৩। মাজিদুল

গেজেট নং ৫৬৭, মেডিকেল কেস আইডি নং ২২৬৫৩।

বাইশ বছরের তরুণ মাজিদুল। পিতা- আব্দুল মান্নান, মাতা- রেজিয়া খাতুন। ঠিকানা: গামারীতলা, ধোবাউরা, ময়মনসিংহ। মাওনার অদূরে একটি কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ছিল মাজিদুল।

৫ই আগস্ট বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে নাভির নীচে গুলিবিদ্ধ হয়। তাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। ১০ই আগস্ট চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় মাজিদুল। তাকে গ্রামের বাড়িতে দাফন করা হয়।

৪। সোহেল মিয়া

গেজেট নং ৫৯৩, মেডিকেল কেস আইডি নং ২২৬৯৪।

সোহেল মিয়া, বয়স– ২৭ বছর। পিতা- আ. হাকিম, মাতা- আমিনা খাতুন। ঠিকানা: জোকা, গোয়াতলা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ। সোহেল মিয়া ছিলেন হোটেল শ্রমিক। ৪ঠা আগস্ট রাতে রামপুরায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষকালে বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান সোহেল মিয়া। পরদিন এগারোটায় স্বজনেরা লাশ গ্রামের নিয়ে দাফন করে।

আবু সাইদ কামাল: প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহত ছাত্র-জনতার চিকিৎসার জন্য সারাদেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ হসপিটাল); কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল; বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়; মুগদা জেনারেল হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল; শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান (পঙ্গু হাসপাতাল); জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট; জাতীয় নাক-কান-গলা ইনস্টিটিউট; জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল; জাতীয় গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং জাতীয় নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের ভর্তির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: শান্তা ইসলাম

২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের ভূমিকা

ড. আশরাফ পিন্টু

২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটে। আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল– ব্যাপকসংখ্যক নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। কোনো কোনো জায়গায় তারা গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে লড়াকু অবস্থান নেন। উপস্থিতির ব্যাপকতার দিক থেকে এই চিত্র দেশের ইতিহাসের যে-কোনো আন্দোলন ছাপিয়ে গেছে। গণহত্যা শুরু হওয়ার পর সব জমায়েতে, মিছিলে সারাদেশের মেয়েরা-মায়েরা নেমে এসেছিলেন। নারীকে চিরাচরিত দুর্বল করে দেখানো হয়, দেখানো হয় নারী ভয় পায়, বলা হয় নারীর প্রতিরোধের শক্তি নেই। সেই নারী দুহাতে পুলিশের প্রিজনভ্যান আটকে দিয়েছে, গুলির সামনে বুক পেতেছে, সহযোদ্ধাদের দৌড়ে ছিনিয়ে এনেছে পুলিশের

হাতকড়া থেকে, ঘনঘোর ফ্যাসিবাদের দিনে গণমাধ্যমের সামনে চিৎকার করে এক দফার উচ্চারণ করেছে, দেয়ালে লিখেছে– 'বুকের ভেতর অনেক ঝড়, বুক পেতেছি গুলি কর'।

এ আন্দোলনে প্রতিটি শ্রেণি-পেশার নারীর

অংশগ্রহণ ছিল, স্কুল-কলেজের মেয়েরা পরিবারের নিরাপত্তা বলয় এড়িয়ে গিয়ে ফ্যাসিবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, উদ্যত গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়েছে রাজপথে রক্তাক্ত লাল গোলাপ হয়ে। স্বৈরাচারী সরকারের অনিয়ম, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বিশেষ করে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করতে দেখে আমাদের নারীসমাজ বিশেষ করে মর্মাহত হয়েছিলেন। তাই, তারা সাহস জোগাতে ও উদ্বুদ্ধ করতে নিজেরা মাঠে নেমে পড়েন। এই আন্দোলনে সালোয়ার-কামিজ, জিন্সের পাশাপাশি হিজাব-বোরকা পরিহিত অনেক নারী শিক্ষার্থীকে মাঠে আন্দোলনরত দেখা যায়। এটি এই আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এই আন্দোলনে নারী শিক্ষার্থীদের অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিশেষ করে সরকার

দলীয় ছাত্র সংগঠন ও নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক এই নারী শিক্ষার্থীরা নিগৃহীত হয়েছেন, নিপীড়িত হয়েছেন, অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলা ব্লকেড, কমপ্লিট শাটডাউন, অসহযোগ আন্দোলন এবং সর্বশেষ এক দফা দাবিতে যে আন্দোলন– সবখানে নারী শিক্ষার্থীরা একদম সম্মুখ সারিতে অংশগ্রহণ করেন। মেয়েরা নানান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এটিকে গণ-আন্দোলনে রূপান্তর করেন। তারা সরকারের সকল দমনপীড়ন, ভীতি উপেক্ষা করে রাজপথে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে সফল করেন।

ঠাকুরগাঁওয়ের একটা মেয়ে পুলিশকে দেখিয়ে দেখিয়ে স্লোগান তুলেছে —

কে এসেছে, কে এসেছে,
পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে,
কী করছে, কী করছে,

স্বৈরাচারের পা চাটছে, স্বৈরাচারের পা চাটছে। মেয়েটার পেছনের সারিগুলোতে থাকা স্লোগানধারীরা তার সুরে সুর মিলাচ্ছে। পুলিশ নির্বিকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে ও শুনছে। আন্দোলনে থাকা সব নারীরা সে সময় ছিল এক ও সংঘবদ্ধ।

সন্তানের পাশে যখন মা এসে দাঁড়ান তখন আন্দোলন আরও বেগবান হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষিকা সায়মা ফেরদৌস। ছাত্রদের গায়ে হাত তোলার পর রাস্তায় নেমেছেন। ছাত্রদের তিনি নিজের সন্তান বলে সম্বোধন করে বলেছেন, 'একটা স্বাধীন দেশে এতো ভয়ে বাঁচব কেন? কী জন্য বলেন? চুপ থাকি বলেই এরা সাহস পায়। আমার ছাত্রের মুখ চেপে ধরার সাহস কে দিয়েছে আপনাদের? আমার বাচ্চার গলা ধরার সাহস কে দেয় আপনাদের? কতজনের জবান বন্ধ করবেন আপনারা? একজনের করবেন, দশজন দাঁড়াবো, দশজনের বন্ধ করলে হাজার মানুষ দাঁড়াবে। আঠারো কোটি বাঙালি নামবে।' তার চেহারায় কথায় আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। তার মুখমণ্ডলে প্রতিবাদের আগুন জ্বলছে। এ রকম প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত আগে দেখা যায়নি। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যাবে নারী শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের।

পরিশেষে বলা যায়, ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নারীর রাজনৈতিক কর্তাসত্তা হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দারুণভাবে দেখা দিয়েছে। এই নারীরা যেন হারিয়ে না যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশিই নারী। আর এ নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমরা দেখতে পেয়েছি চব্বিশের বিপ্লবে শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানে। নারী শিক্ষার্থী, নারী-কিশোরী-যুবা, এমনকি নারী শিক্ষক ও অন্য সহকর্মীদের জোরালো অংশগ্রহণ ছিল। যা আমাদের সবাইকে করেছে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত।

২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ড. আশরাফ পিন্টু: বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, মনজুর কাদের মহিলা ডিগ্রি কলেজ, বেড়া, পাবনা, ashraf.pintu.sonon@gmail.com

বন্যা মোকাবিলায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কন্ট্রোলরুম

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বন্যা বিষয়ক কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে (মোবাইল নং ০১৭৫৯১১৪৪৮৮) যার মাধ্যমে দেশের সকল স্বাস্থ্য স্থাপনা সার্বক্ষণিক সংযুক্ত আছে। এছাড়াও সিভিল সার্জন কার্যালয় ও বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য)-এর কার্যালয়েও সার্বক্ষণিক কন্ট্রোল রুম চালু আছে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টার নির্দেশে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সার্বক্ষণিকভাবে বন্যা পরিস্থিতির সার্বিক কর্মকাণ্ড তদারকি এবং সমন্বয় করছে। চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে আকস্মিক বন্যায় দুই বিভাগে ৪০টি উপজেলার ২৬০টি ইউনিয়ন আক্রান্ত হয়। এসকল এলাকায় ১ হাজার ১৯৬টি মেডিকেল টিম সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করছে। আক্রান্ত এলাকায় পর্যাপ্ত পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং হাসপাতালগুলোতে জরুরি মেডিকেল টিম-সহ পর্যাপ্ত ওরস্যালাইন, কলেরা স্যালাইন এবং এ্যান্টি-ভ্যানাম-সহ অন্যান্য জরুরি ঔষধ মজুত আছে। এসকল এলাকার সকল স্বাস্থ্যকর্মী ও কর্মকর্তার ছুটি বাতিল করা হয়। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তাগণকে অন্যান্য বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বন্যা পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারির মাধ্যমে পরিস্থিতি অবনতির ক্ষেত্রে অগ্রিম প্রস্তুতি গ্রহণ করারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: লায়লা জাহান

গেজেট থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের শহিদদের তালিকা

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং **৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩**—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে **ময়মনসিংহ বিভাগের** শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

গেজেট নং	মেডিক্যাল কেস আইডি	শহীদের নাম	পিতার নাম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা
১৭	৭১	মো: আশিকুল ইসলাম রাব্বি	আব্দুল খালেক সরকার	গ্রাম-ভগীরথপুর, পো-মাধবদী, ইউনিয়ন-মেহেরপাড়া থানা-মাধবদী উপজেলা-নরসিংদী সদর জেলা-নরসিংদী	গ্রাম-তারুন্দিয়া, পো-তারুন্দিয়া, উপজেলা-ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা-ময়মনসিংহ
২০	১২৬	মোঃ আসিব মিয়া	মোঃ আমজাদ হোসেন	এভিনিউ ৫, আব্বাস উদ্দিন স্কুল, মেহেদিবাগ, মিরপুর-১১, ঢাকা	কেরেংগা পাড়া তন্তর, রামচন্দ্রকুড়া, নালিতাবাড়ি, শেরপুর
২৪	১৩৯	আব্দুল্লাহ আল মাহিন	জামিল হোসেন	উত্তরা দিয়াবাড়ি, ঢাকা	বাসা-৬৩/বি, পুরোহিত পাড়া, ওয়ার্ড-১৭, ময়মনসিংহ-২২০০, অঞ্চল-০২, ময়মনসিংহ

৩৬	৫৫৫	রবিউল ইসলাম রকিব	মৃত আঃ রাজ্জাক তারা	দক্ষিণ সন্তোষপুর, বালুঘাট - ২২১৬, নাওগাঁও, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ	দক্ষিণ সন্তোষপুর, বালুঘাট -২২১৬, নাওগাঁও, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ
৫০	৩০৯৩	জিন্নাতুল ইসলাম খোকন	মৃত মোস্তফা মিয়া,	গ্রাম: ভুইয়াপাড়া, ডাকঘর: বৈখরহাটী, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা	গ্রাম: ভুইয়াপাড়া, ডাকঘর: বৈখরহাটী, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।
৫৭	৩৪২১	মোঃ মাহবুব আলম	মোঃ মিরাজ আলী	তারাগড় কান্দাপাড়া, চৈতনখিলা, পাকুড়িয়া, শেরপুর সদর, শেরপুর	তারাগড় কান্দাপাড়া, চৈতনখিলা, পাকুড়িয়া, শেরপুর সদর, শেরপুর
৫৮	৩৪৯৮	মোঃ সবুজ মিয়া	মোঃ আজাহার	রুপারপাড়া হালগড়া, শ্রীবরদী, শেরপুর	রুপারপাড়া হালগড়া, শ্রীবরদী, শেরপুর
৫৯	৩৫১৯	সারদুল আশীষ সৌরভ	মোঃ ছোরহাব হোসেন	জরাকুড়া পাইকুড়া, ঝিনাইগাতী, শেরপুর	জরাকুড়া পাইকুড়া, ঝিনাইগাতী, শেরপুর
৯২	৭২২৭	সামিদ হোসেন	মোঃ ফরহাদ আলী	তেঘুরী, পদুরবাড়ি, মানকোন, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	তেঘুরী, পদুরবাড়ি, মানকোন, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
৯৯	৮৫২০	মোঃ রিদওয়ান হোসেন	মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আসাদ	ধাক, ফুলবাড়ীয়া রোড, চৌরঙ্গীর মোড়, আকুয়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ	ফুলবাড়ীয়া রোড, চৌরঙ্গীর মোড়, আকুয়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ
১০৩	৯৬৩৬	মোঃ নাজিম উদ্দিন	রোস্তম আলী	ভাটগাও, চিরাম-২৪৪০, বারহাট্টা, নেত্রকোনা।	ভাটগাও, চিরাম-২৪৪০, বারহাট্টা, নেত্রকোনা।
১১১	১০৫৩৩	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল আলী	শালচূড়া, রাংটিয়া, ঝিনাইগাতী, শেরপুর	শালচূড়া, রাংটিয়া, ঝিনাইগাতী, শেরপুর
১১৪	১০৭২২	জুবায়ের আহমেদ	মোঃ আনোয়ার উদ্দিন	কাউরাটি, মইলাকান্দা, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	কাউরাটি, মইলাকান্দা, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ।
১১৭	১১০৫৭	নূরে আলম রাকিব	আব্দুল হালিম	গ্রাম-দামগাঁও, পোস্ট-রামগুপালপুর-২২৭১, উপজেলা-গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	গ্রাম-দামগাঁও, পোস্ট-রামগুপালপুর-২২৭১, উপজেলা-গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
১১৮	১১৪৫৯	বিপ্লব হাসান	মোঃ বাবুল মিয়া	কলতাপাড়া, ডৌহাখলা, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	কলতাপাড়া, ডৌহাখলা, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
১২৩	১১৯৫৯	সাফওয়ান আখতার সদ্য	মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান লিটন	হাউজঃ১০৮/৫, দগরমুরা, চাপাইন, সাভার, ঢাকা	গ্রামঃ রঘুনাথপুর, ডাকঘরঃ শ্রীরামপুর, উপজেলা ও জেলাঃ জামালপুর।

১৩১	১২৮৪৩	ফারুক	হায়দার আলী	এ ১৯/১ জে, শাহজাহানপুর রেলওয়ে কলোনী, ওয়ার্ড নং-১১ (পার্ট) শাহজাহানপুর, ঢাকা	ডেঙ্গারঘর, জামালপুর সদর, জামালপুর
১৩৫	১৩১৮৬	আসীর ইনতিশারুল হক	আ.হা.ম. এনামুল হক	ধানীখোলা রোড, ওয়ার্ড নং-০২, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	ধানীখোলা রোড, ওয়ার্ড নং-০২, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
১৩৮	১৩৩৯৫	মোঃ মিজানুর রহমান	মোঃ ওসমান গনি	কড়ইচড়া, মাদারগঞ্জ, জামালপুর	জাঙ্গালিয়া, ভেলামারি, মিলনবাজার , মাদারগঞ্জ, জামালপুর
১৪২	১৩৫৫৫	সফিক মিয়া	জুলহাস	চিথলিয়া, গনপদ্দী, গণপদ্দী, নকলা, শেরপুর	চিথলিয়া, গনপদ্দী, গণপদ্দী, নকলা, শেরপুর
১৫১	১৩৭১২	মোঃ সাদিকুর রহমান	মোঃ আব্দুল লতিফ	কালিকাবাড়ি, দক্ষিণ মাইজপাড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	কালিকাবাড়ি, দক্ষিণ মাইজপাড়া, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ
১৬০	১৩৯৪৫	মোহাম্মদ মোকতাদীর	মোহাম্মদ মোকছেদ আলী	বাসা: ৬০৯/৩/এ, গ্রাম: মদিনা সড়ক, দক্ষিন গোড়ান, ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা	আংগারপাড়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৮৪	১৪৩৯০	মোঃ গণি মিয়া	ফজল হক	পশ্চিম ঝিনিয়া, ঝিনিয়া, কুড়িকাহনিয়া, শ্রীবরদী, শেরপুর	পশ্চিম ঝিনিয়া, ঝিনিয়া, শ্রীবরদী, শেরপুর
১৮৯	১৪৫০৯	মোঃ শাহজাহান	মোঃ মিল্লাদ হোসেন	গ্রাম: ভালুকাপাড়া, ইউনিয়ন: ঘোষগাঁও, উপজেলা: ধোবাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ	গ্রাম: ভালুকাপাড়া, ইউনিয়ন: ঘোষগাঁও, উপজেলা: ধোবাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ
২০১	১৪৮০৮	কবির	আব্দুর রহমান	সপস্নপুনিয়া, কান্দিপাড়া, দত্তের বাজার, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ	সপস্নপুনিয়া, কান্দিপাড়া, দত্তের বাজার, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
২০২	১৪৯০৩	মোঃ আবুজর শেখ	মৃত তারা শেখ	বনানী, ঢাকা	১নং ওয়ার্ড, পূর্ব নয়ানগর, পি.ও শ্যামপুর, মেলান্দহ, জামালপুর।
২০৭	১৬৯৩৩	হাফিজুল ইসলাম	মোঃ শহীদুল্লাহ	গ্রাম: নাওগাও, উপজেলা: ফুলবাড়ীয়া, জেলা: ময়মনসিংহ	গ্রাম: নাওগাও, উপজেলা: ফুলবাড়ীয়া, জেলা: ময়মনসিংহ
২৩০	১৮২৫৯	মোঃ ফজলুল করিম	মোঃ শাহা আলম	টাংগারী পাডা, আলীরপাডা, বগারচর, বকশিগঞ্জ, জামালপুর	টাংগারী পাডা, আলীরপাডা, বগারচর, বকশিগঞ্জ, জামালপুর

২৩৫	১৯৫৮৩	মোঃ রিপন মিয়া	মৃত সরকার রেজাউল করিম	গ্রাম: চরকাউরিয়া সীমারপাড়, বকশীগঞ্জ, পৌরসভা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর	গ্রাম: চরকাউরিয়া সীমারপাড়, বকশীগঞ্জ, পৌরসভা: বকশীগঞ্জ, জামালপুর
২৬৪	২১১৭৯	মোঃ আনারুল ইসলাম	মোঃ রফিকুল ইসলাম	ঘোমগাও, রুপসী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ	ঘোমগাও, রুপসী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
২৭৫	২১৭৩৬	মোঃ মাছুম বিল্লাহ	মোঃ সাইদুল ইসলাম	নলুয়াপাড়া, সুসং, দূর্গাপুর, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা	নলুয়াপাড়া, সুসং, দূর্গাপুর, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা
২৭৬	২১৭৩৯	রমজান	মোঃ লিটন মিয়া	চরপাড়া, নন্দীপুর, মদনপুর, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা	চরপাড়া, নন্দীপুর, মদনপুর, নেত্রকোনা সদর, নেত্রকোনা
২৭৭	২১৭৫৫	উমর ফারুক	আব্দুল খালেক	বারইকান্দি, বিরিশিরি, দক্ষিনপাড়া, দুর্গাপুর, ওয়ার্ড নং-০৫, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা	বারইকান্দি, বিরিশিরি, দক্ষিনপাড়া, দুর্গাপুর, ওয়ার্ড নং-০৫, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা
২৭৮	২১৭৫৭	মোঃ সাইফুল ইসলাম	আলহাজ্ব সিকান্দর আলী	বারইকান্দি, বারইকান্দি, বিরিশিরি, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা	বারইকান্দি, বারইকান্দি, বিরিশিরি, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা
২৭৯	২১৭৬০	মোঃ আলী হুসেন	আসন আলী	মোজাফরপুর, মোজাফরপুর, মোজাফরপুর, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা	মোজাফরপুর, মোজাফরপুর, কেন্দুয়া, নেত্রকোনা
২৮০	২১৭৬৩	জাকির হোসেন	মৃত মোঃ ফজলু মিয়া	গ্রামঃ আব্বাস নগর, উত্তর বাকলজোড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা	গ্রামঃ আব্বাস নগর, উত্তর বাকলজোড়া, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা
২৮২	২১৭৯৩	আহাদুন	মোঃ মজিবুর রহমান	শ্যামপুর উত্তর বাকলজোড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।	শ্যামপুর, উত্তর বাকলজোড়া, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।
২৮৩	২১৭৯৪	সোহাগ মিয়া	মোঃ সাফায়েত	বড় খাপন, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।	বড় খাপন, কলমাকান্দা, নেত্রকোণা।
২৮৪	২১৭৯৫	আব্দুল্লাহ আল মামুন	আব্দুল অহেদ	পদরদিয়া, পূর্ব পদরদিয়া, ওয়ার্ড নং-৪১, বাড্ডা, ঢাকা	বটতলা, কলমাকান্দা, নেত্রকোনা
২৯৩	২২০২৫	মোঃ রুখতন মিয়া	আদর আলী	নারাচাতাল, আটপাড়া, নেত্রকোণা।	নারাচাতাল, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩০৬	২২২৩৬	মোঃ আসাদুল্লাহ	মোঃ জৈনদ্দিন	গোশাইপুর বালিয়াচান্ডি, শ্রীবরদী, শেরপুর।	গোশাইপুর বালিয়াচান্ডি, শ্রীবরদী, শেরপুর।

৩১৩	২২২৫১	শাহাদাত হোসেন	মোঃ ইদ্রিস আলী	৩২, শালচূড়া রাংটিয়া, নলকুড়া, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।	৩২, শালচূড়া রাংটিয়া, নলকুড়া, ঝিনাইগাতী, শেরপুর।
৩৩৭	২২৩১০	মোঃ শাহিনুর মামুদ শেখ	মোঃ শাহজাহান মামুদ শেখ	গবরীকুড়া কাকিলাকুড়া বাজার, শ্রীবরদী, শেরপুর	গবরীকুড়া কাকিলাকুড়া বাজার, শ্রীবরদী, শেরপুর
৩৫০	২২৩২৯	তোফাজ্জল হোসেন	মৃত আ: রশিদ	পিজাহাতী, রায়পুর, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।	পিজাহাতী, রায়পুর, কেন্দুয়া, নেত্রকোণা।
৪০৭	২২৪৫০	মোঃ মাহামুদ হারুন	ডাঃ শামসুল আলম	চপই, বারপাড়া, মুশুল্লী, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	চপই, বারপাড়া, মুশুল্লী, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
৪১৬	২২৪৬০	সাব্বির ইলাম	শুক্কুর আলী	বানিয়াজান, আটপাড়া, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ	বানিয়াজান, আটপাড়া, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ
৪৫৬	২২৫১৩	মো: মাসুদ পারভেজ ভূঁইয়া	মৃত আব্দুল জব্বার ভূঁইয়া	গ্রাম: কালান্দর, ডাকঘর:কুর্শিপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ	গ্রাম: কালান্দর, ডাকঘর:কুর্শিপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
৪৬০	২২৫১৭	মোঃ কামাল হোসেন	মোঃ হাসিম উদ্দিন	গ্রাম: কুলিয়ারচর, ডাকঘর:চরপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ	গ্রাম: কুলিয়ারচর, ডাকঘর:চরপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
৪৬৫	২২৫২৩	মোঃ মনির হোসেন রাজু	নিজাম উদ্দিন	পূর্ব গোবরাকুড়া, শাপলা বাজার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	পূর্ব গোবরাকুড়া, শাপলা বাজার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৪৬৯	২২৫২৮	মোঃ সোহেল	মোঃ সুরুজ মিয়া	অলহরী দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	অলহরী দুর্গাপুর, রাণীগঞ্জ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
৪৭২	২২৫৩১	মোঃ হৃদয় হোসেন	মোঃ সুলতান মিয়া	গন্ডখোলা, সাখুয়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	গন্ডখোলা, সাখুয়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
৪৭৭	২২৫৩৯	আমিরুল ইসলাম	জাফর আলী	ছলিমপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ	ছলিমপুর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
৪৮৮	২২৫৫৫	মোঃ সুমন হাসান	মোঃ বিল্লাল হোসেন	গ্রাম: ভেড়ারপাড়, ইউনিয়ন: ১১ নং শাহবাজপুর, উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর	গ্রাম: ভেড়ারপাড়, ইউনিয়ন: ১১ নং শাহবাজপুর, উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর
৪৯২	২২৫৬১	জাহিদ হোসেন	মোঃ জিয়াউল হক	গ্রাম: চাঁদপুর, ছোনটিয়া বাজার, উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর	গ্রাম: চাঁদপুর, ছোনটিয়া বাজার, উপজেলা: জামালপুর সদর, জেলা: জামালপুর
৪৯৯	২২৫৭৩	মোঃ শহিদ হোসেন	আব্দুর রহমান	পশ্চিমবাড়ী, মদন গোপাল, সিধুলী, মাদারগঞ্জ, জামালপুর	পশ্চিমবাড়ী, মদন গোপাল, সিধুলী, মাদারগঞ্জ, জামালপুর

৫০১	২২৫৭৬	মোঃ কাউসার মিয়া	মোঃ সাইদুল ইসলাম ফরাজি	পূর্ব নড়াইল, কাওয়ালীজান, বাদশা বাজার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	পূর্ব নড়াইল, কাওয়ালীজান, বাদশা বাজার, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৫৩৩	২২৬১৫	মোঃ শাহিন মিয়া	পিতা: গাজী মামুদ	রামনাথপুর, রামভদ্রপুর, ফুলপুর, ময়মনসিংহ	রামনাথপুর, রামভদ্রপুর, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৫৩৭	২২৬২০	জুয়েল মিয়া	আব্দুল হাই	সিংদই, কাকদারা, আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	সিংদই, কাকদারা, আচারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
৫৪১	২২৬২৪	মোঃ বকুল মিয়া	মোঃ ছামছুল হক	পূর্ব চাউলিয়া, গড়জরিপা, শ্রীবরদী, শেরপুর	পূর্ব চাউলিয়া, গড়জরিপা, শ্রীবরদী, শেরপুর
৫৪৩	২২৬২৭	জামান মিয়া	পিতা: শহীদুল ইসলাম	দেইলডাংড়া, বরিল্লা, জাহাঙ্গীরপুর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	দেইলডাংড়া, বরিল্লা, জাহাঙ্গীরপুর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
৫৫০	২২৬৩৪	মোঃ কামরুজ্জামান	মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	গ্রাম: চরকামারিয়া, উপজেলা: গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ	গ্রাম: চরকামারিয়া, উপজেলা: গফরগাঁও, জেলা: ময়মনসিংহ
৫৫৩	২২৬৩৭	এ কে এম শহিদুল ইসলাম	রিয়াজ উদ্দীন	১/১৫/এল উঃযাত্রাবাড়ী, ওয়ার্ড নং-৪৮, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	মাদারী নগর, নয়াপাড়া, পাঁচরমুখী, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
৫৫৬	২২৬৪০	সাকিবুল হাসান সাজু	মোঃ খোকন মিয়া	নয়াপাড়া, তারঘাট, মুশুল্লী, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	নয়াপাড়া, তারঘাট, মুশুল্লী, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
৫৬৩	২২৬৪৭	মোঃ নাজমুল ইসলাম	মোঃ নিলু	গ্রাম: সুতিয়াখালী ২৩ নং ওয়ার্ড, উপজেলা: সদর, জেলা: ময়মনসিংহ	গ্রাম: সুতিয়াখালী ২৩ নং ওয়ার্ড, উপজেলা: সদর, জেলা: ময়মনসিংহ
৫৬৭	২২৬৫৩	মাজিদুল	আব্দুল মান্নান	পূর্ব গামারীতলা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	পূর্ব গামারীতলা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ
৫৬৮	২২৬৫৫	তোফাজ্জল হোসেন খান	মোঃ নেকবর আলী খান	ভালুকজান, ওয়ার্ড নং-০৬, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ	ভালুকজান, ওয়ার্ড নং-০৬, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ
৫৭০	২২৬৫৯	মোঃ আমজাদ	মোঃ আকি মোল্লা	গ্রাম: পূর্ব শ্যামপুর, ডাকঘর: শ্যামপুর, মেলান্দহ, জামালপুর	গ্রাম: পূর্ব শ্যামপুর, ডাকঘর: শ্যামপুর, মেলান্দহ, জামালপুর
৫৭৫	২২৬৬৭	মোঃ মোস্তফা	মোঃ স্বপন মিয়া,	গ্রাম: ধলিরবন্দ, ডাকঘর: মহিষবাথান, মাদারগঞ্জ, জামালপুর	গ্রাম: ধলিরবন্দ, ডাকঘর: মহিষবাথান, মাদারগঞ্জ, জামালপুর

৫৯৩	২২৬৯৪	সোহেল মিয়া	আঃ হাকিম	গ্রাম: জোকা, ইউনিয়ন: গোয়াতলা, উপজেলা: ধোবাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ	গ্রাম: জোকা, ইউনিয়ন: গোয়াতলা, উপজেলা: ধোবাউড়া, জেলা: ময়মনসিংহ
৬০৬	২২৭১২	মোঃ শাহিন	আঃ মাজেদ	সাং-দক্ষিণ জয়নগর, ৮নং ওয়ার্ড, থানা-দৌলতখান, জেলা-ভোলা।	সাং-দক্ষিণ জয়নগর, ৮নং ওয়ার্ড, থানা-দৌলতখান, জেলা-ভোলা।
৬১৮	২২৭৩৩	হুমায়ুন কবির	মোঃ হাবিবুর রহমান	পূর্বপাড়া, ঝালুয়া, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	পূর্বপাড়া, ঝালুয়া, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
৬২৪	২২৭৪২	মোঃ সাইফুল ইসলাম	পিতা: তৈয়ব আলী	চকঢাকিরকান্দা, রহিমগঞ্জ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ	চকঢাকিরকান্দা, রহিমগঞ্জ, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৬২৬	২২৭৪৪	মোঃ মাসুম শেখ	আব্দুর রাজ্জাক	কুকাইল ২য় খন্ড, বওলা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ	কুকাইল ২য় খন্ড, বওলা, ফুলপুর, ময়মনসিংহ
৬২৮	২২৭৪৭	মোঃ জুবাইদ ইসলাম	মোঃ আব্দুল আজিজ কুসুম	চামারুল্লাহ খামারগাঁও, ঘোষপালা, চন্ডিপাশা, নান্দাইল, ময়মনসিংহ	চামারুল্লাহ খামারগাঁও, ঘোষপালা, চন্ডিপাশা, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
৬৪৩	২২৭৭০	মোঃ উবাইদুল হক	মোঃ নেজাম ইসলাম	দওগ্রাম, তারুন্দিয়া , মাইজবাগ, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ	দওগ্রাম, তারুন্দিয়া, মাইজবাগ, ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ
৬৫৯	২২৭৮৬	সেলিম আলী শেখ	কলিম উদ্দিন শেখ	আশ্রমপাড়া, ধারা, করুয়াপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ	আশ্রমপাড়া, ধারা, করুয়াপাড়া, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৬৬৭	২২৮০০	মোঃ আঃ আজিজ	মোজাম্মেল হক	মুন্সী বাড়ি, চর বাসন্তি নারায়ণখোলা, চর অষ্টধর, নকলা, শেরপুর	মুন্সী বাড়ি, চর বাসন্তি নারায়ণখোলা, চর অষ্টধর, নকলা, শেরপুর
৬৭৫	২২৮০৯	মোঃ সবুজ	মোহাম্মদ আলী	গ্রাম: কোণামালঞ্চ, ডাকঘর: হাজরাবাড়ী, মেলান্দহ, জামালপুর	গ্রাম: কোণামালঞ্চ, ডাকঘর: হাজরাবাড়ী, মেলান্দহ, জামালপুর
৬৭৮	২২৯৭৫	মোঃ রমজান আলী	মোঃ নুর হোসেন	৮৫০, পোষ্ট অফিস রোড, ওয়ার্ড নং-৩৭, বাড্ডা, ঢাকা	দুধী, আটপাড়া, পূর্বধলা, নেত্রকোনা
৬৮১	২৩৪৪৬	মোঃ আসাদুল্লাহ	আঃ মালেক	১৩, দিলপাড়া, ওয়ার্ড নং-০১ (পার্ট), উত্তরা পশ্চিম, ঢাকা	তাতীহাটি, শ্রীবরদী, শেরপুর

৬৯৪	২৪২৮০	মেহেদী হাসান	মোঃ বাচ্চু সরকার	ডি/৩১, সুতার নোয়াদ্দা, ওয়ার্ড নং-০২, সাভার, ঢাকা, ঢাকা	গ্রাম-সন্যাসীপাড়া, ডাকঘর-বরুয়াকোনা, উপজেলা-কলমাকান্দা, নেত্রকোনা।
৭৩৭	২৪৬৩৫	মোঃ রাসেল	মোঃ মুন্সী মিয়া	গ্রাম-সুসন্দহরপাড়া, ইউনিয়ন-বওসি, বারহাট্টা, নেত্রকোনা।	গ্রাম-সুসন্দহরপাড়া, ইউনিয়ন-বওসি, বারহাট্টা, নেত্রকোনা।
৭৪৬	২৪৭৪৭	মোঃ জসিম মিয়া	আবুল কাশেম	গ্রাম-তিনআনি শানকন্দ, বাট্টালা বাজার, শ্রীবর্দী, শেরপুর।	গ্রাম-তিনআনি শানকন্দ, বাট্টালা বাজার, শ্রীবর্দী, শেরপুর।
৭৫৯	২৪৯১৫	রাব্বি মিয়া	আবদুল রহিম	গ্রাম: পঞ্চাশী, পোস্ট : পঞ্চাশী, উপজেলা : সরিষাবাড়ি, জেলা:জামালপুর।	গ্রাম: পঞ্চাশী আওনা, পোস্ট :পঞ্চাশী, উপজেলা : সরিষাবাড়ি, জেলা:জামালপুর।
৭৬০	২৪৯২০	মোঃ মোকলেছুর রহমান	মোঃ হাবিবুর রহমান	গ্রাম-হিরণ্যবাড়ী, পোস্ট অফিস-শিবপুর, উপজেলাঃ সরিষাবাড়ী, জেলা -জামালপুর।	গ্রাম-হিরণ্যবাড়ী, পোস্ট অফিস-শিবপুর, উপজেলাঃ সরিষাবাড়ী, জেলা -জামালপুর।
৭৬১	২৪৯৫৩	শেখ শাহরিয়ার বিন মতিন	মোহাম্মদ আব্দুল মতিন	গ্রাম: কুমড়া শাসন, ডাকঘর: গাফুরীয়া মাদ্রাসা (২২৮০), ইউনিয়ন: মাইজবাগ ১নং ওয়ার্ড, উপজেলা: ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা: ময়মনসিংহ।	গ্রাম: কুমড়া শাসন, ডাকঘর: গাফুরীয়া মাদ্রাসা (২২৮০), ইউনিয়ন: মাইজবাগ ১নং ওয়ার্ড, উপজেলা: ঈশ্বরগঞ্জ, জেলা: ময়মনসিংহ।
৭৬৫	২৪৯৯২	মোঃ আব্দুন নুর	মোঃ আবুল বাসার	৪৩, ওয়ার্ড নং-০১ (পার্ট), উত্তরা পশ্চিম, ঢাকা	বাগেরগাও, উস্থি, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
৭৬৯	২৫১৭৩	মোঃ জসিম	মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	৫৩, উত্তর ইসদাইর, ইসদাইর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ	পূর্ব শ্যামপুর, শ্যামপুর, মেলান্দহ, জামালপুর
৮২৪	৩৪৩৭৮	মোঃ লিটন	মোঃ সবুর মন্ডল	গ্রামঃ খামারিয়াপাড়া, ইউনিয়নঃ চিনাডুলী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর	গ্রামঃ খামারিয়াপাড়া, ইউনিয়নঃ চিনাডুলী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর
৮২৫	৩৪৩৭৯	রবিউল ইসলাম	জুলহাস উদ্দিন	গ্রামঃকুলপাল(জগন্নাথগঞ্জ), পুরাতনঘাট, আওনা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর	গ্রামঃকুলপাল(জগন্নাথগঞ্জ), পুরাতনঘাট, আওনা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর

গেজেট থেকে ঢাকা বিভাগের শহিদদের তালিকার দ্বিতীয়াংশ

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জানুয়ারি ১৫, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গেজেট অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪৮.০০.০০০০.০০৪.৩৭.২৪৩.২০২৫.০৩—জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ শহিদদের গেজেট সরকার প্রকাশ করে। সে তালিকা থেকে পৃথক করে **ঢাকা বিভাগের (অংশ-০২)** শহিদদের নামের তালিকা করা হলো:

১৫২	১৩৭১৪	মোঃ আব্দুল গনি শেখ	মোঃ আব্দুল মজিদ	গ্রাম: চরখানখানাপুর নতুন বাজার, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর: খানখানাপুর-৭৭১১, ইউনিয়ন: খানখানাপুর, থানা: রাজবাড়ী সদর, উপজেলা: রাজবাড়ী সদর, জেলা: রাজবাড়ী	গ্রাম: আলিপুর, ডাকঘর: মুকুন্দিয়া-৭৭০০, ইউনিয়ন: আলিপুর, থানা: রাজবাড়ী সদর, উপজেলা: রাজবাড়ী সদর, জেলা: রাজবাড়ী
১৫৬	১৩৮২১	দুলাল এম	সিদ্দিক খালাসী	৪ নং বিল্ডিং, ১৮ (ডি) আজিমপুর সরকারি ২০ তলা কলোনি, আজিমপুর, ঢাকা	চরখাগুটিয়া ডুবিসায়বর, চৌকিদার কান্দি, চৌকিদার কান্দি, জাজিরা, শরিয়তপুর
১৫৭	১৩৮২৪	মোঃ সাইদুল ইসলাম ইয়াছিন	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	৭৯/১, ব্রাম্মন চিরন, সৈয়দাবাদ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৩	৭৯/১, ব্রাম্মন চিরন, সৈয়দাবাদ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৩

১৬৫	১৪০৫০	মোঃ আকরাম খান রাব্বি	মোঃ ফারুক খান	বাইশটেকী, ওয়ার্ড নং-০৪, কাফরুল, ঢাকা	বাইশটেকী, ওয়ার্ড নং-০৪, কাফরুল, ঢাকা
১৬৬	১৪০৭৫	আব্দুল আহাদ	মোঃ আবুল হাসান	গ্রাম: পুখুরিয়া, পোস্ট: পুখুরিয়া, ওয়ার্ড-৮, মানিকদহ, ভাঙ্গা, ফরিদপুর	গ্রাম: পুখুরিয়া, পোস্ট: পুখুরিয়া, ওয়ার্ড-৮, মানিকদহ, ভাঙ্গা, ফরিদপুর
১৬৭	১৪১২৬	মোঃ সাব্বির হাওলাদার	মোঃ জসিম হাওলাদার	৪৬৩, মুরাদপুর হাই স্কুল রোড, জুরাইন, ওয়ার্ড নং-৫২, কদমতলী, ঢাকা	৪৬৩, মুরাদপুর হাই স্কুল রোড, জুরাইন, ওয়ার্ড নং-৫২, কদমতলী, ঢাকা।
১৬৮	১৪১২৮	আশরাফুল ইসলাম হাওলাদার	মোঃ আনোয়ার হোসেন	চর লক্ষীপুর, ২ নং ওয়ার্ড, ইউনিয়ন-ছিলারচর, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর	চর লক্ষীপুর, ২ নং ওয়ার্ড, ইউনিয়ন-ছিলারচর, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর
১৭১	১৪১৬৪	মোঃ মঈনুল ইসলাম	মোঃ কামরুল ইসলাম	শেখ বাড়ি, কেকানিয়া, ২৫ নং কেকানিয়া, শুকতাইল, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ	শেখ বাড়ি, কেকানিয়া, ২৫ নং কেকানিয়া, শুকতাইল, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ
১৭২	১৪১৭১	মো রুবেল	মোঃ ইদু	মিরপুর-১০, ব্লক-এ, এভিনিউ-১, ওয়াদা বিল্ডিং, মিরপুর, ঢাকা	মিরপুর-১০, ব্লক-এ, এভিনিউ-১, ওয়াদা বিল্ডিং, মিরপুর, ঢাকা
১৭৪	১৪২৪০	কামাল মিয়া	আঃ ছাত্তার	বিন্নাবাইদ, বেলাবো, নরসিংদী	বিন্নাবাইদ, বেলাবো, নরসিংদী
১৭৯	১৪৩২৩	আবু সাইদ	মোঃ সেকান্দার আলী	বাহির টেঙ্গা, ডেমরা, ঢাকা	ওরিয়েন্টাল স্কুল রোড, সারুলিয়া, বাহির টেঙ্গা, ডেমরা, ঢাকা
১৮২	১৪৩৬৭	মোঃ মাসুদ	আব্দুল গফুর	৩৬৩৬, মেরাজনগর মেইন রোড, কদমতলী, ওয়ার্ড নং-৬৫ (পার্ট), কদমতলী, ঢাকা।	৩৬৩৬, মেরাজনগর মেইন রোড, কদমতলী, ওয়ার্ড নং-৬৫ (পার্ট), কদমতলী, ঢাকা।
১৮৩	১৪৩৭৬	মোঃ রিয়াজুল তালুকদার	মোঃ গিয়াস উদ্দিন তালুকদার	আবুড়া, চিকন্দি, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর।	আবুড়া, চিকন্দি, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর
১৮৫	১৪৪৩৬	মোঃ বাবুল হওলাদার	জাবেদ আলী হাওলাদার	রামপুরা, ঢাকা	অপোর, গৌদিয়া, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ
১৯৩	১৪৬২৬	মোঃ মোবারক হোসেন	মোঃ আবুল হাশেম	পূর্ব নয়াকান্দি, বারঘড়িয়া, ওয়ার্ড নং-০৮, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	পূর্ব নয়াকান্দি, বারঘড়িয়া, ওয়ার্ড নং-০৮, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
১৯৬	১৪৬৭৩	শাজাহান	মোঃ ইমান আলী	কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।	কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

১৯৮	১৪৭০০	মোঃ রাজিব হোসেন	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	১৮২৯, ৩ নং স্মৃতিধারা, ওয়ার্ড নং-৬০, কদমতলী, ঢাকা	ছাতিয়ানি, কনেশ্বর, ডামুড্যা, শরিয়তপুর
১৯৯	১৪৭১৯	খালিদ হাসান সাইফুল্লাহ	কামরুল হাসান	গ্রাম:ভদ্রাসন, উপজেলা : ভাঙ্গা, জেলা : ফরিদপুর	গ্রাম:ভদ্রাসন, উপজেলা : ভাঙ্গা, জেলা : ফরিদপুর
২০০	১৪৭২৬	মোঃ ওয়াসিম শেখ	মোঃ আওলাদ হোসন	মিয়া বাড়ী, কেরানী পাড়া, ওয়ার্ড নং-৬৫ (পার্ট), যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	কেরানীগঞ্জ, মাতুয্যইল, ঢাকা।
২১০	১৭১৮২	মোঃ অহিদ মিয়া	মোঃ খোরশেদ	পূর্ব আরিচপুর, মুন্নু নগর, গাজীপুর।	পূর্ব আরিচপুর, মুন্নু নগর, গাজীপুর।
২১১	১৭২৩২	মো:মনিরুল ইসলাম	মোজাহের উদ্দিন সরদার	বাড়ি ৫, রোড-এভিনিউ-০১, ব্লক-বি, মিরপুর-১৩, ঢাকা	বাড়ি ৫, রোড-এভিনিউ-০১, ব্লক-বি, মিরপুর-১৩, ঢাকা
২১৫	১৭৩১০	মেহেরুন নেছা	মোঃ মোশারফ হোসেন খান	৫৫/১, পূর্ব বাইশটেক, ওয়ার্ড নং-০৪, কাফরুল, ঢাকা	৫৫/১, পূর্ব বাইশটেক, ওয়ার্ড নং-০৪, কাফরুল, ঢাকা
২১৬	১৭৩৫৬	মোঃ সোহেল রানা	মৃত জামির উদ্দিন	গ্রাম: মহিষবের, পোস্ট অফিস ও ইউনিয়ন: দানাপাটুলী, উপজেলা : কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা: কিশোরগঞ্জ	গ্রাম: মহিষবের, পোস্ট অফিস ও ইউনিয়ন: দানাপাটুলী, উপজেলা : কিশোরগঞ্জ সদর, জেলা: কিশোরগঞ্জ
২২৩	১৭৬৯৪	সজিব সরকার	হালিম সরকর	গ্রাম: মাঝিরকান্দি, বাঙালিনগর, পো: হাটুভাংগা বাজার, উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী	গ্রাম: মাঝিরকান্দি, বাঙালিনগর, পো: হাটুভাংগা বাজার, উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী
২২৪	১৭৭০৮	মুসলেহ উদ্দিন	আব্দুল হানিফ মোল্লা	রামপুরা, ঢাকা।	রামপুরা, ঢাকা।
২২৫	১৭৭৩৪	রাহাত হোসেন শরীফ	মো: সেলিম	গ্রাম: বাহের চর, পো: চশবুদ্ধি, ইউনিয়ন: মির্জানগর উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী	গ্রাম: বাহের চর, পো: চশবুদ্ধি, ইউনিয়ন: মির্জানগর উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী
২২৯	১৭৯৮৪	মোঃ খলিলুর রহমান তালুকদার	মোঃ আফাজ উদ্দিন তালুকদার	মন্ডল বাড়ী, তালতলা, দেওপাড়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল	মন্ডল বাড়ী, তালতলা, দেওপাড়া, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
২৩২	১৮৫৩৭	ছাদিক	লুতফর রহমান লাবু	ফুলমালিরচালা, ইউনিয়ন-সাগরদিঘী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল	ফুলমালিরচালা, ইউনিয়ন-সাগরদিঘী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল

২৩৩	১৮৭৩০	তাওহীদ সন্নামত	সালাউদ্দীন সন্নামত	সুচিয়ার ভাঙ্গা, মুস্তফাপুর, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর	সুচিয়ার ভাঙ্গা, মুস্তফাপুর, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর
২৩৬	১৯৬৩৮	শাহরিয়ার হোসেন	মনির হোসেন	৫৫, বসিলা, পশ্চিম কাটাসুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	৫৫, বসিলা, পশ্চিম কাটাসুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
২৩৮	১৯৮৯৩	রিয়াজ হোসাইন	মোঃ আসহাব উদ্দিন	গ্রাম: ছোট ভাওয়াল, তারানগর ইউনিয়ন, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা	গ্রাম: ছোট ভাওয়াল, তারানগর ইউনিয়ন, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
২৪২	২০২৮৮	ইয়াসিন আহামেদ রাজ	ফারুক আহামেদ	৮ নং, কে.পি ঘোষ ষ্ট্রীট, কে.পি ঘোষ, ওয়ার্ড নং-৩২(পার্ট), বংশাল, ঢাকা	৮ নং, কে.পি ঘোষ ষ্ট্রীট, কে.পি ঘোষ, ওয়ার্ড নং-৩২(পার্ট), বংশাল, ঢাকা
২৪৩	২০৩১০	মোঃ ইয়াকুব	ইউসুফ মিয়া	৫৮, নাজিমউদ্দিন রোড কোতয়ালী অংশ, ওয়ার্ড নং-২৭(পার্ট), বংশাল, ঢাকা	৫৮, নাজিমউদ্দিন রোড কোতয়ালী অংশ, ওয়ার্ড নং-২৭(পার্ট), বংশাল, ঢাকা
২৫১	২০৬৮৯	মোঃ জোবায়ের বেপারী	আঃ ছুবুর বেপারী	৬৬/২, দোবাদিয়া, বেপারী বাড়ী, ওয়ার্ড নং-৪৪, উত্তর খান, ঢাকা	৬৬/২, দোবাদিয়া, বেপারী বাড়ী, ওয়ার্ড নং-৪৪, উত্তর খান, ঢাকা
২৫২	২০৭৬৮	ইসমাইল হোসেন রাব্বি	মোঃ মিরাজ তালুকদার	পাঁচখোলা, ২ নং ওয়ার্ড, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর	পাঁচখোলা, ২ নং ওয়ার্ড, মাদারীপুর সদর, মাদারীপুর
২৫৬	২০৮১৮	মোঃ ইয়াসির সরকার	মোঃ ইউসুফ সরকার	গ্যাস রোড, সনির আখরা, ঢাকা	৪৯/৭ যাত্রাবাড়ি, দনিয়া, ঢাকা
২৫৯	২০৮৯৪	মোঃ মনোয়ার হোসেন	আশু চকিদার	৬২, বাড্ডা নগর লেন, ওয়ার্ড নং-২২, হাজারীবাগ, ঢাকা	শিরজ্ঞান, ভোজেশ্বর, নড়িয়া, শরিয়তপুর
২৬৩	২১১৬৯	মোশারফ	আঃ রাজ্জাক হাওলাদার	মৃধাকান্দি, শিকারমঙ্গল, কালকিনী, মাদারীপুর	মৃধাকান্দি, শিকারমঙ্গল, কালকিনী, মাদারীপুর
২৬৫	২১১৮৪	মোঃ আকাশ	মোঃ আজিজ বেপারী	বাউনিয়া, বটতলা, বাদালদী, তুরাগ, ঢাকা	উত্তর দুধখালী, হাবিঙ্গা, মাদারীপুর
২৬৯	২১২৭০	মানিক মিয়া শারিক চৌধুরী	মোঃ আনস চৌধুরী	গ্রাম: রাম গোপালপুর, মিরকাদিম পৌরসভা, উপজেলা: মুন্সীগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সীগঞ্জ	গ্রাম: রাম গোপালপুর, মিরকাদিম পৌরসভা, উপজেলা: মুন্সীগঞ্জ সদর, জেলা: মুন্সীগঞ্জ
২৭১	২১২৭৫	আবু ইসহাক	আরশাদ চৌধুরী	৮২৮, মসজিদ রোড, নুরপুর, ওয়ার্ড নং-৬০, কদমতলী, ঢাকা	৮২৮, মসজিদ রোড, নুরপুর, ওয়ার্ড নং-৬০, কদমতলী, ঢাকা

ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রাফিতি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেন থামিয়ে কোটাবিরোধীদের বিক্ষোভ

কোটা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ট্রেন থামিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন শিক্ষার্থীরা। ৩রা জুলাই বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল জব্বার মোড়ে রেললাইনে ট্রেন থামিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। দুপুর ১টা ২০ মিনিট থেকে ২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত এক ঘণ্টা রেললাইন অবরোধ করে রাখেন। পরে আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

এর আগে কোটাবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চের সামনে সমবেত হন শিক্ষার্থীরা। পরে সেখান থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে মুক্তমঞ্চে এসে শেষ হয়। সেখানে একটি প্রতিবাদ সভা করেন তারা। এরপর সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবদুল জব্বার মোড় পর্যন্ত দ্বিতীয় দফায় বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি আবদুল জব্বার মোড়ে পৌঁছালে ওই সময় ঢাকা থেকে মোহনগঞ্জগামী মহুয়া কমিউটার ট্রেন আটকে রাখেন এবং বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা।

আন্দোলন চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী মাশশারাত মালিহা বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধা কোটা যদি থাকবেই, তাহলে একাত্তরে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রাণত্যাগ অর্থহীন হয়ে যায়। আমরা দেশের বীরদের অবশ্যই সম্মান করি। তবে কোনো ধরনের কোটা বৈষম্য আমরা মেনে নেব না।' বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ, চাকরিতে নিয়োগ ও অন্য সব প্রতিযোগিতার জায়গায় মেধার শতভাগ মূল্যায়নের দাবি জানান এই শিক্ষার্থী। উল্লেখ্য, গত ৫ই জুন সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল সংক্রান্ত পরিপত্র অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। পরদিন থেকেই ওই রায়ের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছেন।

[সূত্র: দৈনিক মানবজমিন, ৩রা জুলাই ২০২৪]

কোটাবিরোধী আন্দোলনে ময়মনসিংহে ট্রেন অবরোধ

সরকারি চাকরির ৯ম থেকে ১৩তম গ্রেডে (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিল ও ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের পরিপত্র পুনর্বহালের দাবিতে ময়মনসিংহে ট্রেন অবরোধ করেছেন কোটাবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র

আন্দোলনের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা ৭ই জুলাই রোববার ময়মনসিংহ নগরীর সানকিপাড়া লেভেল ক্রসিং এলাকায় জামালপুরগামী অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেনটি অবরোধ করেন। এতে দুর্ভোগে পড়েন ট্রেনযাত্রীরা। বিকেল তিনটা ৪০মিনিট থেকে চারটা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ট্রেনটি অবরুদ্ধ করে রাখে আন্দোলনকারীরা। নগরীর আনন্দ মোহন কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ট্রেনটি অবরোধে অংশ নেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী কর্মসূচির আওতায় এ ট্রেন অবরোধ করা হয়েছে। অবিলম্বে কোটা প্রথা বাতিল করা না হলে যে-কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজপথে আরও কঠোর হতে বাধ্য হবে ছাত্রসমাজ।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে স্টেশন সুপারিন্টেন্ডেন্ট মো. নাজমুল হক জানান, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে জামালপুরগামী অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস ট্রেনটি কিছুক্ষণ আটকা পড়েছিল। তবে এখন ময়মনসিংহ-জামালপুর রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

[সূত্র:দৈনিক শিক্ষাডটকম, ৭ই জুলাই ২০২৪]

বাংলা ব্লকেড: ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করলেন বাকৃবি শিক্ষার্থীরা

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত দেশব্যাপী 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনের অংশ হিসেবে তৃতীয় দিনের মতো ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করেছের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা।

৮ই জুলাই সোমবার দুপুর দেড়টায় বাকৃবির জব্বারের মোড় এলাকায় ঢাকা থেকে জামালপুরগামী জামালপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি অবরোধ করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এ সময় কোটাবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিলেন তারা। এর আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় শিক্ষার্থীরা একটি বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন। মিছিলটি বাকৃবির কে. আর মার্কেটসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও ভবন ঘুরে জব্বারের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এরপর রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা এক দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, আজ থেকে আমরা এক দফা কর্মসূচি পালন করব। সরকারি চাকরির সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে সংবিধানে উল্লিখিত অনগ্রসর গোষ্ঠী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য কোটাকে ন্যায্যতার ভিত্তিতে নূন্যতম পর্যায়ে এনে সংসদে আইন পাস করে কোটা পদ্ধতিকে সংস্কার

করতে হবে। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ দেশের ছাত্রসমাজ দেশব্যাপী বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

[সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ৮ই জুলাই ২০২৪]

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আন্দোলন

১০ই জুলাই বুধবার দুপুর আড়াইটায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

সরকারি চাকরির সকল গ্রেডে (৯ম-২০তম) বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধুমাত্র অনগ্রসর গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধা কোটা সর্বোচ্চ ৫% রাখার দাবিতে জাতীয় কর্মসূচির সাথে মিল রেখে কর্মসূচি পালন করে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

দুপুর আড়াইটার আগেই ক্যাম্পাস থেকে বিভিন্ন ব্যানার, পোস্টারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জিরো পয়েন্টে এসে জড়ো হন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। ফলে অচল হয়ে পড়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক। এসময় বৃষ্টি শুরু হলেও আন্দোলন চালিয়ে যান শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনে উপস্থিত নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে', 'কোটা না মেধা? মেধা, মেধা', 'কোটা না যোগ্যতা? যোগ্যতা, যোগ্যতা', 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই' ইত্যাদিসহ কোটাবিরোধী নানা স্লোগান দিতে থাকেন।

এ সময় শিক্ষার্থীরা জানান, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ছাড়া আর কোনো কোটা রাখার প্রয়োজনীয়তা নেই। সকল সরকারি চাকরিতে মেধাবীদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা। কোটা বাতিলের দাবিতে এই কর্মসূচি ঘিরে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে যানজট তীব্র হতে থাকে।

[সূত্র: দৈনিক সকালের সময়, ১০ই জুলাই ২০২৪]

বৃষ্টিতে ভিজে বাকৃবিতে কোটা বাতিলের আন্দোলন

বৃষ্টিতে ভিজে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার এবং দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ১২ই জুলাই শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কে. আর মার্কেট এবং পরে সেখানে থেকে মুক্তমঞ্চ হয়ে আব্দুল জব্বার মোড়ে যায়। এরপর সেখানে শিক্ষার্থীরা বৃষ্টিতে ভিজে কোটা প্রথার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিতে থাকে।

এ সময় 'আমার ভাইয়ের উপর হামলা কেন, বিচার চাই', 'মুক্তিযুদ্ধের বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই', 'সারা বাংলায় খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে', 'কোটা পদ্ধতি নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক', 'জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্রসমাজ জেগেছে', 'আপোশ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম'-সহ নানা স্লোগান দেন বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'কোটা প্রথা শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করছে। আমরা মেধার মূল্যায়ন চাই।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের বাধায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা আহত হয়েছে। আমরা এ ধরনের আচরণের তীব্র নিন্দা জানাই। শিক্ষার্থীদের কণ্ঠরোধ করা যাবে না। আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং কোটা প্রথার অবসান না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।

[সূত্র: বাকৃবি প্রতিনিধি, ময়মনসিংহ লাইভ, ১২ই জুলাই ২০২৪]

কোটা আন্দোলন: ময়মনসিংহে পদযাত্রা, স্মারকলিপি

কোটা সংস্কারের দাবিতে ময়মনসিংহ নগরে পদযাত্রা করেছেন আন্দোলনকারীরা। এ সময় তারা জেলা প্রশাসক (ডিসি) দিদারে আলম মোহাম্মদ মাকসুদ চৌধুরীর কাছে নিজেদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দিয়েছেন। ১৪ই জুলাই রোববার দুপুর ১২টায় নগরের টাউন হল মোড় থেকে এ পদযাত্রা শুরু হয়, শেষ হয় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে। এসময় আন্দোলনকারীরা সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে ডিসির কাছে স্মারকলিপি দেন।

আন্দোলনকারীদের পক্ষে এসময় উপস্থিত ছিলেন আরিফুল হাসান, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, গুকুল সূত্রধর মানিক, আলী হোসেন, আশিকুর রহমান,

তাহমিদ রেদোয়ান, জেনাস ভৌমিকসহ অনেকে। শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা পড়ার টেবিলে ফিরতে চাই। এ অবস্থায় আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় সংসদে জরুরি অধিবেশন ডেকে সব গ্রেডের কোটার যৌক্তিক সংস্কার করতে উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় ছাত্রসমাজ নিজেদের অধিকার রক্ষায় বৈষম্যমূলক ও মেধাভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পরতে বাধ্য হবে।

[সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১৪ই জুলাই ২০২৪]

বন্যাদুর্গত এলাকায় ৩৬ লাখ পানিশোধন ট্যাবলেট বিতরণ

বন্যাদুর্গত এলাকায় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ সকল দপ্তর, সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান। আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা, সারাদেশের সড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ত্বরিৎ মেরামতের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। বন্যা উপদ্রুত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। ২৭শে আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া তথ্যমতে বন্যাদুর্গত ১১টি জেলায় স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বিতরণ করা হয়েছে ৩৬ লাখ ৪৬ হাজার ওয়াটার পিউরিফিকেশন ট্যাবলেট। জেরিকেন বিতরণ করা হয়েছে ২২ হাজার ৫৪৫টি এবং ইউনিসেফের সহায়তায় বিতরণ করা হয়েছে ৩ হাজার ৭৬৬টি কিট।

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্যা উপদ্রুত এলাকায় ৭৬ হাজার ৫৭৫ জনকে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে ১ লাখ ৭৬ হাজার ৫৩৮ জন মানুষ এবং ১ লাখ ৩২ হাজার ৮৭৫ জনকে আশ্রয়কেন্দ্রে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও সারাদেশে ৮টি (ফেনী ৫টি, মৌলভীবাজার ১টি, নোয়াখালী ১টি, ও কুমিল্লা ১টি) মোবাইল ওয়াটার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত ১ লাখ ১৮ হাজার ৭৫৩ লিটার নিরাপদ খাবার পানি বিতরণ করেছে।

প্রতিবেদন: জামাল উদ্দিন

ময়মনসিংহে কফিন নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-সমাবেশ

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হত্যার প্রতিবাদে ময়মনসিংহে কফিন নিয়ে বিক্ষোভ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। ১৭ই জুলাই ২০২৪ বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ময়মনসিংহ নগরীর রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় প্রতিবাদ সমাবেশ করে

তারা। এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেয়। এদিন সকালে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় জড়ো হন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এ সময় 'কোটা না মেধা, মেধা, মেধা', 'আমার ভাই মরল কেন, জবাব চাই, জবাব চাই', 'আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দিব না' 'প্রশাসন চুপ কেন, জবাব চাই', 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, 'এ লড়াই জিততে হবে', 'আমার বোন রক্তাক্ত কেন, জবাব চাই, জবাব চাই', ইত্যাদি স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে সমাবেশস্থল।

সমাবেশের শুরুতে প্রতিবাদী গান ও কবিতা পরিবেশন করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের মশাল মিছিল নগরীর বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে টাউন হলে শেষ হয়। এরপর শিক্ষার্থীরা নিহতদের স্মরণে গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন।

এদিকে কোটা সংস্কারের দাবিতে সরকারি আনন্দমোহন কলেজ, নাসিরাবাদ কলেজ, মুমিনুন্নিসা সরকারি মহিলা কলেজ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও কমিউনিটি বেস্‌ড মেডিকেল কলেজসহ শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও এতে অংশ নেয়। এ সময় নগরীর বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

[সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই জুলাই ২০২৪]

ময়মনসিংহে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষার্থীদের

কোটা সংস্কার আন্দোলনে হতাহতের প্রতিবাদে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে ডাকা বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই ময়মনসিংহ নগরীতে কঠোর অবস্থানে ছিল র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যরা। এ কারণে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল করতে না পারলেও পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যেই সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে কর্মসূচি পালন করেন তারা। ২৯শে জুলাই সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে নগরীর গাঙ্গিনার পাড় ট্রাফিক মোড়ে এই সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাদের ঘিরে থাকতে দেখা গেছে উপস্থিত পুলিশ সদস্যদের।

সমাবেশে আন্দোলনের সমন্বয়করা বলেন, ৯ দফা দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে। ঢাকা থেকে যে কর্মসূচি দেওয়া হবে আমরা তা যথাযথভাবে পালন করব। এতে যত বাধাই আসুক, শত বাধা উপেক্ষা করেই শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণভাবে মাঠে থাকবে। আমাদের ৯ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। সেই সঙ্গে ময়মনসিংহ নগরীর মিন্টু কলেজ সংলগ্ন যে স্থানটিতে আমাদের ভাই রেদোয়ান হোসেন সাগর নিহত হয়েছেন, আমরা ওই স্থানটিকে 'শহিদ সাগর চত্বর' ঘোষণার দাবি করছি।

সমাবেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক আশিকুর রহমান, আরিফুল ইসলাম, রাকিবসহ আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এ সময় উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা আন্দোলনকারীদের দ্রুত সরে যেতে বললে শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে চলে যান। এর আগে নগরীর শহীদ ফিরোজ-জাহাঙ্গীর চত্বর এলাকায় পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতি এবং এক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সমাবেশের খবরে আশপাশের এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তবে শেষ পর্যন্ত পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যেই শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচির সমাপ্তি করে শিক্ষার্থীরা।

এই বিষয়ে ময়মনসিংহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাহিনুল ইসলাম ফকির সাংবাদিকদের বলেন, বিগত কয়েকদিন ধরে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে একটি চক্র নাশকতা করার চেষ্টা করছে। আমরা শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সমর্থন জানাই। তবে কেউ যেন তাদের আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে নাশকতা করতে না পারে, সে জন্য নগরীতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

[সূত্র: আজকের পত্রিকা, ২৯শে জুলাই ২০২৪]

ময়মনসিংহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিক্ষোভ

ময়মনসিংহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ৩১শে জুলাই বুধবার নগরীর জিরো পয়েন্ট এলাকায় চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিপরীতে এই কর্মসূচি ডাকা হয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সংগঠিত গণহত্যার বিচার, মামলা ও হয়রানি বন্ধ এবং ছাত্রসমাজের উত্থাপিত ৯ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে কর্মসূচি ডাকা হয়।

সকাল ১১টায় সমাবেশ শুরুর কথা থাকলেও জিরো পয়েন্ট এলাকায় আগে থেকে বিপুল পরিমাণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অবস্থান নেয়। এলাকাটির দুদিকে অবস্থান নেয় ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মীও। ফলে থমথমে পরিস্থিতিতে পুলিশ বেষ্টনীর ভেতর শিক্ষার্থীরা তাদের কর্মসূচি শেষ করে। পরে শিক্ষার্থীরা নগরীর জিরো পয়েন্ট থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে টাউন হল মোড়ে অবস্থান নেয়। পরে সেখানে ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ চলাকালে তাদের দাবি আদায়ে আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকে। পরে পুলিশ আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনা করে তাদের সরিয়ে দেয়। এ সময়, পুলিশ, বিজিবি সদস্যরা টহলে ছিল। এ সময় বক্তব্য রাখেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক আশিকুর রহমান ও সহ সমন্বয়ক আরিফুল ইসলাম।

[সূত্র: দৈনিক সবুজ, ৩১শে জুলাই ২০২৪]

ছাত্র-জনতার মিছিলে উত্তাল ময়মনসিংহ

বৃষ্টি উপেক্ষা করে কোটাবিরোধী আন্দোলনে ময়মনসিংহে ছাত্র-জনতার গণমিছিলে শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের ঢল নেমেছে। এতে নগর জুড়ে উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ২রা আগস্ট শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে নগরীর টাউন হল মোড়ে গিয়ে সরেজমিন এই গণজমায়েত দেখা গেছে। এর আগে জুমার নামাজের পরপর নগরীর বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ ছাত্র-জনতার গণমিছিলে জড়ো হতে দেখা যায়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন ময়মনসিংহের সমন্বয়ক আশিকুর রহমান, আরিফুল হক, আব্দুল্লাহ আল নাকিব প্রমুখ। পরে বিকাল ৪টার দিকে

ময়মনসিংহের স্মরণকালের সবচেয়ে বড়ো গণমিছিলটি টাউন হল মোড় থেকে বের হয়ে নতুন বাজার ও গাঙ্গিনার পাড় সড়ক হয়ে স্টেশন এলাকার কৃষ্ণচূড়া চত্বরে গিয়ে সমাবেশ করে শিক্ষার্থীরা।

সমাবেশে এই আন্দোলনের সমন্বয়করা বলেন, শহিদ হওয়া ছাত্র ভাইদের খুনিদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা ঘরে ফিরে যাবে না। নয় দফা দাবি আদায়ে আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছে এবং চলবে। এ সময় সমন্বয়করা আন্দোলনকারীদের কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলায় না জড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, সারাদেশে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও ছাত্রলীগের হামলায় আহত ও হত্যাকাণ্ডের শিকার শহিদদের বিচার না করা হলে এই সরকারকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। এ সময় গণমিছিলের সড়কের দুই পাশে উপস্থিত জনতা ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানিয়ে হাত নাড়িয়ে স্বাগত জানায়।

এদিকে পূর্বঘোষিত ছাত্র-জনতার গণমিছিল শুরু হওয়ার আগে টাউন হল ও জিলা স্কুল মোড় এলাকায় পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা গেলেও শিক্ষার্থীদের জমায়েত শুরু হওয়ার পর তাদের সরে যেতে দেখা যায়। এ সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোথাও কোনো বাধা দেওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

অপরদিকে গণমিছিলকে কেন্দ্র করে নগরীর টাউন হল, কাচারি সড়ক, জিলা স্কুল মোড় ও নতুন বাজারসহ পুরো নগরীর যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় বন্ধ ছিল নগরীর সব ধরনের দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

[সূত্র: দৈনিক মানবজমিন, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে গৌরীপুরে ‘তিন শহীদের মোড়’

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সহিংসতায় বিপ্লব হাসান, নূরে আলম সিদ্দিকী রাকিব ও জুবায়ের আহমেদ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তাদের স্মরণীয় করে রাখতে কলতাপাড়া বাজারের মোড় ‘তিন শহীদের মোড়’ নামে নামকরণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

৯ই আগস্ট দুপুরে ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপির সদস্য হাফেজ মো. আজিজুল হক দলীয় নেতা-কর্মী ও এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে কলতাপাড়া বাজারের মোড় পরিদর্শন করে এই ঘোষণা দেন। এর আগে বিপ্লবের কবর জিয়ারত করে তার পরিবারের সার্বিক খোঁজখবর নেন বিএনপি নেতা হাফেজ মো. আজিজুল হক।

এর আগে গত ৭ই আগস্ট বুধবার কলতাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন মার্কেটটি কোটা আন্দোলনে নিহত শহিদ বিপ্লব হাসানের স্মরণে ‘বিপ্লব মার্কেট’ নামে নামকরণ করা হয়।

হাফেজ মো. আজিজুল হক বলেন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-জনতার বিপ্লব হয়েছে। কোটা আন্দোলনে গৌরীপুরে তিন জন শহিদ হয়েছেন। আমরা তাদের স্মরণীয় করে রাখতে কলতাপাড়া মোড় ‘তিন শহীদের মোড়’ নামকরণের ঘোষণা দিয়েছি। এছাড়াও কলতাপাড়া বাজারের একটি মার্কেট ‘শহীদ বিপ্লব মার্কেট’ নামে নামকরণ হয়েছে। এ সময় তিনি কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবিও জানান তিনি।

গত ২০শে জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে উপজেলার কলতাপাড়া বাজারে পুলিশের সাথে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে তিন জন নিহত হন। নিহতরা হলেন উপজেলার ডৌহাখলা ইউনিয়নের চূড়ালী গ্রামের বাবুল মিয়ার ছেলে বিপ্লব হাসান, রামগোপালপুর ইউনিয়নের দামগাও গ্রামের আব্দুল হালিম শেখের ছেলে নূরে আলম সিদ্দিকী রাকিব ও মইলাকান্দা ইউনিয়নের কাউরাট গ্রামের আনোয়ার উদ্দিনের ছেলে জুবায়ের আহমেদ।

[সূত্র: বার্তা২৪.কম, ৯ই আগস্ট ২০২৪]

সৌদি আরবে বাংলাদেশিদের জন্য চালু হলো ই-পাসপোর্ট

সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ১৩ই সেপ্টেম্বর সৌদি প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ‘ই-পাসপোর্ট’ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স এস এম রাকিবুল্লাহ । বাংলাদেশ এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে ই-পাসপোর্ট আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ঢাকা থেকে আগত সহকারী প্রকল্প পরিচালক মেজর সুমিরিয়ার সাদেকিন উপস্থিত বাংলাদেশিদের সম্যক ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আবেদনকারীরা ৫ বছর বা ১০ বছর মেয়াদের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদন প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে ই-পাসপোর্ট সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

সভাপতির বক্তব্যে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স বলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশের ৪৬তম মিশন হিসেবে ‘ই-পাসপোর্ট’ সেবাটি চালু করা হলো। ই-পাসপোর্ট সেবা দানের জন্য ইতোমধ্যে দূতাবাসে ২০টি বুথ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও দূতাবাস বিভিন্ন শহরে কন্সুলার পরিষেবা প্রদানের সময় ই-পাসপোর্টের আবেদন গ্রহণ করা হবে। তিনি আরও জানান, ই-পাসপোর্টের পাশাপাশি, ইলেক্ট্রনিক ট্রাভেল পারমিট সেবাও দূতাবাসে শুরু করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: উষা রানি

ময়মনসিংহে নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালন

ময়মনসিংহে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্বালন করেছেন শিক্ষার্থীরা। গত ৯ই আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা ১০ মিনিটে সার্কিট হাউস মাঠে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে অংশ নেন শত শত শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ।

এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বাংলাদেশ ও নিহতদের নিয়ে সংগীত পরিবেশিত হয়। উপস্থিত সবাই সমস্বরে গানে কণ্ঠ মেলান। মোমবাতি প্রজ্বালনে নেতৃত্ব দেন আশিকুর রহমান, গকুল সূত্রধর মানিক, আশিকুজ্জামান আশিক, ওমর ফারুক, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, তাহমিদ রেদোয়ান, আব্দুল্লাহ আল নাকিব, সাহিল হাসান, মশিউর রহমান সাদিক প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, এ আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছেন, তাদের জন্য প্রাণভরে দোয়া করতে হবে। যারা আহত হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এবং যারা অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেন না, তাদের জন্য কিছু করতে হবে। এজন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজ সাধ্যমতো অর্থ দিলে একটি তহবিল গঠন করা যাবে।

[সূত্র: সমকাল, ১০ই আগস্ট ২০২৪]

ময়মনসিংহে শহিদি মার্চ পালন করল শিক্ষার্থীর

ছাত্র-জনতার জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের এক মাস উপলক্ষে ময়মনসিংহে 'শহিদি মার্চ' কর্মসূচি পালন করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা। ৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বিকেল পৌনে ৪টার দিকে নগরীর টাউন হল মোড় থেকে এই মার্চ শুরু হয়। এতে অংশ নেন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। এর আগে, বেলা ৩টা থেকে ময়মনসিংহের আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল টাউন হল মোড়ে জড়ো হতে থাকে শিক্ষার্থীরা। এ সময় চলে নানা স্লোগান। পরে শহিদি মার্চটি সেখান থেকে শুরু হয়ে নগরীর জিলা স্কুল মোড়, নতুন বাজার, গাঙ্গিনার পাড় মোড় হয়ে সিকে ঘোষ রোডের শহিদ সাগর চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমন্বয়করা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে চালানো হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তি নিশ্চিত করা ও শহিদদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা দ্রুত প্রকাশের দাবি জানান তারা। শিক্ষার্থীরা বলেন, 'যে বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে আমাদের ভাই-বোনেরা রক্ত দিয়েছে। সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতেই আমরা কাজ করে যাব।'

[সূত্র: সময়নিউজ.টিভি, ৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৪]

শহিদ ও আহতদের পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনারের

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে ময়মনসিংহের প্রথম শহিদ কলেজছাত্র রেদোয়ান হাসান সাগরের কবর জিয়ারত করেছেন নতুন বিভাগীয় কমিশনার মো. মোকতার আহমেদ। এ সময় তিনি শহিদ পরিবারসহ আহতদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৩ই নভেম্বর বুধবার দুপুর ২টায় নগরীর আকুয়া কবরস্থান জিয়ারত শেষে নতুন বিভাগীয় কমিশনার এ প্রতিশ্রুতি দেন। এ সময় তিনি শহিদ সাগরের বাবা আসাদুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ময়মনসিংহের প্রথম শহিদ কলেজছাত্র রেদোয়ান হাসান সাগরের কবর জিয়ারত করেন নতুন বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদ

বিভাগীয় কমিশনার মো. মোকতার আহমেদ বলেন, 'এ ঘটনায় সমবেদনা প্রকাশ করার ভাষা আমার জানা নেই। আমরা আজকে যে এই পজিশনে এসেছি, ওদের জন্যই এসেছি। তাদের সহযোগিতার জন্য সরকারিভাবে যা দরকার আমারা তাই করব। আমি ময়মনসিংহ মেডিকেলে আহতের চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছি। তাদের অনেকের চিকিৎসা এখানে সম্ভব না। তাদের ঢাকায় পাঠানোর জন্যে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব।' এ সময় শহিদ সাগর হত্যা মামলা প্রসঙ্গে বিভাগীয় কমিশনার বলেন, 'আমি সদ্য যোগদান করেছি। মামলার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এর আগে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের দেখতে যান বিভাগীয় কমিশনার। এ সময় তিনি আহতদের সঙ্গে কথা বলে তাদের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন নবাগত অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মো. ইউছুফ আলী ও ময়মনসিংহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আরিফুল ইসলাম প্রিন্সসহ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

শহিদ রেদোয়ান হাসান সাগর ময়মনসিংহ ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের ৩য় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। গত ১৯শে জুলাই ময়মনসিংহ মহিলা কলেজের সামনে আন্দোলনরত অবস্থায় গুলিতে শাহাদতবরণ করেন।

[সূত্র: দৈনিক আমাদের সময়, ১৩ই নভেম্বর ২০২৪]

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও প্রতিনিধিগণের সাথে মতবিনিময়

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক/প্রতিনিধিগণের সাথে ময়মনসিংহ বিভাগের নবাগত বিভাগীয় কমিশনার মো. মোখতার আহমেদ তাহমিনা আক্তার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ইউসুফ আলী, জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন।

সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ই নভেম্বর বিকেলে জেলা পরিষদের ভাষা শহিদ আব্দুল জব্বার মিলনায়তনে মতবিনিময় করেছেন। অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মতবিনিময় সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক/প্রতিনিধিগণ তাদের মতামত ও পরামর্শ বিভাগীয় কমিশনার সামনে তুলে ধরেন।

[সূত্র: দৈনিক সতর্ক বার্তা, ১৯শে নভেম্বর ২০২৪]

ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রাফিতি

ময়মনসিংহে ৫৫ শহিদ পরিবারকে অনুদানের চেক বিতরণ

জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ময়মনসিংহ বিভাগে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহিদ ৫৫ পরিবারকে পাঁচ লাখ টাকা করে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

৩০শে নভেম্বর শনিবার সকালে ময়মনসিংহ নগরীর তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে এই অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়। এ সময় অনুদানের চেক পেয়ে আপ্লুত হয়ে পড়েন শহিদ পরিবারের সদস্যরা।

আয়োজন সূত্র জানায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গত ৫ই আগস্ট দেশত্যাগে বাধ্য হয় ফ্যাসিস্ট সরকার। এতে জীবন দিতে হয় বহু ছাত্র-জনতাকে। এখনো হাসপাতালে আহত অবস্থায় কাতরাচ্ছেন অনেকে। ময়মনসিংহ বিভাগে শহিদ হন ৯৩ জন। এর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৫৫ জন শহিদ পরিবারের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। পর্যায়ক্রমে বাকিগুলো বিতরণ করা হবে। এছাড়া আহত হন আরও অনেকে, তাদের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক সারজিস আলম, জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী মীর স্নিগ্ধ, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মো. ইউসুফ আলী, জেলা প্রশাসক মো. মুফিদুল আলম প্রমুখ।

[সূত্র: আরটিভি, ৩০শে নভেম্বর ২০২৪]

রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচানো উমর ফারুক রক্তেই ভাসলেন

মানুষের উপকারে সবসময় এগিয়ে যেতেন উমর ফারুক। মুমূর্ষু রোগীদের রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচাতে বন্ধুদের নিয়ে গঠন করেছিলেন ব্লাড ডোনার সোসাইটি নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ওই সংগঠনের প্রধান হিসেবে তিনি শত শত সংকটাপন্ন মানুষকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকায় চলে গেলেও সংগঠনের কাজ রেখেছিলেন চলমান। রক্ত দিয়ে মানুষের প্রাণ বাঁচানো রাজধানীর কবি নজরুল সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী উমর ফারুকের প্রাণ গেছে গুলিতে । গত ১৯শে জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর লক্ষ্মীবাজার এলাকায় গুলিতে তিনি শহিদ হন।

শহিদ উমর ফারুক

অনার্স তৃতীয় বর্ষের ইসলাম শিক্ষা বিভাগের ফারুকের পরিবার কোনোভাবে এ মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না। নিহত হওয়ার দুদিন পর গত ২১শে জুলাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তার মরদেহ নেওয়া হয় নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বাকলজোড়া ইউনিয়নের সিংহা গ্রামে। সেখানে ওইদিন রাত সাড়ে ১০টায় জানাজা শেষে লাশ দাফন করা হয় গ্রামের কবরস্থানে। ছেলেকে কবরে চিরনিদ্রায় রেখে কান্না থামছে না মা-বাবার। বড়ো ভাইকে হারিয়ে শোকে পাথর ছোটো ভাইও। উমরের এমন মৃত্যুতে হতবাক আত্মীয়স্বজনসহ পুরো এলাকার মানুষ।

মৃত্যুর খবর পেয়ে বিদেশ থেকে চলে আসেন ফারুকের বাবা আবদুল খালেক। তিনি বলেন, আমার আদরের ধন রক্ত দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচাতো। এখন সে নিজেই বুকের রক্ত দিয়ে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলো। পরোপকারী ছেলেটার জীবন এভাবে নিভে যাবে বুঝিনি। আমার ছেলের জন্য সবার কাছে দোয়া চাই।

উমর ফারুকের ছোটো ভাই আবদুল্লাহ অনিক জানান, তাদের বাবার সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে গত ২৪শে জুলাই দেশে ফেরার কথা ছিল। বাবাকে নিয়ে ভাই বাড়িতে আসবে বলেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে গত ১৯শে জুলাই বিকেলে কোটা সংস্কার আন্দোলনে গিয়ে পুলিশে গুলিতে মৃত্যু হয় তার। ফারুকের বন্ধুদের মাধ্যমে তারা মৃত্যুর খবর পান। তখন লাশ আনতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান স্বজনরা।

উমর ফারুককে স্মৃতিতে ধরে রাখতে তার পরিশ্রমে গড়া স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'ব্লাড ডোনার সোসাইটি'র কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সক্রিয় সহপাঠী ও সংগঠনের সদস্যরা। ইতোমধ্যে নাম পরিবর্তন করে 'শহিদ উমর ফারুক ব্লাড ডোনার সোসাইটি' নামকরণ করা হয়েছে। তারা বলেছেন, রক্তদান কর্মসূচির মাধ্যমেই বেঁচে থাকবেন সবার প্রিয় উমর ফারুক।

[সূত্র: খলিলুর রহমান শেখ, নেত্রকোনা, সমকাল, ৩রা আগস্ট ২০২৪]

মায়ের সঙ্গে শেষ কথা তোফাজ্জলের
‘আম্মা আমরা জিতছি মিছিল কইরা বাড়ি আমু’

‘আম্মা আমরা জিতছি। আজকে মিছিল কইরা কাইল বাড়ি আমু।’ মা মমতাজ বেগমের সঙ্গে এই ছিল নির্মাণ শ্রমিক তোফাজ্জল হোসেন খানের শেষ কথা। আর বাড়ি ফেরা হয়নি তোফাজ্জলের। ৫ই আগস্ট রাজধানীর মিরপুর ২ নম্বরে বিজয় মিছিল করতে গিয়ে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান তিনি।

শহিদ তোফাজ্জল হোসেন খান

তোফাজ্জলের বাড়ি ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া পৌর সদরের ভালুকজান গ্রামে। সংসারের কষ্ট দূর করতে দুই বছর আগে স্ত্রী ও ১০ মাসের সন্তানকে বাড়িতে রেখে তোফাজ্জল (২৭) তার ভাই মোফাজ্জল হোসেন খানসহ পাড়ি জমান রাজধানী ঢাকায়। ভবন নির্মাণশ্রমিক হিসেবে দুই ভাই কাজ শুরু করেন। ভালোই চলছিল সংসার। এক বোনকে বিয়ে দিলেও আরেক বোনের বিয়ে দেওয়া বাকি। এরইমাঝে এক বছর আগে মারা যান বাবা নেকবর আলী।

গত রোববার তোফাজ্জলের বাড়িতে গিয়ে কথা হয় তার মা মমতাজ বেগমের সঙ্গে। চোখের পানি মুছতে মুছতে তিনি বলেন, ‘আপনারা আমার ছেলেরে আইন্না দেন ও আমারে ফোনে কইছে আম্মা আমরা জিতছি, আজকে মিছিল কইরা কালকে আমু। তুমি চিন্তা কইরো না, দোয়া কইরো।’

তোফাজ্জলের বড়ো ভাই মোফাজ্জল হোসেন বলেন, তারা চার ভাই ও দুই বোনের মধ্যে এক ভাই শারীরিক প্রতিবন্ধী। কোনো জায়গাজমি নেই তাদের। ভিটেমাটি বলতে একটি থাকার ঘর করার জায়গা রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, লেখাপড়ার প্রতি বেশ দুর্বলতা ছিল তোফাজ্জলের। অভাবের সংসারে লেখাপড়া করতে পারেননি। গরিব ঘরের ছেলে, মা, ভাইবোনদের তো খাওয়াতে হবে। দুই ভাই কাজের সন্ধানে চলে যান ঢাকায়। দুবেলা খেয়ে কোনোরকমে সংসার চলছিল তাদের।

নিহত তোফাজ্জলের সহকর্মী আশিক বলেন, কারও কথা না শুনে ভবনের কাজ ফেলে ছাত্র আন্দোলনে চলে যেতেন তোফাজ্জল। মৃত্যুর আগের দিন আন্দোলনে গিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রাবার বুলেটবিদ্ধ হয়েও চিকিৎসকের কাছে না গিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে আন্দোলন করেছেন। রাবার বুলেটবিদ্ধ হওয়ায় আন্দোলনে না যেতে অনেক বুঝিয়েছেন তিনি। কিন্তু কোনো কথাই তাকে দমাতে পারেনি। ৫ই আগস্ট সরকার পতনের দিন তাকে আর থামানো যায়নি। বিজয়ের দিন মিছিলে পুলিশের গুলি লাগে তোফাজ্জলের মাথায়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মিরপুর আজমল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করলেন।

নিহত তোফাজ্জলের স্ত্রী হামিদা স্বামীর মৃত্যুর খবরে পাগলপ্রায়। বার বার শুধু বিলাপ করে বলছেন, ‘তাসফিয়ার আব্বা কখন আসবে?’ আর অবুঝ শিশু তাসফিয়া তাকিয়ে থাকছে কান্নারত মায়ের মুখের দিকে।

[সূত্র: কবীর উদ্দিন সরকার হারুন, ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ), সমকাল, ১৩ই আগস্ট ২০২৪]

জুলাই ২৪

আতিক রহমান

আমার হয়নি বায়ান্ন দেখা, দেখিনি একাত্তর
শুনেছি-জেনেছি– বীর বাঙালির বিজয় রাঙা ভোর
বুনেছি এমনে শক্তি-সাহস বীর-ইতিহাস পড়ে
চেতনার বীজ রোপণ করেছি আমাদের অন্তরে!

ভাষাযোদ্ধার চেতনার রঙে স্লোগানে-স্লোগানে মাতি
একাত্তরের বীরেরা লিখেছে– আমরা বিজয়ী জাতি!
সে জাতির ধারা রক্তে রক্তে, চেতনায় আছে মিশে
বুক পেতে দিতে শিখে গেছি তাই– ভয় পাবো আর কীসে?

জুলাইয়ের বীর কাঁধে কাঁধ রেখে-ন্যায়ের পক্ষে লড়ি,
দীপ্ত পায়েতে ক্ষিপ্ত স্লোগানে হাজার মিছিল গড়ি!
মিছিলে-মিছিলে পুরো দেশময়, বারুদে বারুদে অগ্নি
বাজিমাত করে ফিরবো তবেই, সহপাঠী আর ভগ্নি!
যায় যাবে প্রাণ তবুও সবাই রাজপথ জুড়ে থাকি
সালাম-শফিক, জব্বারদের সাহস বুকেতে রাখি!
শোষক-খুনিরা নিপাত হবেই, থাকবে না ফ্যাসিবাদ,
রক্তে আগুন জ্বলছে তাই তো হয়ে গেছি উন্মাদ!

আবু সাঈদের রক্ত-শপথে, দ্বিগুণ সাহস লয়ে–
আরও কত বীর শত তিতুমীর রক্ত দিয়েছে বয়ে!
কত বীর ভাই, কত বীর বোন, নাম লেখে ইতিহাসে,
এমনি করেই ন্যায়ের পক্ষে নতুন সূর্য হাসে!
চিরকাল জয় ন্যায়ের হয়েছে, শোষক হয়েছে লীন
ছাত্র-বীরের ইতিহাস লেখে নতুন আলোর দিন ॥

যদি ইচ্ছে হয়

রুস্তম আলী

কোথাও যদি ঘুরতে ইচ্ছে হয়–
তবে জ্ঞানের রাজ্যে ঘুরে এসো।
যদি কাউকে ভালোবাসতে হয়–
তবে নিজেকে ভালোবাসো।

কোথাও যদি হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়–
তবে মানুষের হৃদয়ের মাঝে হারিয়ে যাও।
কোনো কিছু যদি চাইতে ইচ্ছে হয়–
তবে মানুষের কাছে নয়
সৃষ্টিকর্তার কাছে চাও।

কাউকে যদি ভুলতে ইচ্ছে হয়–
তবে তাকে ভুলার মতো ভুলে যাও।
মরতে যখন হবেই–
ভীরুর মতো নয়
তবে বীরের মতো মরো।

কাউকে যদি আঘাত করতে হয়–
তবে লাঠি দিয়ে নয়
ফুল দিয়ে আঘাত করো।
নিজেকে যদি বিলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হয়–
তবে মোমবাতি হয়ে জ্বলো।

বাংলাদেশের রূপ

পঙ্কজ শীল

সোনার দেশে নদী বয়ে,
মাঠ সাজে সব ফসল হয়ে।
সবুজ শ্যামল গাছের ছায়া,
হাসে ফুলের রঙিন মায়া।

পাখির গানে ভোরের রবি,
সোনার আলো আঁকে ছবি।
মেঘের ছোঁয়ায় নাচে কদম,
শিশির পড়ে ভেজে পদম।

শস্য ভরা মাঠের কোল,
নদীর জলে বাজে ঢোল!
পদ্মা, মেঘনা, যমুনা কানে,
বাজায় ঢেউয়ের মিষ্টি গানে।

আমার দেশ

শামসুল আরেফীন

আসবো ফিরে সোনার দেশে
বিদেশ থেকে হেসে হেসে
আমার বাংলার বুকে।
কাজে আমি জমে থাকি
ব্যথাগুলো আগলে রাখি
সদায় থাকি দুখে।

নিজের ভূমি যেন খাঁটি
ভালোবাসি দেশের মাটি
যতই থাকি দূরে।
পিতামাতার ভালোবাসা
কাছে পাওয়ার অনেক আশা
আছে অন্তর জুড়ে।

পাখিদেরই ডাকাডাকি
এই মনেতে স্বপ্ন আঁকি,
শুধু তোমায় নিয়ে,
নতুন ভোরের নতুন আলো
যাক সরে যাক যত কালো।
বলি মনটা দিয়ে।

মুক্ত বাতাস সবার গাঁয়ে
যত্ন করে আমার মায়ে
কত ভালো লাগে।
বাবা মায়ে বেঁচে থাকুক
ভালোভাবে জেঁকে রাখুক
রাখি মনের বাগে।

গ্রামের পথে তাল-পারুল,
বাতাসে বাজে বাঁশির সুর।
ধানের গন্ধ, কাঁঠালের স্বাদ,
রঙিন মাটি, সোনার মাঠ।

আকাশ নীল, মেঘের মেলা,
ঝিরিঝিরি বৃষ্টি সুন্দর খেলা
সন্ধ্যা নামে প্রদীপ জ্বলে,
জোনাকিরা আসবে বলে।

সোনার দেশে সুখরা ফেরে,
দারুণ ছবি আঁকিয়ে রে।
রূপের মেলা বাংলাদেশ,
মন ভরে যায় আহা বেশ।

এ জয় আবু সাঈদ

রেইনি দিল আফরোজ

রাজপথে আবু সাঈদ যখন বুক পেতে শহিদ হলো
তখন ছাত্র-জনতার পাশে দাঁড়ালো বাবা-মা
রচনা করল আরেকটি বায়ান্ন, আরেকটি একাত্তর
ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতায় থাকার মোহে
পেটোয়াবাহিনী কেড়ে নিলো অগণিত জীবন!
আহা কী নির্মম!
কত লাশ গুম হলো, কত মা হারালো তার সন্তান
গুলিবিদ্ধ কত লাশ হাসপাতালে শুয়ে কাতরালো
ওরা না ছিল পাকিস্তানি; না ছিল ইন্ডিয়ান
আমারই দেশের মানুষ হয়ে একাত্তরের পাকবাহিনীর মতো,
কেন কেড়ে নিলো জীবন?
অবশেষে নেমে এলো রাজসিংহাসন!
জয়োল্লাস! জয়োল্লাস!
এ জয় শহিদ আবু সাঈদের–
এ জয় ইফরান, শান্ত, হাসনাতের
এ জয় প্রতিবাদী নতুন বাংলাদেশের!

গণ-অভ্যুত্থাননামা

নীহার মোশারফ

কেন এমন হয় বারবার? রক্ত দিয়ে লিখতে হয় স্বাধীনতার নাম
শখের চেয়ারে বসে যারা মানুষের অধিকার নিতে চায় ছিনিয়ে
তারা কী আর মানুষ বটে? নিত্য বিভীষিকায় ভীতি কাটে কার?
কোন অত্যাচারী রাজার দেশে নির্যাতিত ছিলাম আমরা?
রক্তের খুব দাম। দুহাজার চব্বিশের জুলাইয়ের আরও দাম।
তরুণ প্রজন্ম বোঝে মূল্য শহিদের। অধিকার দিতে হবে।
ওদের কাব্যেই জেগে ওঠে দেশ। প্রতিশ্রুতির শব্দগুচ্ছ হাঁটে...
চেতনার বয়ানে বাঙালি যোদ্ধা হয়ে ওঠে। গায়ের জোরে ক'দিন
টিকে থাকা যায়? কত খুন, গুম, ক্রসফায়ার, অবাধ লুটপাট;
দুর্নীতির কবলে ছিল যারা তারাই ক্ষুণ্ন করেছে দেশের সম্মান।
টিএসসি'র মোড়ে খুব ভিড় ছিল সেদিন। জরো হয়েছে চিৎকার;
কারা সেই সাহসীর দল? বায়েজিদ হারেনি, মাসুদের অপরাধ?
রোবায়েত প্রতিবাদে পড়েছিল ফেটে। চারদিকে নিন্দার হাওয়া
ফ্যাসিস্টদের নির্দেশে ঝাঁঝরা হয়েছে কত তরুণের বুক
কারা তৈরি করেছে ঘাটে ঘাটে সেই নির্মম যন্ত্রণার আয়নাঘর?
কেটেছে অর্থহীন সময়, রক্তনদী স্রোতে ছিল বহমান
দেশে যুগে যুগে ফ্যাসিস্ট আসে, বাতাসে বারুদের গন্ধ ভাসে
শয়তান তাড়াতে জুলাই আসে, রচে যায় মর্মন্তুদ ইতিহাস এক।

সুরমা

জসীম আল ফাহিম

মাঝরাত থেকে ব্যথাটা শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড রকমের ব্যথা। ব্যথায় প্রাণ বেরিয়ে যাবার অবস্থা। জননী মাত্রই জীবনে অন্তত একবার এ ব্যথার সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়। তারপর সোনালি ঊষায় ভরে যায় পৃথিবী। কিছু আশা কিছু স্বপ্ন নিয়ে নারী থেকে জননী স্তরে পৌঁছার জন্য এ ব্যথা সহ্য করে সবাই। সহ্য করতেই হয়। এটা বিধির বিধান। আর এখানেই নারী হয়ে জন্ম নেবার চরম সার্থকতা। নারী জন্মকে সার্থক করতে শয্যাগত সুরমা। মা-বাবার একমাত্র সন্তান। শৈশবে মাকে হারিয়ে বাবার স্নেহেই বড়ো হয়েছে সে। মা যে দিন ম্যালেরিয়ায় মারা যান সুরমার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে বাড়ি। প্রত্যন্ত অঞ্চল হওয়ায় ভালো কোনো ডাক্তার দেখানো সম্ভব হয়নি। বলা যায় একপ্রকার বিনা চিকিৎসাতেই তিনি চলে গেলেন ওপারে।

ছোট্ট সুরমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করলেন বাবা। বয়সের তুলনায় শরীরটা বাড়ন্ত গোছের হওয়ায় সহজেই সুরমার ওপর সবার নজর পড়ে। দেখতে-শুনতে মন্দ না। গায়ের রং উজ্জ্বল ফর্সা। ভ্রমর কালো চোখের তারায় কেমন যেন মায়া আঁকা। সুদর্শনার সুদন্তী হাসিতে যে কেউ পলকে খুন হয়ে যেতে পারে।

বড়োই বুদ্ধিমতী এবং শান্ত স্বভাবের মেয়ে সুরমা। গান গাইতে পারে। ছবিও আঁকে ভালো। তার ওপর চানপুরের মতো অজপাড়াগাঁয়ে জন্মে এসএসসি পাস করাটাও কম কথা নয়। এত রূপ-গুণের অধিকারিণী কন্যাকে নিয়ে পাত্রমহলে প্রতিযোগিতা শুরু হবে না, তা কী হয় ? সুরমাকে নিয়ে চানপুরের তরুণদের মধ্যে অনেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করে।

কিন্তু সুরমার বাবা সুরুজ আলীর সাফ কথা। সুপাত্র চাই। ভদ্র-শিক্ষিত-পরিশ্রমী ছেলে চাই। মা-মরা মেয়ে আমার। উপযুক্ত ছেলে না পাওয়া পর্যন্ত বিয়েই দেবো না।

ফলে সুরমার রূপ-গুণে মুগ্ধ তরুণদের অনেকেই রণে ভঙ্গ দেয়। উপযুক্ত পাত্র মেলে না সুরমার। বিয়েও হয় না। এরই মধ্যে দুষ্ট লোকেরা রটাতে থাকে, সুরমার নাকি বিয়ের ফুল ফোটেনি। বিয়ের ফুল ফুটলে তো সুপাত্র মিলবে। কিন্তু বাবা সুরুজ আলী আশা ছাড়েন না।

এভাবে দিন যায়। মাস যায়। একদিন ভিনগ্রাম থেকে একটি সম্বন্ধ এলো। ছেলের নাম সালামত। সুদর্শন কর্মঠ পাত্র। নম্র-ভদ্র-সুশিক্ষিত। কিন্তু গরিব। সুরুজ আলী নিজে গিয়ে একদিন দেখে এসেছেন। পাত্র মন্দ না। দশে দশ বলা যায়। গরিব কোনো ব্যাপার না। পরিশ্রম করতে জানলে ধন-সম্পদ একদিন কমবেশি সবার হয়। সুরুজ আলীরও ছিল না। পরিশ্রম করেছেন, এখন হয়েছে।

সালামতের মা-বাবা বেঁচে নেই। আপন বলতে আছেন এক ফুপু। ফুপুর বাসায় থেকে ওর পড়াশোনা। ফুপুরও স্বামী-সন্তান নেই। সালামতকে তিনি পুত্রজ্ঞান করেন।

দুপক্ষ রাজি থাকলে বিয়েশাদিতে কোনো বাধা থাকে না। কাজ দ্রুত এগিয়ে যায়। সুরমা-সালামতের বিয়েতেও কোনো বাধা নেই। ভালোয় ভালোয় বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতেই থেকে যায় সালামত।

সুরুজ আলী মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন মানুষ। টাকাপয়সার কোনো অভাব নেই। তিনি চান সংসারে নতুন অতিথি আসার আগেই সালামত স্বাবলম্বী হোক। পরে ওর মতামত নিয়ে ব্যবস্থাপত্রও একটা করলেন। বিয়ের মাত্র তিনমাস যেতে না যেতেই সালামতকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে দেন।

চিঠিতে সালামত ও সুরমার যোগাযোগ হয়। সালামত চিঠি লেখে। সুরমাও লেখে। মধ্যপ্রাচ্যে সে ভালো আছে। কোনো সমস্যা নেই। তবে মাঝেমধ্যে মনটা কেমন যেন করে। দু-মাস পর পর চিঠির সঙ্গে টাকাও আসে। সুরুজ আলী ওর কোনো টাকা খরচ করেন না। এ টাকায় মেয়ের ভবিষ্যৎ হবে। তাই সুনামগঞ্জে গিয়ে একদিন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করে রাখেন।

এভাবেই যাচ্ছিল দিন। চানপুর থেকে পায়ে হেঁটে গেলে তিন ঘণ্টার পথ সুনামগঞ্জ। ইঞ্জিনের নৌকায় গেলে দেড় থেকে দু-ঘণ্টার বেশি লাগে না। আর হাতে বাওয়া নৌকায় গেলে কম করে হলেও চার ঘণ্টা লাগে। শুকনো মৌসুমে লোকজন পায়ে হেঁটেই শহরে যায়। পায়ে হেঁটে সোজা পথ ধরে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়।

বর্ষায় নৌকা ছাড়া সুনামগঞ্জ যাওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না। বড়ো বড়ো হাওর পাড়ি দিয়ে যেতে হয়। শনির হাওর, খরচার হাওর। ওসব হাওর দেখলে সাহসী লোকেরও হৃৎপিণ্ড কেঁপে ওঠে। বিশাল হাওরের মাঝে সবুজ পাতার ঝোপ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হিজল গাছ। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন কাটা ধান মাথায় নিয়ে পানি ভেঙে এগিয়ে চলেছে সংগ্রামী কিষান। ওসব হিজল গাছে নাম না জানা বিচিত্র জলচর পাখি উড়ে এসে বসে। আবার ওড়ে। আবার বসে। সারাদিন চলে

নয়নাভিরাম এ খেলা। হাওরের ঢেউয়ের তালে ভাসে রং-বেরঙের পালতোলা নৌকা।

সুরমার ব্যথাটা শুরু হওয়ার পর সুরুজ আলী সালামতের ফুপুকে খবর দেন। খবর পেয়ে কদমালি ফকিরকে নিয়ে ফুপু ছুটে আসেন। কদমালি ফকির অত্যন্ত কামেল কবিরাজ। তাকে দিয়ে দশ গেরামের মানুষ চিকিৎসা করায়। ফকির সুরমাকে ঝাড়ফুঁক দেন। পানি পড়া দেন। কিন্তু পীড়িতার অবস্থার কোনো পরিবর্তন বুঝতে না পেরে শেষে অমৃত দাওয়া আনার নাম করে কেটে পড়েন। সালামতের ফুপু সুরমার পাশে বসে নানা দোয়াদরুদ পড়তে থাকেন।

কিন্তু বাবার মন বলে কথা। কিছুতেই মন তার মানে না। ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বৃষ্টির শব্দে কিছুই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে না। সুরুজ আলীর মনে পড়ে যায়, সুরমার মায়ের কথা। সুরমার জন্মের সময় তারও এমনটি হয়েছিল। তখন তিনি ছুটে গিয়েছিলেন মালেক ডাক্তারের কাছে। মালেক ডাক্তার হোমিওপ্যাথি দেন। তাই সেবার কোনোরকম বেঁচে যায় মা-মেয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তিনি ছুটলেন মালেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এলেন। কিন্তু পীড়িতার অবস্থা দেখে কেমন যেন চিন্তিত হয়ে পড়েন। তবু সাহস করে কিছু একটা পুরিয়া খেতে দেন। তারপর বলেন, অনেক দেরি করে ফেলেছেন। বাচ্চার মাথা উল্টে আছে। অপারেশন লাগতে পারে। জলদি ব্যবস্থা করুন। এখনই সুনামগঞ্জ নিয়ে যেতে হবে। নইলে ওদের বাঁচানো দায় হয়ে যাবে।

বৃষ্টি তখনো ঝরেই চলেছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। এত রাতে ইঞ্জিনের নৌকার ব্যবস্থা করা সম্ভব না। কিন্তু সুরমাকে তো বাঁচাতে হবে। কী করবেন বাবা সুরুজ আলী! এত অসহায় লাগছে যে কিছুই মাথায় আসছে না তার। সহসা মনে পড়ল কেতু মাঝির কথা। কেতু মাঝির ছৈঅলা নৌকা আছে। ছেলেকে নিয়ে কেতু মাঝি মাঝেমধ্যে ট্রিপ দেন।

সুরুজ আলীর সব কথা শুনে রাজি হলেন কেতু মাঝি। বললেন, তোমার মেয়ে আর আমার মেয়ে কী মিয়া। আগে ওকে বাঁচানো দরকার। তারপর অন্য কথা। তারপর বলেন, কই বাবা হারু। জলদি বেরিয়ে আয়। এখনি আমাদের গঞ্জে যেতে হবে। বলে তিনি মাঝরাতে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সুরমাকে নিয়ে কেতু মাঝি অন্ধকার তরঙ্গময় হাওরে নাও ভাসালেন। হাতে বাওয়া নৌকা। ঘণ্টা চারেক লাগার কথা। কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে নৌকা যেন চলতেই চায় না। কেতু মাঝি শক্ত হাতে বেয়ে চললেন। বাইছে হারুও। সালামতের ফুপু ছৈয়ের ভেতর সুরমার পাশে বসা। আঙুলে গুনে গুনে তিনি দোয়াদরুদ পড়ছেন। কেতু মাঝি ক্লান্ত হয়ে গেলে সুরুজ আলী নিজেও বৈঠা চালায়। হাওরে দুর্দান্ত ঢেউয়ের নির্মম দাপাদাপি। বৃষ্টি অবশ্য অনেকটা কমে গেছে।

ছৈয়ের ভেতর ক্ষণে ক্ষণে শোনা যাচ্ছে সুরমার গগনবিদারী আর্তচিৎকার। ব্যথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে মেয়েটি। ক্ষণে ক্ষণে গোঙাচ্ছে। যেন এখনি প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। ঢেউয়ের তালে তাল রেখে বাতাসের প্রতিকূলে এগিয়ে চলেছে কেতু মাঝির নাও। প্রতিকূল প্রকৃতির বিরুদ্ধে এ যেন কঠিন জীবনসংগ্রাম। বাঁচার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা।

প্রায় সোয়া পাঁচ ঘণ্টা পরে কেতু মাঝির নাও হাওর ছেড়ে এসে পড়ল সুরমা নদীতে। নদীতে প্রচণ্ড স্রোত। কানায় কানায় পূর্ণ নদী। প্রচণ্ড ঢেউয়ের দাপাদাপিতে সবকিছু যেন লণ্ডভণ্ড করে দিতে চায়।

ভোর তখন হয় হয়। পূর্বাকাশে দিনমণির সোনালি আভা উদ্ভাসিত হয়েছে। দূরে কোথাও ভোরের পাখির ডানা ঝাপটানি আর কিচিরমিচির গান শোনা যাচ্ছে। যেনবা রাত্রির গহ্বর থেকে চির মুক্তির অফুরন্ত আনন্দ মিছিল! এমন সময় ছৈয়ের ভেতর থেকে ভেসে এলো নবজাতকের সুতীব্র আর্তচিৎকার। যেন সে চিৎকার দিয়ে জানান দিচ্ছে আগামী দিনের কোনো শুভবার্তা। কিন্তু পরক্ষণেই হাত-পা টানটান করে লজ্জাবতী পাতার মতো ঝিমিয়ে পড়ল সুরমা।

নবজাতকের শুভজন্মে সে ক্ষণে সকলের আনন্দিত হবার কথা। অথচ কোথা থেকে যেন এমন আনন্দঘন মুহূর্তে একরাশ শোকাবহ এসে ভিড় করল। তারপর পিনপতন মৌনতায় সবকিছু কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল।

চব্বিশের স্পর্ধা

কামাল হোসাইন

আমাদের ভুলিয়ে রাখার দিনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে
জুজুর ভয়ে ভীত নই এখন,
আমরা আর ঘরের কোণে আগল তুলে কুম্ভকর্ণের মতো
চোখ-কান বন্ধ করে বসে থাকি না।

আমাদের সকল অন্ধত্বের অবসান ঘটেছে সম্প্রতি,
আমাদের বোধের এন্টেনায় দূরাগত সমূহসংকুল পথের নির্দেশ দেয়,
সতর্ক হই, ধূম্রজাল ভেদ করে এগিয়ে যাবার দুঃসাহসে বলীয়ান জাতি আমরা।

অশরীরী দিন উবে গেছে আমাদের,
ঠুলি পরা চোখ এখন স্পষ্ট অনুভূতির জোগান দেয়
মোহের সকল বিম্বিত অর্গল ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গিয়েছে এই তো সেদিন।

এখন আমাদের আর ঘুমকাতুরে ভাবার কোনো কারণ নেই।
আমরা এখন ঘুমভাঙা পাখির প্রতিনিধি,
সদাজাগ্রত আবাবিল হয়ে ধুলোয় মেশাতে প্রতিশ্রুত সকল স্পর্ধিত অপচ্ছায়া।

আমরা চোখে চোখ রেখে কথা বলতে শিখেছি,
তাই এই মাতৃভূমির দিকে সকল ষড়যন্ত্রের কালো মেঘ সরিয়ে দেয়ার
সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি।

তোমার খুনরাঙা ঘৃণিত চোখ দিয়ে তাকিও না আমার অস্তিত্বের দিকে।
আমরা জঞ্জাল সরিয়ে সব জটিল অংক কষতে শিখেছি মহাশয়।

জীবন

ছাদির হুসাইন

জয়, পরাজয় আছে বলেই
সাদা-কালো দেখা যায়
দেখা-শোনার চিত্র থেকেই
অনেক কিছু শেখা যায়।

শিখতে হলে জানতে হবে
বুঝতে হবে আয়ুকে
শিক্ষা দিয়েই মারতে হবে
দূষিত সব বায়ুকে।

ভয় পেতে নেই জীবন পথে
জীবন মানেই বিগ্রহ
জীবন মানেই হাসি-খুশি
জীবন মানেই নিগ্রহ।

মানবজীবন ঘিরে আছে
কতশত জল্পনা
জীবন নিয়ে করতে মানা
আজেবাজে কল্পনা।

জীবদ্দশায় চলতে হলে
বলতে হবে হক কথা
পড়তে হবে খোদার বাণী
গড়তে হবে সখ্যতা।

আত্মহুতির নিমন্ত্রণ

জেনি সরকার

এক আকাশ কলঙ্ক মুছে দিলো,
বহমান নদীসম রক্ত আঁচড়।
আমার আমি আজ সম্পূর্ণ আমি।
কথা লিখে রাখতে পারি,
পাহাড়ের গাঁ ঘেঁষে।
আমার মায়ের ঘুম জড়ানো গানে,
জন্ম নিয়েছে বটবৃক্ষ।
সেখানে কতশত পাখির কলতান।
আমি রাত জেগে পাহারা দেই,
নবীনের ক্ষেতের পাকা ধান।
এখন ভাত, পিঠা পুলি,
হাসতে হাসতে গ্রামান্তর পাড়ি দিয়ে,
নগরে বেড়াতে যায়।
আর ইষ্টিকুটুম সেজেগুজে ফিরে আসে,
টিন চালা ঘরে,
ডালিম ফুলের উঠানে।
আমার নাম এখন আমরা।
অহর্নিশ সই সই খেলায়,
গোলা ভরে উঠছে সোনার সিকিতে।
দীর্ঘশ্বাসের চুলোয় পুড়ুক,
দূষিত সময়ের তেলাপোকা।
বারবার খোলস পাল্টেও,
নির্লজ্জ ভেসে বেড়ায়।
অন্ধকার পেলেই হাতড়িয়ে বেড়ায় অস্তিত্বহীনে।
যেন এক মাংসাশী শকুন।
কিন্তু জোনাকগুলো!
আলোর গুলালে সরবে মাতে।
আমার জোয়ান ছেলের,
রক্তে ভেসে নীরব মাটি।
গুঞ্জন সুরে বিষ ছাড়ে।
এসো তবে হে অণুজীব!

চব্বিশ আমাদের প্রেরণা

রুমান হাফিজ

ইতিহাস আছে যত
দূর কি'বা কাছে যত
লিখা সব গাঢ় সোনা অক্ষরে
আঁকড়ে তা ধরে রাখি
সযতন করে রাখি
ব্যাঘাতেই মন ওঠে ধক করে।

আমরা তো বীর জাতি
সাহসের তীর গাঁথি
প্রয়োজনে দেই ঢেলে রক্ত
ভয়ে কভু পিছে নয়
একটুও মিছে নয়
সম্মুখে হাঁটি সদা শক্ত।

স্বাধীনতা, ভাষা আর
একসাথে ঠাসা আর
চব্বিশ আমাদের প্রেরণা
সাহসের সাথে চলি
সত্যটা তাতে বলি
রবো এক বারো আর তেরো না।

সাঈদের বাড়ি ফেরা

মোকাদ্দেস-এ-রাব্বী

সকালে ঘুম ভাঙতেই সাঈদের মনে হয় গত রাতে ছোটো বোন সুমি ফোন দিয়েছিল। সে ওদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। সাঈদকে সে বাড়িতে আসতে বলেছে। কিন্তু কীভাবে যাবে সকালে। দুপুরের পর ক্যাম্পাসে কর্মসূচি আছে। গেলে আজ রাতে যেতে হবে। বিছানায় থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে সে নাস্তা করে। এরপর প্রতিদিন যা করে তাই সে করতে শুরু করল। প্রতিদিন সে স্মার্ট ফোন হাতে নিয়ে অনলাইনে ইপেপারগুলো দেখে নেয়। আজও ফোনের ব্রাউজার ওপেন করে পত্রিকা ওপেন করে। কোনো কিছু শিরোনাম দেখার আগেই মিনিমাইজ করে ফেসবুক অ্যাপস ওপেন করে। গতকাল রাতে সে একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল। সেই স্ট্যাটাসে কতগুলো লাইক পড়ল, কতগুলো কমেন্ট পড়ল তা দেখার জন্য ফেইসবুকে হাত চালালো ও। বিশেষ করে কমেন্টগুলো দেখার জন্য মনটা আনচান আনচান করছে। ওর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যারদের একটিভিটিস দেখে ওর ভীষণ মন খারাপ হয়েছিল। যে কারণে স্যারদের উদ্দেশ্য করে সে স্ট্যাটাসটা দিয়েছিল।

সেই স্ট্যাটাসটা ছিল, এক স্যারকে স্মরণ করে। ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ হওয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা স্যারকে স্মরণ করে। স্ট্যাটাস ছিল এরকম, 'স্যার! এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার স্যার! আপনার সমসাময়িক সময়ে যারা ছিলেন, সবাই তো মরে গেছেন, কিন্তু আপনি মরেও অমর।

আপনার সমাধি, আমাদের প্রেরণা দেয়। আপনার চেতনায় আমরা উদ্ভাসিত। এই প্রজন্মে যারা আছেন, আপনারাও প্রকৃতির নিয়মে একসময় মারা যাবেন। কিন্তু যত দিন বেঁচে আছেন, মেরুদণ্ড নিয়ে বাঁচুন। ন্যায্য দাবিকে সমর্থন জানান। রাস্তায় নামুন, শিক্ষার্থীদের ঢাল হয়ে দাঁড়ান। তাহলে প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কালের গর্ভে হারিয়ে যাবেন না। আজন্ম বেঁচে থাকবেন শামসুজ্জোহা হয়ে।'

গত তিন দিন ধরে দেশে যা হচ্ছে তা বলার মতো না। সারাদেশে শিক্ষার্থীরা নির্যাতিত হচ্ছে। অনেক স্যারেরাই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন। কেউ কেউ আবার শিক্ষার্থীদের গোপনে গোপনে কখনো প্রকাশ্যে প্রতিপক্ষ হয়েও দাঁড়িয়েছেন যে কারণে সেই শামসুজ্জোহা স্যারকে ভীষণ মনে পড়েছে গতকাল রাতে। কী এমন করেছিল শামসুজ্জোহা স্যার? নিশ্চয় এমন প্রশ্ন অনেকের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে সেই স্ট্যাটাস দেখে। শামসুজ্জোহা স্যার যা করেছিল তা ভালো করে জানে সাঈদ।

১৯৬৯ সালের কথা। ছয় দফা দাবি এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ আন্দোলন গড়ে তোলে। রাজশাহীতে স্থানীয় জেলা প্রশাসন ১৯৬৯ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে। সেদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের উদ্দেশ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকসহ মুক্তিপ্রত্যাশী জনতা মিছিল বের করে। মিছিলটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের বাসভবনের সামনে পৌঁছালে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষকসহ স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে অনেকেই আহত হন, আবার অনেকেই গ্রেপ্তারও হন।

পরের দিন মানে ১৮ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়-সংলগ্ন নাটোর রোডে স্থানীয় প্রশাসন আবারো ১৪৪ ধারা জারি করে। উত্তেজিত ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রস্তুতি নেন। তাই সশস্ত্রবাহিনীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে প্রস্তুত রাখা হয়। কিন্তু আন্দোলনরত ছাত্ররা সব প্রতিরোধ ও বাধাকে অতিক্রম করে মেইন গেটের প্রাচীর টপকে বের হয়ে পড়েন। সে পরিস্থিতিতে স্বাধীনতাকামী ছাত্রদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী রাইফেল উঁচিয়ে প্রস্তুতি নিতে থাকলে ছাত্ররা তাদের গাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেন। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলার জন্য শামসুজ্জোহা স্যার এগিয়ে যান। তাঁকে অনুরোধ করেন যেন সেনাদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের মারাত্মক পদক্ষেপ নেওয়া না হয়। মেইন গেট-সংলগ্ন নাটোর রোডে ছাত্রদের ঢল নামতে শুরু করলে পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনী ছাত্রদের ওপর গুলি করতে উদ্যত হয়। তখন শামসুজ্জোহা স্যার হাত উঁচু করে মিলিটারিদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, 'প্লিজ, ডোন্ট ফায়ার! আমার ছাত্ররা এখান থেকে এখনই চলে যাবে। একথা শুনে সেনা কর্মকর্তারা শামসুজ্জোহা স্যারকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলেন। শামসুজ্জোহা স্যার বলেছিলেন যে তিনি 'রিডার'। সেনা কর্মকর্তারা শুনেছিলেন 'লিডার'। শামসুজ্জোহা স্যার আবারও সেনাসদস্যদের শান্ত থাকতে আহ্বান জানান। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী সেদিন তাঁর ওই অনুরোধ শোনেননি। পাকিস্তানি বাহিনী লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরে রাইফেল দিয়ে গুলি করে তাঁকে আহত করে। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। হাসপাতালে নেওয়ার পর অস্ত্রোপচারের টেবিলে শামসুজ্জোহা স্যার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

অধ্যাপক শামসুজ্জোহা স্যারের মৃত্যুর ঘটনা চলমান মুক্তির সংগ্রামে নতুনত্ব যোগ করে বেগবান হয়ে ওঠে আন্দোলন। জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন আইয়ুব খান। তাঁর মৃত্যু দেশবাসীকে স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে।

শামসুজ্জোহা স্যারের কথা যারা জানে তারা সবাই শ্রদ্ধার সাথে তাঁকে স্মরণ করেন। সাঈদ মনেপ্রাণে শামসুজ্জোহা স্যারের সে অবদানের কথা মনে করেই পোস্ট দিয়েছে। আসলে আজ ওদের শামসুজ্জোহা স্যারের মতো স্যার খুব প্রয়োজন। ফেইসবুকে ঢুকেই দেখে তার পোস্টে থ্রি কে ভিউ প্লাস। কমেন্টেও অনেক। কয়েকটা কমেন্ট পড়তে শুরু করে ও। হঠাৎ মনে হয় দেশের পরিস্থিতি কী তা

জানা জরুরি আগে। ও আবার ব্রাউজারে ঢুকে ইপেপারগুলো দেখতে শুরু করে।

পত্রিকার শিরোনামগুলো দেখে আঁতকে ওঠে সাঈদ। পত্রিকাগুলোর শিরোনামগুলো এরকম, দফায় দফায় হামলা, সংঘর্ষ, গুলি। আর একটা পত্রিকা লিখেছে, দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, সংঘর্ষ। হামলা-পাল্টা হামলা সংঘর্ষ আহত-৩০০। এটি আর একটি পত্রিকার শিরোনাম। আহারে ন্যায্য অধিকার চাইতে গিয়ে কী অপদস্তই না হচ্ছে শিক্ষার্থীরা, ভাবে সাঈদ। আর একটা খবর দেখে শরীরে রাগ উঠে যায় সাঈদের। সেই খবরটা প্রায় সব পত্রিকায় আছে। তা হলো ছাত্রলীগের খবর। কোনো পত্রিকা লিখেছে, যারা 'আমি রাজাকার' বলেন, তাদের শেষ দেখে ছাড়বে ছাত্রলীগ। আগ্রাসী ছাত্রলীগ রক্তাক্ত শিক্ষার্থী আরও কঠোর হবে সরকার। ঢাবিতে ছাত্রলীগের হামলা। এই ছাত্রলীগ তো মানুষ। তারা কেন অমানুষের মতো ব্যবহার করছে, সন্ত্রাসী আচরণ করছে। তাদের কী বিবেক মানবতা কিছুই নেই? এরকম নানান প্রশ্ন ঘুরতে থাকে সাঈদের মাথায়। গতকাল ওর ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের বড়ো ভাইরা খারাপ ব্যবহার করেছে। ধাক্কা মেরেছে বেশ কয়েকবার। কেউ একজন একটা থাপ্পড় মেরেছে ওকে। বলেছে, তোকে যেন আর আন্দোলনের মিছিলে না দেখি। কিন্তু ন্যায্য অধিকারের ব্যাপারে কোনোভাবেই পিছপা হওয়ার মতো মানুষ সে নয়। সে আজকেও যাবে। আজ বিকেলে সব ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল আছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সে রংপুরের অন্যতম সমন্বয়ক। সে কী করে পিছপা হতে পারে!

গতকাল গ্রামের বাড়িতে ছোটো বোন সুমি এসেছে। সুমি রাতে ফোন দিয়েছিল। ওকে ডেকেছিল। সাঈদ বলেছিল, বোন ক্যাম্পাসে একটু ঝামেলা চলছে আমি সকালে আসতে পারব না। আগামীকাল রাতে রওয়ানা দিব। সুমি বলেছিল, ভাই তুই সকালে উঠে আসিস। জবাবে সাঈদ বলেছিল, দেখি।

দেখি বললেও রাতেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। কারণ বিকেলে ওকে বিক্ষোভ মিছিলে থাকতেই হবে। নইলে তার দেয়া স্ট্যাটাস ধরেই মানুষ আবার তাকে মেরুদণ্ডহীন বলবে। বিক্ষোভ মিছিল শেষ করে সন্ধ্যার পর রওয়ানা দেওয়া যাবে। অনেকদিন বাড়িও যাওয়া হয় নাই। টিউশনির কিছু টাকা আছে বাবার হাতেও দিয়ে আসা যাবে।

দুপুর হওয়ার পরপরই সে বেড়িয়ে পড়ে। রাস্তায় শিক্ষার্থীদের ঢল। বিক্ষোভ মিছিল শুরু হওয়ার কথা তিনটায়। তার আগেই শিক্ষার্থীরা বেড়িয়ে পড়েছে। মিছিলে অংশগ্রহণ করে সাঈদ। ক্যাম্পাসের গেটে ডানে বায়ে অনেক পুলিশ দেখে অবাক হয়ে যায় সাঈদ। এখানে পুলিশ কী করবে? তারা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিল করেতে এসেছে। পুলিশের সাথে দাঁড়িয়ে আছে তারই ভার্সিটির কয়েকজন শিক্ষক। সে শামসুজ্জোহা স্যারকে আবার স্মরণ করে। মনে মনে শামসুজ্জোহা স্যারকে সে বলে, স্যার আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন? এইসব স্যার যারা পুলিশের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে তারা আপনার অবদানকে অপমান করছে স্যার। এইসব শিক্ষক মেরুদণ্ডহীন স্যার। আপনি দেখে যান স্যার।

মিছিলের এক পর্যায়ে দুইজন পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে যায়। গেটের কাছে লাঠি দিয়ে পায়ে পিঠে কয়েকটা মাইর দিয়ে ছেড়ে দেয়। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষেপে যায়। বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করে ক্যাম্পাসের দিকে। পুলিশরা টিয়ারশেল আর গুলি নিক্ষেপ করা শুরু করে। শিক্ষার্থীরা ছত্র ভঙ্গ হয়ে এলোমেলো ভাবে পালাতে থাকে। সাঈদ তখন না পালিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে যায়। ডান হতে তার ছোট্ট একটা লাঠি। মুখে কোনো ভাষা নেই। চুপচাপ সে দাঁড়িয়ে যায়। পুলিশ তাকে রক্ষা করে না। সরেও যেতে বলে না। ধরেও নিয়ে যায় না। একটু দূর থেকে কয়েকটা ঠাসঠুস গুলি করে। গুলি গায়ে লাগে কিনা বুঝতে পারে না সাঈদ। কিছু একটা শরীরে লেগেছে মনে হয়। খানিকটা শরীর ভাঁজ করে দেখার চেষ্টা করে। এরপর আবার হাত প্রসারিত করে শিনা টান করে দাঁড়িয়ে যায়। খানিক পরে আবার গুলির শব্দ। আবার গুলি লাগল সাঈদের। গুলিটা কোথায় লাগল বুঝতে পারল না ও। একটু পরে টলতে শুরু করল আবু সাঈদ। তবুও সে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। মেরুদণ্ড তো

আছেই। দাঁড়াতে অসুবিধা কোথায়। আবার দাঁড়িয়ে যায় আবু সাঈদ। কিন্তু না, এবার আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। মেরুদণ্ড সোজা থাকলেও শরীরটা হুড়মুড় করে পড়ে যায় সে। ছুটে আসে একজন বন্ধু। এরপর আরও কয়েকজন। চার-পাঁচজন মিলে ওর হাত পা ধরে শূন্যে তোলে দৌড়াতে শুরু করে। এরপর আর কিছু বলতে পারে না ও।

কতক্ষণ কিছু বলতে পারে না ও নিজেই জানে না। যখন বুঝে উঠল তখন দেখলসে একটা জায়গায় শুয়ে আছে। পরে বুঝতে পারে এটা হাসপাতাল। তার বন্ধুরা ওখানে জটলা করেছে। কিছুই ভেবে পায় না সাঈদ। এরা বিক্ষোভ মিছিল ছেড়ে হাসপাতালে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও খুঁজে পায় না। বন্ধুদের সাথে কথা বলার জন্য ছুটে যায় সে। চিৎকার করে তোমরা মিছিল ছেড়ে এখানে কেন? কিন্তু কেউ তাকে দেখতে পায় না। কথাও শুনতে পায় না। কেউ কেউ হু হু করে কাঁদছেও। কিছুক্ষণ পরেই একটা গাড়িতে একটা মানুষের লাশ তোলে ওর বন্ধুরা। পর্দা একটু সরে যেতেই দেখতে পায় সে নিজেকে। এটা তারই লাশ। কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি। এই যে আমি দাঁড়িয়ে আছি। নিজেই নিজেকে বলে সে। বন্ধুদের সামনে গিয়ে বলে। কেউ ওর কথা শুনতে পায় না। লাশের সাথে গাড়িতে ওঠে ওর বন্ধুরা। গাড়ি ছেড়ে দেয়। পেছন পেছন দৌড়াতে শুরু করে আবু সাঈদ।

আজকে ওর রাতে বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। গাড়ির পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসে সে ওর গ্রামের বাড়িতে। ওদের বাড়িতে কান্নার শোরগোল। ওর মার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় আবু সাঈদ। মাকে ঘিরে ধরেছে অনেক সাংবাদিক। মাও তার হু হু কাঁদছে। কাঁদছে আর বলছে, 'চাকরি না দিবু না দে, হামার ব্যাটাক মারলু ক্যানে?' মায়ের মুখে শোনা নিজের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস না করে পারা যায়! সাঈদ আবার ভাবে, পুলিশ কী তাকে গুলি করতে পারে! সে তো জনগণের বন্ধু। আবার বিশ্বাস হারায় সে। নিজে নিজে ভাবে, না তাকে পুলিশ গুলি করে মারতে পারে না। মায়ের কাছ থেকে সরে সে আর এক জায়গায় যায়। সেখানে দেখতে পায় কাঁদছে ওর বাবা। তার পাশেই একটা জটলা। সেখানেও সাংবাদিকদের ভিড়। ভিড় ঠেলে সে সেখানে যায়। গিয়ে দেখে ছোটো বোন সুমি হু হু করে কাঁদছে আর কথা বলছে। সে বলছে, 'হামার ভাইয়ের এত মেধা ভাই, হামার ভাই ফাইবোত বৃত্তি পাইছে, হামার ভাই এইটে পাইছে, হামার ভাই ম্যাট্রিকে পাইছে। ইন্টারে রংপুর সরকারি কলেজোত স্কলারশিপ পাইছে ভাই। বাপে হামার খুশিতে কান্দিছে ভাই। এত মেধাবী ছাত্র ভাই, কী জন্যে সরকারে মারার অনুমতি দিলো? আমার ভাই রোকেয়া ভার্সিটিত ইংলিশ সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছে। আমার ভাইয়োক আমি কছনো ভাই, মাইনসে বিসিএস করে ক্যাং করে ভাই? তোমরা একনা করেন তো। কয়, সুমি এটা একটা চাকরির পরীক্ষা হোক মুই চেষ্টা করিম। হোক মুই তোর আশাটা পূরণ করিম। হামার ভাই মরার বয়সি হয় নাই। হামার ভাইয়োক কিসোত মারার পারমিশন দিল। একটা পাও ভাঙ্গিলো না ক্যা? একটা হাত ভাঙ্গিলো না ক্যা? কী জন্য চারটা গুলি মারলো হামার ভাইয়োক? হামার কইলজ্যাটা মানোছে না ভাই। হামাক তিনটা গুলি মারিলো না ক্যা? হামার ভাই এত কষ্ট করি পড়িছে ভাই, হামার বাপে মাইনষোক কয়া বেড়াইছে লেখাপড়ার খরচ দিবার পায় না। অভাব-অনটনের জন্য হামার বাপে লেখাপড়ার খরচ দেয় নাই। টিউশুনি করি হামার ভাই খরচ চালাইছে। হামার স্বপ্ন ছিল হামার ভাই বিসিএস করিয়া গাড়িত করি হামার বাড়ি আসবে। গাড়িত করি ঠিকই আসিল, কিন্তু নিজের পায়ে নামিল না। মাইনষে ধরি নামাইলো।'

বলেই হু হু করে কেঁদে উঠল ছোটো বোন সুমি। সাঈদ বোনের আহাজারি দেখে সে কাঁদতে শুরু করে। হাত দিয়ে চোখ মুছতে শুরু করে। কিন্তু চোখে পানি কই? এইবার সে বুঝতে পারে সত্যি সত্যি সে মারা গেছে। সে কাঁদছে তার চোখে পানি নাই। সাঈদ চিৎকার করে বোন সুমিকে বলার চেষ্টা করে, বোনরে তুই আর কান্দিস না। মুই তো বাড়ি ফিরি আসনু। মোর সাথে কথা কন তোরা। কিন্তু সাঈদের কণ্ঠ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের হয় না।

চলে গেলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান

কনক হোসেন

ভাষাবিজ্ঞানী, গবেষক ও অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ২৭শে আগস্ট ২০২৪ বিকাল সোয়া ৫টার দিকে রাজধানীর ধানমন্ডিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন।

ড. মনিরুজ্জামান নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার আদিয়াবাদে ১৯৪০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মো. নাদিরুজ্জামান, মা মোসাম্মৎ ফরিদান্নেছা। পুলিশ অফিসার বাবার কর্মস্থল ছিল ব্রিটিশ ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার ঝিনাইদহে। তিনি প্রথমে নৈহাটি, পরে বরানগর, এরপর চব্বিশ পরগনা স্কুল ডায়মন্ড হারবারে পড়াশোনা করেন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় চলে আসেন পৈতৃক নিবাস আদিয়াবাদে। সেখানে গ্রামের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এরপর ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) বাংলা সাহিত্যে ভর্তি হয়ে ১৯৬০ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৬১ সালে স্নাতকোত্তর পাস করেন। ভারতের মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. মনিরুজ্জামান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়াও বাংলা বিভাগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি এবং কলা অনুষদের ডিনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নজরুল ইনস্টিটিউটের পরিচালক ছিলেন। তিনি দ্রাবিড়িয়ান লিঙ্গুইস্টিক অ্যাসোসিয়েশন, লিঙ্গুইস্টিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, ফিলোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব গ্রেট ব্রিটেনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘের আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের SOAS কেন্দ্রের ফেলো। অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান তাঁর নিজ উদ্যোগে গ্রামের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেছেন আদিয়াবাদ সাহিত্য ভবন, ভাষাতত্ত্ব কেন্দ্র ও *নিসর্গ বার্তা* (আন্তর্জাতিক সাহিত্য পত্রিকা)। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন দেশবরেণ্য এই অধ্যাপক। তিনি *সচিত্র বাংলাদেশ* পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন।

ভাষা, সাহিত্য ও ফোকলোর বিষয়ে তাঁর ৩৫টির মতো বই ও শতাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা যেমন- ভাষা ও সাহিত্য সাধনা, উপভাষা চর্চার ভূমিকা, নিম পাতার তৈ তৈ, দোল দোল দোলনী, বর্ণে বর্ণে নজরুল, মনিরুজ্জামান শিশুসমগ্র, ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, নুরজাহান ও শাহজাহান, পুরুষ পরম্পরা, বাংলাদেশ ও লোকসংস্কৃতি সন্ধান, ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন, নবাব ফয়জুন্নেসা ইত্যাদি। তিনি ২০১৫ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, চট্টগ্রাম একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ও ২০২৩ সালে একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন।

অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামানকে ২৮শে আগস্ট রায়পুরা উপজেলার নিজ গ্রাম আদিয়াবাদে জানাজা শেষে দাফন করা হয়। ড. মনিরুজ্জামান মৃত্যুকালে স্ত্রী ও এক ছেলে রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ব্যক্তিরা। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

Pictorial books on Bangladesh history, heritage and culture are available. Readers may collect those books at 25% commission from DFP sale centre. Agent commission is 33% and it is effective for at least 3 copies of each publication.

Meet Bangladesh : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,000
Birds of Bangladesh : 216 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Wildlife of Bangladesh : 240 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,250
Tourist Attractions in Bangladesh- Sylhet Division : 112 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 750
Tourist Attractions in Bangladesh- Chittagong Division : 200 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 1,200
Tourist Attractions in Bangladesh- Khulna Division : 184 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 800
Tourist Attractions in Bangladesh- Barishal Division : 136 pages, 4-colour, art paper, Price: Tk. 700

নবারুণ
এখন মোবাইল অ্যাপস-এ পড়া যাচ্ছে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ
ডাউনলোড করে নাও।

নবারুণ,
সচিত্র বাংলাদেশ ও
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি সহজে পেতে
০১৫৩১৩৮৫১৭৫ নম্বরে যোগাযোগ
করে গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই বাড়ি
পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা
নবারুণ
পড়ুন ও লেখা পাঠান

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

Bangladesh
Quarterly

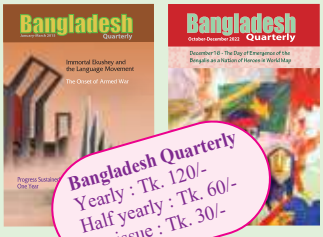

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
ই মেইল-সচিত্র বাংলাদেশ: dfpsb@yahoo.com ; dfpsb1@gmail.com
নবারুণ : editornobarun@dfp.gov.bd
বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি : bangladeshquarterly@yahoo.com

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করুন।
- বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টদের কমিশন ৩৩% হারে দেওয়া হয়।

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 45, No. 03, September 2024, Tk. 25.00

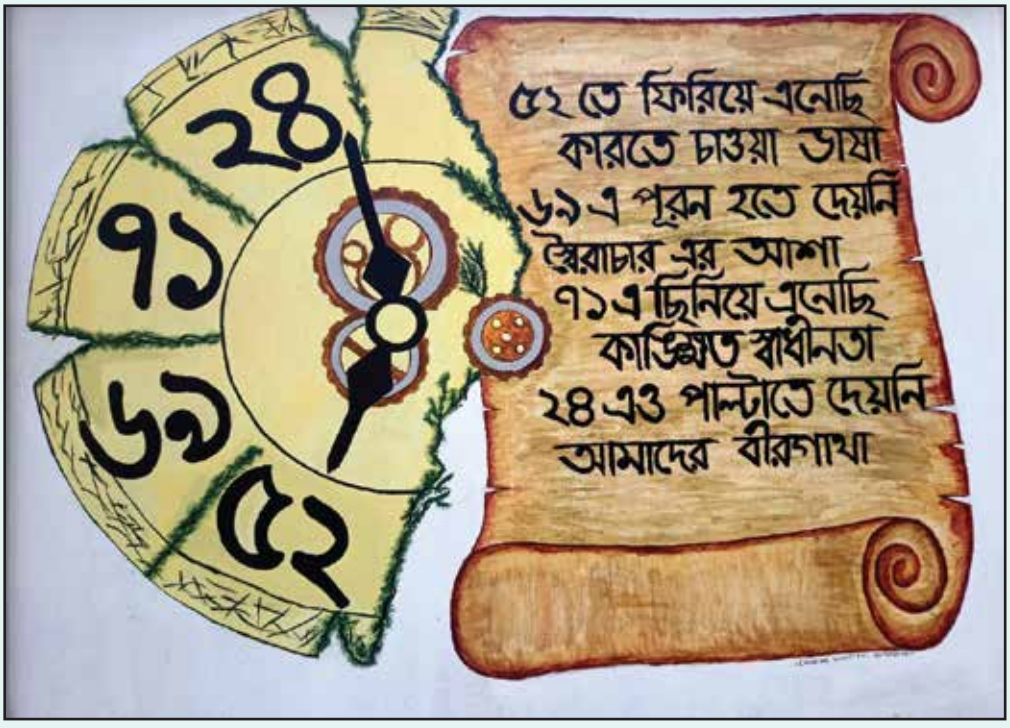

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd